শ্রীহরি

সাধক-কণ্ঠহার

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী-সমেত।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য প্রয়োজনীয় ভজন গ্রন্থ

শ্রীযুক্তেশ্বর নিত্যধামগত প্রভুপাদ

রাধিকা নাথ গোস্বামী সঙ্কলিত [illegible]

(রাজ সংস্করণ)

শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদি

বহুতর শ্রীগ্রন্থের একমাত্র স্বত্বাধিকারী—

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দ্বারা সম্পাদিত।

শ্রীদেবকী-নন্দন ধর্ম্মপ্রকাশ কার্য্যালয়

৬৬ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৷৷০, বাঁধাই ৷৷৵০, সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই ৷৷৶০ আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

— নিবেদন-

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় "শ্রীহরি-সাধক-কণ্ঠহার" ভজনশীল বৈষ্ণবগণের সমক্ষে দ্বিতীয়বার উপস্থিত করিবার পরম সৌভাগ্যলাভ করিলাম। প্রথম সংস্করণের সমগ্র গ্রন্থ যে এত শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়াছে, তজ্জন্য ভক্ত গ্রাহকগণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সোনার গৌরাঙ্গ, সাধনা, সজ্জনতোষণী, মাধুকরী, ভক্তি, আনন্দবাজার হিতবাদী প্রভৃতি সুবিখ্যাত পত্রিকা সকল একবাক্যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। স্থানাভাবে সেই সকল প্রশংসা পত্র মুদ্রিত করিতে পারিলাম না, কেবলমাত্র ভারতবিখ্যাত ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা, বৈষ্ণবকুলভূষণ নিত্যানন্দবংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়ের অভিমত পত্রখানি এতৎসহ মুদ্রিত হইল। আমাদের সাধক-কণ্ঠহার যে যথার্থ এতদিনে সাধকভক্তগণের কণ্ঠহার স্বরূপ বিবেচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এই শ্রীগ্রন্থ সংকলন

কার্য্যে আমি যে সকল মহাত্মাগণের নিকট অচ্ছেদ্য ঋণজালে সংবদ্ধ হইয়াছি, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ এই শ্রীগ্রন্থের অবতরণিকায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের যে সুললিত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর কানাইবংশ্য পরম-ভাগবত কবিরাজ শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের লিখিত।

দ্বিতীয়তঃ—এই শ্রীগ্রন্থে "প্রেমভক্তি চন্দ্রিকার" অনুবাদ ও সিদ্ধান্তাদি সম্বন্ধে নিত্য ধাম-গত শ্রীযুক্তেশ্বর রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভুপাদের নিকটও আমি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম; এবং বৈষ্ণব জগতে কে-ই বা তাঁহার নিকট অঋণী?

তৃতীয়তঃ—বর্ত্তমান বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটও আমি কম ঋণে আবদ্ধ নহি। এই শ্রীগ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের পদ্যানুবাদ অবিকল তৎকৃত। এতদ্ভিন্ন একটি ... ... নিকট যে যে বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি

তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সহৃদয় পাঠক ভক্তগণের নিকট পরিশেষে নিবেদন এই, পূর্ব্ব সংস্করণে আমার অনবধানতা বশতঃ যে সকল ত্রুটী ছিল, বর্ত্তমান সংস্করণে তাহা যথাসাধ্য সংশোধিত হইল; তথাপিও যদি কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয়, কৃপাপূর্ব্বক জানাইলে, ভবিষ্যত সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। ইতি

বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী

বিনীত—**শ্রীপঞ্চানন ঘোষ দাসস্য**।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দকে ও সোনার গৌরাঙ্গের গ্রাহকবৃন্দকে এই গ্রন্থ অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়া হইবে।

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার শ্রীমুখ হইতে ভুবন-মঙ্গল শ্রীহরিনাম
সর্ব্বপ্রথম শুনিতে পাইয়াছিলাম,
র শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীহরিগুণগানে, শৈশবের চপলতাকেও
সংযত করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভয় চরণারবৃন্দে
চিত্তকে সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিল,

সেই

পরমারাধ্যা—স্বর্গীয়া ভক্তিমতী—

মাতৃদেবীর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই

শ্রীহরি-সাধক কণ্ঠহার রূপ

ভক্তি-তর্পণ,

শ্রীহরিভক্ত জনের পবিত্র কণ্ঠে

ভক্তিভরে

অর্পণ করিলাম।

---

৭ আশ্বিন, ১৩৩৭ সাল। } বৈষ্ণবদাসাভাস

সূচীপত্র।

শ্রীঠাকুর মহাশয়ের জীবনী (২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

বিষয়

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

অবতরণিকা।

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সেবা করিয়া, জীবন ও জন্মের সার্থক
সম্পাদন করিবার জন্য যে সকল ভাগ্যবান্ তৎসাধ
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের শ্রীকরকমলে সাধন জগ
এই অমূল্য সম্পদ "হরি সাধকের কণ্ঠহার" অর্পণ করি
সঙ্গে সঙ্গে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ
বলিয়া মনে করিতেছি। কলিপাবনাবতার, রসরাজ
মহাভাব মিলিততনু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-মক
পানে যাঁহারা সত্য সত্যই উন্মত্ত হইয়াছিলেন, সেই
কতিপয় ভক্তভৃঙ্গের মধুর গুঞ্জরণের প্রতিধ্বনিই আমাদি
এই হরিসাধকের "কণ্ঠহার"। শ্রীশ্রীঠাকুরনরোত্তম
"প্রার্থনা" "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" "নামসঙ্কীর্ত্তন" প্রভৃ
কথা, শ্রীদেবকীনন্দনকৃত "বৈষ্ণবশরণ" ও "বৈষ্ণববন্দন
কথা, শ্রীদ্বিজহরি ও শ্রীশচীনন্দনকৃত শ্রীকৃষ্ণের

গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনামের কথা, বৈষ্ণব জগতে কেহ অবিদিত আছেন ? সেই অমূল্যরত্ন ও তৎসহ অপরাপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে সুললিত ানুবাদ সহ সাধক ভক্তগণের উপযোগী কতকগুলি মূল্য উপদেশ একত্রে সংগৃহীত করিয়া ভক্তগণের পবিত্র ঠে অর্পণ করিবার মানসে আমরা এই "হরিসাধকের ঠহার" গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের মৌলিকতা ছুই নাই, বা এ ক্ষেত্রে আমরা সেরূপ কোনও বিষয়ের য়াসী নহি। যে বস্তু, আপন স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যে—আত্মহিমায় আপনিই উদ্ভাসিত,—তাঁহাকে প্রকাশ করিবার ন্য—তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য লৌকিক ভাব ও ভাষার কোনও উপযোগীতা আছে, এ কথা আমরাও স্বীকার রি না; তবে কেন যে আমরা এই অমৃতাস্বাদনে উদ্‌ভ্রান্ত াঠকগণকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য আমাদিগের এই বর্ত্তমান বন্ধের মধ্যে সংবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট হইতেছি, তাহার রণ অপর কিছুই নহে, "হরিসাধকের কণ্ঠহার" রূপ এই মৃতের পূরে এক বিন্দু কর্পূরের সংযোজনাই আমাদের

উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়কৃত পবি
পদাবলী, যাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনে প্রাণের মাঝে কি যে
কি এক নব ভাব জাগাইয়া দেয়, হৃদয় তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়
উঠে, অশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া যায়, জ্যোৎস্নালোকে
সুশীতল স্পর্শের ন্যায় এক অজানা আনন্দের স্নিগ্ধ স্পর্শ
যেন দেহের প্রতি অণুতে অণুতে অনুভব হইতে থাকে
সেই অমূল্য রত্ন সকল এই গ্রন্থের প্রধান উপকরণ রূপে
নির্ব্বাচিত হওয়ায়, আমাদের ইচ্ছা, সেই সকলের রচয়িত
যিনি, সেই ভক্তরাজের পুণ্য জীবন-কাহিনী আত্মশুদ্ধি
বাসনায় এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা
করিব। অমৃতের পূরে এই কর্পূরবিন্দুর সংপ্রয়োগ,—
আশা করি ইহা ভক্তজন মাত্রেরই প্রীতিবর্দ্ধক হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর, নাম ও প্রেমের
কল্লোল বারিধির ঘাত প্রতিঘাতে ভারতবর্ষ টলম
করিতেছিল, সেই ভুবনমঙ্গল হরিনামামৃতের দ্বিত
উচ্ছ্বাস তুলিয়া বঙ্গভূমিকে সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত করিবা
জন্য, শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়, খেতরী গ্রামে, শু

মাঘী পূর্ণিমায় গোধূলি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। রামপুর বোয়ালীয়ার ছয় ক্রোশ দূরে, গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতরী গ্রাম। যে সময়ে শ্রীঠাকুর মহাশয় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন খেতরী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী ছিল। তৎকালে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক জনৈক উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ জমীদার তথায় বাস করিতেন। তাঁহার নারায়ণী নামক স্ত্রীর গর্ভে নরোত্তম জন্ম গ্রহণ করেন। নরোত্তম সম্ভবতঃ ১৪৪৩।৪৪ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার জন্মের পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটলীলা সম্বরণ করেন।

অতি শৈশব হইতেই নরোত্তম অলৌকিক গুণাবলী ও অসাধারণ প্রতিভায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আপামর যে কেহ সন্দর্শন করিত, সেই যেন কি একটা বৈষ্ণবজনোচিত স্নিগ্ধ মধুর ভাব তাঁহাতে উপলব্ধি করিত। নরোত্তম অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট প্রত্যহ শ্রীগৌরসুন্দরের পাষাণ গলান—সুমধুর পতিতোদ্ধারণ লীলা-কথা শ্রবণ করিতেন। শুনিতে

শুনিতে এই অপ্রাকৃত বালকের সরল সুন্দর হৃদয়, এই ত্রিতাপ দগ্ধ মর-জগতের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া, যেন কোন এক অলৌকিক আনন্দ প্রবাহের সহিত সংমিলিত হইয় যাইত। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুর্য্য শ্রবণ ও কীর্ত্তনের এই অত্যদ্ভূত প্রভাব,—যাহা নরোত্তম তাঁহার বাল্য হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে অনুভব করিতেন, সেই জাগ্রত অনুভূতিই বোধ হয় সাধক জগতে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তার স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥"

কৃষ্ণদাসের নিকট যে দিন নরোত্তম, মহাপ্রভু সন্ন্যাসের সকরুণ কাহিণী শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতে

তাঁহার প্রাণের অধীরতা এতই বৰ্দ্ধিত আকার ধারণ করে যে, সেই ভাব সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস অতিশয় ভীত হইয়া পড়েন। এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই কলিপাবনাবতার শ্রীমহাপ্রভু প্রকট লীলা সম্বরণ করেন। এই মর্ম্মভেদী সংবাদ শ্রবণ গোচর হইবামাত্র রাজকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আত্মীয় স্বজন অনেক কষ্টে তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিবার পর; যখন তাঁহারা নানা প্রকারে বালককে প্রবোধ দিয়া, পরিশেষে বলিলেন যে, এখনও মহাপ্রভুর অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রধান পার্ষদ, জগতের উপকারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে অবস্থান করিতেছেন,—তখন নরোত্তমের গৌরবিরহব্যথিত হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিল। কিন্তু সেই দিন হইতে শ্রীধাম সন্দর্শন করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই দিন হইতে তিনি খেলা ধূলা সকলি ভুলিয়া কেবল "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লেখা পড়া সকল বিষয়েই বাধা পড়িতে লাগিল। নরোত্তম গৌরপ্রেমামৃতে একেবারে ডুবিয়া যাইলেন। প্রেমামৃত

বারিধির দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস দেখিবার জন্য বৈষ্ণব জগৎ সেই দিন হইতে চাহিয়া রহিলেন।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদকে সন্দর্শন দিবার জন্য রামকেলী গ্রামে আগমন করেন, কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি পদ্মাবতীর অপরপারে দণ্ডায়মান হইয়া, "নরোত্তম" "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। নরোত্তমের জন্ম,—সেই আহ্বানের ফল। আরও কথিত আছে যে, মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত, নরোত্তমের জন্য, প্রেম-মহারত্ন, ভাগ্যবতী পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যান, একদিন স্বপ্নাবেশে নরোত্তম দেখিতে পাইলেন, যে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে সস্নেহে বলিতেছেন, "নরোত্তম, কল্য প্রত্যুযে উঠিয়াই পদ্মানদীতে স্নান করিতে যাইবে, তথায় তোমার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক গচ্ছিত প্রেম প্রাপ্ত হইবে।"

পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়াই নরোত্তম পদ্মাভিমুখে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশ পালন করিবার জন্য ছুটিলেন; স্নান করিয়া তীরে উঠিবার পর দেখা গেল, তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। বল

বাহুল্য ইহা সাধারণ উন্মত্ততা নহে। যে প্রেম-মদিরা পান করিয়া পাগল হইবার জন্য, ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ অনাদি-কাল ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছেন,—যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রাদি সুদুর্ল্লভ সেই প্রেমোন্মাদনায় নরোত্তম আজ উন্মত্ত!

এদিকে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া রাজা কৃষ্ণানন্দ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন; রাণী নারায়ণী এতই ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন যে তিনি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পদ্মাভিমুখে ছুটিলেন। তথায় পুত্রের সন্দর্শন পাইয়া, তাঁহাকে আবেগ ভরে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। জননীর স্নেহমাখা স্পর্শে নরোত্তমের চৈতন্য হইল। সকলে তাঁহাকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন।

সেই দিন হইতে আর এক নবভাবের উচ্ছ্বাসে নরো-ত্তমকে আকুল করিয়া দিল। তাঁহার হাস্য, ক্রন্দন, উদ্বেগ, দৈন্য প্রভৃতি অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক বিকার সকল সন্দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে, এমনকি তাঁহার জনক জননী পর্য্যন্ত মনে করিতে লাগিলেন, নরোত্তম উন্মত্ত হইয়াছেন। কিন্তু

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ যাঁহারা এই বিকাসোন্মুখ প্রেম শতদল-টির প্রতি অনিমেষ নয়নে নীরবে চাহিয়াছিলেন,—তাঁহারা তাঁহার উন্মত্ততা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন,—এই প্রেম-কৌমুদীর সম্পূর্ণ বিকাশমাধুরী পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ,—তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই।

এই সময় হইতে নরোত্তমের অদ্ভূত প্রেম সৌরভ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। স্বয়ং জায়গীরদার তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজা কৃষ্ণা-নন্দকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কৃষ্ণানন্দ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পুত্রকে জায়গীরদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠান। নরোত্তমের প্রাণ যাহা পাইবার জন্য এতদিন ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই শ্রীবৃন্দাবন ধাম সন্দর্শনের ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর বুঝিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। তিনি যথা সময়ে গৃহ হইতে জায়গীরদারের ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি সে দিকে আর না যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন; আহার নাই, নিদ্রা নাই, নানাপ্রকার বিপদ আপদ সঙ্কুল

সুদীর্ঘ পথ অবিশ্রান্ত অতিক্রম করিয়া চলিতেছেন,—চিন্তা নাই! আশঙ্কা নাই! জনক জননীর স্নেহধারায় বিবৰ্দ্ধিত রাজকুমার কোন দিন এরূপ ভাবে পথ চলেন নাই; সুকোমল চরণ দুখানিতে কতই কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে; তপ্ত বালুকাস্পর্শে কতই না দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই! নরোত্তম উদ্দেশ্য-পথে ছুটিয়াছেন! তাঁহার চিত্ত-বৃত্তি যেন কি এক প্রবল টানে কিসের পানে ছুটিয়াছে, তাহা যেন তিনিই ভালরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নরোত্তম কেবলই ভাবিতেছেন,—আর কতদিনে শ্রীবৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইব; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতি পরম দয়াল গোস্বামীগণের আমি কি সাক্ষাৎ পাইব! প্রভু শ্রীশ্রীলোকনাথ কি আমাকে কৃপা করিবেন! বৃন্দাবনের সাধু ভক্ত-মহাজনের পদরেণু আমি কতক্ষণে মস্তকে ধারণ করিব! গোপীনাথ, মদনমোহন আমায় কবে বা দর্শন দিবেন! গোপীপদরেণু মিশ্রিত ব্রজ-রেণুর পবিত্র স্পর্শে কতক্ষণে আমার তাপিত হিয়া শীতল হইবে! এই ভাবিতেছেন, আর হা গৌরাঙ্গ প্রাণগৌরাঙ্গ

বলিয়া নিজ অভীষ্ট পথে দিবা রাত্রি ছুটিয়াছেন। কোথায় রাজকুমারের জায়গীরদারের সহিত বিষয় আলাপন, আর কোথায় স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী আকুল করা এই প্রেমের ক্রন্দন!—যে গৌরপ্রেমে এমনি করিয়া না মজিয়াছে, সে কেমন করিয়া জানিবে,—সে কেমন করিয়া বলিবে,—এ কিসের কি ভাব! এ কোন্ অপ্রাকৃত আনন্দসিন্ধুর প্রবল বাত প্রতিঘাত! যাহা হউক পুত্রের এই বৃন্দাবন গমন সংবাদ কৃষ্ণানন্দ যখন অবগত হইলেন, তখন তিনি নরোত্তমকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা নরোত্তমের সন্দর্শন লাভ করিয়াও এই অপূর্ব্ব বালকের বৃন্দাবন গমনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা,—তাঁহার সুমধুর উপদেশ ও অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। তৎকালে নরোত্তমের বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র।

এদিকে নরোত্তম যথাকালে বৃন্দাবনধামে উপনীত হইয়া যখন শুনিলেন, অতি অল্পদিন হইল শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুযুগলের তিরোভাব ঘটিয়াছে, তখন নরোত্তম

ছিন্নলতার ন্যায় ধূলায় লুটাইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর নরোত্তম শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহারা নরোত্তমের অপূর্ব্ব প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুও শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তাঁহাদের দুই জনকে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিদর্শন করাইবার ভার শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর উপর অর্পণ করেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর নরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া, তাঁহার চরণে আপনাকে চিরদিনের তরে বিকাইয়া দেন। শ্রীলোকনাথের প্রতিজ্ঞা ছিল, তিনি কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করিবেন না। নরোত্তম যখন তাঁহার অভীষ্ট-দেবের এই দারুণ সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন, তখন বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিরদিনের সঞ্চিত আশা

একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি অতি সংগোপনে গোস্বামীপাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

নরোত্তমের সেই সময়কার সেই দৈন্য, আবেগ, আশা ও নিরাশা জড়িত নীরব গুরুসেবার কথা পাঠ করিলে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। লোকনাথ তাঁহার এই গুপ্তসেবককে ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। একদিন রাত্রি শেষ না হইতেই হঠাৎ বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন, রাজ-কুমার নরোত্তমেরই এই কার্য্যকলাপ। নরোত্তমকে তিনি এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া হৃদয়ের সকল আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার কথা নিবেদন করিলেন। লোকনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি করুণার স্বরে বলিলেন—

"যে প্রেম লাগিয়া সবে করেন ভজন।
তোমার অন্তরে সেই বুঝিল কারণ॥"

যাহা হউক লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশা দিলেন। আরও এক বৎসরকাল নরোত্তম গুরু সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। পরে বর্ষ অতীত

হইলে,—শ্রাবণীপূর্ণিমায় নরোত্তম শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষিত হয়েন।

শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীজীব-গোস্বামী ইঁহাদিগকে সমগ্র ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন; ইঁহারা সকলেই গুরুর কৃপায় ও নিজ অদ্ভুত প্রতিভা বলে, অল্পকাল মধ্যেই অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার এই তিন জন নবীন ছাত্রের দ্বারা গ্রন্থপূর্ণ একটি সিন্দুক রক্ষীগণ সহ ইঁহাদের সহিত পাঠাইলেন। যখন তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুদল আসিয়া উক্ত গ্রন্থপূর্ণ সিন্দুকটি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অপহৃত গ্রন্থের উদ্ধার মানসে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু সেখানে থাকিলেন ও তাঁহারই আদেশক্রমে ঠাকুর

মহাশয় শ্যামানন্দকে লইয়া খেতরী আগমন করেন। তাঁহার আগমনে খেতরী যেন পুনরায় সঞ্জীবিত হইল। পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন সকলেই নরোত্তমকে পাইয়া আবার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এইরূপ কিছুদিন গৃহে বাস করিবার পর, ঠাকুর মহাশয় একে একে শ্রীধাম নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ত্রিবেণী, খড়দহ, খানাকুল প্রভৃতি পবিত্র তীর্থভূমি সকল, যেখানে শ্রীমন্মহা-প্রভু ও তদীয় পার্ষদগণের স্মৃতিচিহ্নাদি তখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, সে সকল পরিদর্শন করিলেন। তথা হইতে ঠাকুরমহাশয় শ্রীনীলাচলধামে গমন করেন। তথায় তিনি মহাপ্রভুর অনেক পার্ষদগণের দর্শন পাইলেন। তাঁহারা তৎকালে শ্রীগৌরাঙ্গবিরহে অতিশয় কাতর থাকিলেও নরোত্তমকে পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীনরহরিঠাকুর মহাশয়ের সহিত মিলিত হয়েন। পরে শ্রীখণ্ড হইতে কাটোয়ায় যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র কেশদামের সমাধি অবস্থান করিতেছেন, তাহা দর্শন করিতে গমন করেন, এবং এইরূপে

অপরাপর পবিত্র ভূমি পরিদর্শন করিবার পর ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে পুনরাগমন করেন।

এই সময় হইতে খেতরী এক নূতন শোভা ধারণ করিল। মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মধুর রোলে, মৃদঙ্গ মন্দিরার সুমধুর তালে, খেতরী মুখরিত হইয়া উঠিল। নূতন পদে, নূতন গীতে, নূতন স্বরে, নূতন ভাবে চারিদিকে একটা নূতন মাধুরী কে যেন ছড়াইয়া দিল। ঠাকুর মহাশয় আবিস্কৃত সুপ্রসিদ্ধ "গরাণহাটী" নামক কীর্ত্তন এই সময় হইতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। গড়ের হাট পরগণায় ইহার প্রথম উৎপত্তি বলিয়া, ইহা "গরাণহাটি" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

অনন্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়ে এক অভিনব বাসনা জাগিয়া উঠে, এই ইচ্ছার ফলে তিনি খেতরীগ্রামে একই সময়ে ছয়টি শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত একটি শ্লোক হইতে আমরা এই বিগ্রহ কয়টির নাম জানিতে পারি। যথা—

"গৌরাঙ্গ বল্লভীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোহস্তুতে॥"

পবিত্র ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়েন। এতদুপলক্ষে যে মহা-মহোৎসব সমাচরিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে সেরূপ বিরাট উৎসবের কথা আর কখনও শ্রবন গোচর হয় নাই। তৎকালীন সমগ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া সদলে খেতরী আগমন করেন। এরূপ বৈষ্ণব মহাসম্মিলনী দেখিয়া যেন কোনও এক অপ্রাকৃত লোকের প্রতিচ্ছবি, লোকের মানসপটে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শত শত কদলীবৃক্ষ, আম্রশাখায়, পুষ্পে, পত্রে, ধূপে, গন্ধে, দীপমালার স্নিগ্ধালোকে খেতরী যেন বৈকুণ্ঠের শোভা ধারণ করিল। তাহার পর যখন নূতন সুরে—নূতন ভাবে—নূতন তালে, ঠাকুর মহাশয়ের সুমধুর "গরাণহাটি" কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, তাহা শ্রবণে বৈষ্ণব মণ্ডলী মুগ্ধ ও একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। কীর্ত্তনানন্দে বিভোর রাজা কৃষ্ণানন্দ সমুদয় ধনরত্নাদি অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, এই মহাসংকীর্ত্তন-রাসরঙ্গের মধ্যে স্বয়ং সংকীর্ত্তন-রাসবিহারী শ্রীগৌরহরি সপার্ষদে আবির্ভূত

ধন্য সেই মহোৎসবের অনুষ্ঠাতা !—যাঁহার মহাসংকীর্ত্তন উৎ-সবে গোলোক ও ভূলোক এক হইয়া যায় ! আমরা প্রাকৃত ভাষায় সে মহামহোৎসবের কথা বলিতে অসমর্থ। ভাবুক ভক্তগণ ভাবনেত্রে সে অপূর্ব্বচিত্র বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন।

এই উৎসব উপলক্ষে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সহিত পরম ভাগবত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় খেতরীতে উপস্থিত হয়েন। তাঁহার সহিত ঠাকুর মহাশয়ের এরূপ প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, উভয়ে উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারিতেন না ; তাই কবিরাজ মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের নিকট খেতরীতেই থাকিয়া গেলেন।

নরোত্তমের অদ্ভুত প্রচার কার্য্য এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তাঁহার সুমধুর উপদেশাদি শ্রবণে শত শত লোক তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ সন্তান হইলেও অনেক ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার লইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণ,

সমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিল। কিন্তু যুক্তি তর্কে ঠাকুর মহাশয়ের দলই সম্পূর্ণ বিজয়ী হইলেন। পরাজিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজা নরসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া তৎপ্রতি-বিধানে তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। রাজা নরসিংহ, বহু পণ্ডিতাদি সমভিব্যাহারে খেতরীর নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। ঠাকুর মহাশয় তৎকালে বিচার বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রায় সর্ব্বক্ষণ সাধন ভজনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই জন্য তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া, অদ্ভুত তর্ক ও বিচারের দ্বারা পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কেবল পরাজিত নহে, সাধুসঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমায় ও তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণে, রাজা নরসিংহ ও তদীয় মহিষী রূপমালার ন্যায়, পণ্ডিতমণ্ডলীও অনতিবিলম্বে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সমুজ্জ্বল বৈষ্ণব প্রভাবের নিকট আভিজাত্য-গৌরব এইরূপে ম্লান হইতে দেখিয়া ও দর্পহারী শ্রীহরির আশ্রিতবাৎসল্যের কথা শ্রবণ করিয়া, দেশ জুড়িয়া বৈষ্ণব-

গণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কেবল ইহাই নহে, পরম কৃপাময় ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার অশেষ কৃপাবলে বহু পতিত ঘৃণিত, অধমগণকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এই রূপে কিছুদিন গত হইলে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলেন; তিনি আর ফিরিলেন না। প্রিয় সখার বিরহে ঠাকুর মহাশয় এতই কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তিনি আর বড় একটা কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না, "প্রেমস্থলি" নামক তাঁহার ভজন স্থানে দিবারাত্র একাকী পড়িয়া থাকিতেন। শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের দুঃসহ বিচ্ছেদ জ্বালায় তিনি নিরন্তর হা হুতাশ করিতেন।--নয়ন জলে বুক ভাসিয়া যাইত! আর দৈন্য, আবেগ ও মনের দারুণ ব্যাকুলতায় তিনি নিজ মনে বিনাইয়া বিনাইয়া নানা প্রকার আত্তি প্রকাশ করিতেন। সেই সময়ে হৃদয় ভেদ করিয়া যে সকল প্রেমের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইত, তাহাই ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", "প্রার্থনা" প্রভৃতি গ্রন্থাকারে বৈষ্ণবজগৎ সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। আজ আমরা

সেই প্রেমোচ্ছ্বাস সকল একত্রে গ্রহণ করিয়া, সাধক ভক্তগণের শ্রীকরে অর্পণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি। শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভাবলহরী পূর্ণ জীবনী-সিন্ধুর এক বিন্দুও আমরা যে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি, ইহাও মনে হয় না। পরিশেষে—

"সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য-দন্তদ্যুতিভাদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নাপিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায়॥"

এই বলিয়া ভক্তরাজ শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে বার বার প্রণাম করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্ব্বে, আসুন পাঠক, আমরা মিলিত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া একবার বলি,—

জয় পতিত পাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়!
জয় প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের জয়!!
জয় জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দের জয়!!!

এই জয়ধ্বনি ত্রিতাপ তাপিত জগজ্জনের হৃদয়ে শান্তি-বারি বর্ষণ করুন। ইতি—

—x—

—০:*:০—

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা।

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥ ধ্রু
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি॥
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্য-জ্ঞানে গুরু-বাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥

যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি ॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু-নিন্দা তথা না যাইবে ॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥
গুরু-পাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥

হেন গুরু-পাদপদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥
গুরু-পাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥
শ্রীগুরু-চরণ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস॥

ইতি শ্রীল সনাতন দাস কৃত শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা সমাপ্ত।

সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

শ্রীগুরু-চরণ বন্দোঁ গৌরাঙ্গ নিতাই।
চরণে শরণ দেহ অদ্বৈত গোঁসাঞি॥
গদাধর শ্রীনিবাস স্বরূপ নরহরি।
পিয়াও গোরা-প্রেমামৃত মোরে কৃপা করি॥

দয়ার সমুদ্র গৌর-প্রিয় হরিদাস।
মোর পাপ-চিত্তে কর নামের প্রকাশ ॥
শচী জগন্নাথ পদ্মা হাড়াই পণ্ডিত।
অবোধ বালকে দয়া এই সে উচিত ॥
অনুগ্রহ করহ কুবের নাভাদেবি।
তুয়া পুত্র অদ্বৈত-চরণ যেন সেবি ॥
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবি নিজগণ সনে।
কর কৃপা নদীয়ার বিহার রহু মনে ॥
বসুধা জাহ্নবী দেবি দয়া কর মোরে।
তোমার নিতাইর লীলা স্ফূরুক আমারে ॥
দীনে দয়া কর ওহে মাধব রত্নাবতী।
তুয়া পুত্র গদাধর পদে রহু মতি ॥
মাধবী মালিনী দময়ন্তী দেবী সীতা।
তোমরা বিনা গৌরাঙ্গের কে আছে রক্ষিতা

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ওহে।
তোমরা গৌরাঙ্গ-গুণে মত্ত কর মোহে॥
দাস গদাধর মোরে রাখহ চরণে।
না ভুলিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জীবনে মরণে॥
গোবিন্দ গরুড় কবিচন্দ্র কাশীশ্বর।
মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর॥
বিশ্বরূপ শ্রীযুত শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু।
দেহ পদ-সেবা যেন না ভুলিয়ে কভু॥
গৌরীদাস আচার্য্য নন্দন বনমালী।
এ দুঃখীরে কর নিজ নাচের কাঙ্গালী॥
বিদ্যানিধি হলায়ুধ শ্রীরঘুনন্দন।
বারেক করহ ধনী দিয়া প্রেম-ধন॥
মুরারি গোবিন্দ ওহে মুকুন্দ বাসু ঘোষ।
চরণে ধরিয়া বলি ক্ষম মোর দোষ॥

অনন্ত ঈশ্বর ওহে মাধবেন্দ্র পুরী।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত কর কৃপা করি॥
কেশব ভারতী কৃপা কর এইবার।
বিশ্বম্ভরের লীলা যেন না ছাড়িয়ে আর॥
বাসুদেব দত্ত উদ্ধারণ পুরন্দর।
ত্রাণ কর ফুকারয়ে এ দীন পামর॥
দামোদর শ্রীকর বল্লভ সনাতন।
নিজ-গুণে দেহ শুদ্ধ-ভকতি-লক্ষণ॥
ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীআচার্য্য সিংহেশ্বর।
ঘুচাও কুবুদ্ধি হোক বিশুদ্ধ অন্তর॥
ওহে গোপীনাথ পট্টনায়ক এইবার।
কৃপা কর মো সম অধম নাহি আর॥
ভাগবত মাধব আচার্য্য দয়াময়।
এই কর প্রভুর চরিত্রে মন রয়॥

গৌর-প্রিয়-প্রাণ ওহে রূপ সনাতন।
দেহ শক্তি করি প্রভুর চরিত্র বর্ণন॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
দন্তে তৃণ ধরি কহি কর আত্মসাথ॥
চিরঞ্জীব সুবুদ্ধি মিশ্র রাঘব কংসারি।
কর যে উচিত কিছু বলিতে না পারি॥
ওহে গৌর-প্রিয় শুন শ্রীধর ঠাকুর।
লাজ ত্যজি বলিয়ে দুর্গতি কর দূর॥
শ্রীবংশীবদন বক্রেশ্বর শিবানন্দ।
দুঃখ ঘুচাইয়া দেহ বারেক আনন্দ॥
শ্রীমধু পণ্ডিত কাশী মিশ্র গঙ্গাদাস।
ও পদ ভরসা মোর না কর নৈরাশ॥
কাশীনাথ হরিভট্ট বসু রামানন্দ।
দান দেহ শ্রীগৌরচন্দ্রের পদ-দ্বন্দ্ব॥

ওহে কবি কর্ণপূর বলিয়ে তোমায়।
নিরন্তর মগ্ন কর গৌরাঙ্গ-লীলায়॥
কমলাকর পিপ্‌লাই শুন হে মহেশ।
মো পাপীরে ত্রাণো যশ ঘুষুক অশেষ॥
শ্রীকান্ত কমলাকান্ত নিবেদি নিশ্চয়।
বৈষ্ণব-চরণামৃতে যেন নিষ্ঠা হয়॥
ওহে ঝড়ুদাস ইহা পুনঃপুনঃ বলি।
হৌক সর্ব্বস্ব মোর বৈষ্ণবের পদ-ধূলি॥
ওহে কালিদাস মোর এই বড় আশ।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে যেন বাড়য়ে বিশ্বাস॥
শ্রীজগদানন্দ কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।
গৌর-গুণ গাই শক্তি দেহ নিরন্তর॥
প্রেমময় শ্রীমীনকেতন রামদাস।
নিত্যানন্দ-গুণে মোর করাহ উল্লাস॥

বিজয় দাস অনুপাম কর এই মেন।
গৌর-পাদপদ্ম মুঞি না ছাড়িয়ে যেন॥
ওহে ব্রহ্মানন্দ শ্রীপরমানন্দ পুরী।
ভক্তি-পথে সতত রাখহ চুলে ধরি॥
জগাই মাধাই দুই ভাই দয়া কর।
অনেক জন্মের পাপ ক্ষণেকে সংহার॥
শ্রীচন্দ্রশেখর রঘুপতি উপাধ্যায়।
এই কর সুসিদ্ধান্ত স্ফূরুক হিয়ায়॥
ওহে শিখি মাহাতি কর মোর হিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথে রহু প্রীত॥
শ্রীনাথ তুলসী মিশ্র কালা কৃষ্ণদাস।
মোরে উদ্ধারিয়া কর মহিমা প্রকাশ॥
সারঙ্গ সুন্দরানন্দ গোবিন্দ উদার।
সংসার যাতনা হ'তে করহ নিস্তার॥

ওহে রত্নবাহু ভবানন্দ ধনঞ্জয়।
কাতরে করিলে দয়া মহিমা বাড়য়॥
ওহে বৃন্দাবন নারায়ণীর কুমার।
তোমরা থাকিতে কেন এ দশা আমার॥
উদ্ধারহ যদুনাথ ঠাকুর মুরারি।
বিষয়-বিষের জ্বালা সহিতে না পারি॥
ওহে প্রতাপরুদ্র রাজা মিনতি আমার।
কাম ক্রোধ আদি দুষ্টে করহ সংহার॥
শুন হে হিরণ্য চিরঞ্জীব নারায়ণ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গৌর-গুণে রহু মন॥
এই কর বুদ্ধিমন্ত খান মহামতি।
শ্রীগৌরসুন্দর মোর হৌক প্রাণপতি॥
হৃদয়চৈতন্য পূর্ণ কর মোর আশ।
গৌরাঙ্গ-গুণ কহে যে তার হও দাস॥

এই কর ভগবান্ শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা বুঝি নিরবধি॥
ওহে শ্রীপ্রবোধানন্দ নিবেদি তোমারে।
গৌর-গুণেতে বারেক মাতাহ আমারে॥
জগদীশ শ্রীমান্ সঞ্জয় সুদর্শন।
মোরে কেন ছাড় হঞা পতিত-পাবন॥
দ্বিজ হরিদাস জগন্নাথ বলরাম।
জগৎ উদ্ধার কর মোরে কেন বাম॥
গৌর-প্রিয় দণ্ড-অধিকারী হরিদাস।
মোরে দণ্ড করি অপরাধ কর নাশ॥
ওহে অভিরাম এই কহিয়ে তোমারে।
পাষণ্ডী অসুর হ'তে রক্ষা কর মোরে॥
ওহে রামানন্দ রায় রসের সাগর।
রসিক ভকত সঙ্গ দেহ নিরন্তর॥

ওহে গৌর-প্রিয় শ্রীগোবিন্দ ভক্তি-রাশি।
গৌর-পাদপদ্ম-সেবা দেহ দিবানিশি।
গৌর-পদে উপাধান ঠাকুর শঙ্কর।
গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মত্ত কর নিরন্তর॥
প্রিয় শুক্লাম্বর ওহে নদীয়া নিবাসী।
মোরে ঘৃণা করিলে করিবে লোকে হাসি॥
নিরবধি এই কর ঠাকুর লোচন।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে যেন ডুবে মোর মন॥
ওহে উৎসবানন্দ বলি ভূমিতে লুটায়ে।
দেশে দেশে ফিরি যেন গৌর-গুণ গেয়ে॥
শ্রীপুরুষোত্তম রামদাস দেহ এই চাই।
গৌর-গুণে মত্ত হয়ে নাচিয়ে বেড়াই॥
ঠাকুর মুকুন্দ এই করিতে জুয়ায়।
গৌর-কথা যথা তথা থাকি দীন-প্রায়॥

ওহে শ্রীপরমেশ্বর দাস দেহ এই বর।
গৌর-গুণ শুনি যেন কান্দি নিরন্তর ॥
অনন্ত আচার্য্য যদু গাঙ্গুলী মঙ্গল।
ঘুচাও যতেক আমার আছে অমঙ্গল ॥
শিশু কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
রক্ষা কর এইবার করিনু দুষ্ট কাজ ॥
ওহে শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র।
গণ সহ কর দয়া মুঞি অতি মন্দ ॥
কি বলিব ওহে গৌর-প্রিয় পরিবার।
নরহরি অনাথের কেহ নাহি আর ॥
আত্ম-নিবেদন এই করি মুঞি স্তুতি ॥
দিনে দিনে স্ফূরে যেন সংপ্রার্থনা ইতি ॥

ইতি শ্রীল নরহরি দাস বিরচিত সপার্ষদ-শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা
সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণাসাগর॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ-মুরারি॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ সম হৈনু॥
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি আইল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন ॥
উপানন্দ নাম রাখে সুন্দর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে ঠাকুর রাখাল ॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখাল রাজা ভাই ॥
ননীচোরা নাম রাখে যতেক গোপিনী।
কালসোণা নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে মোহন-বংশী-ধারী।
কুব্জা রাখিল নাম পতিতপাবন হরি ॥

অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥
কণ্বমুনি রাখে নাম দেবচক্রপাণি।
বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী ॥
গজরাজ নাম রাখে শ্রীমধুসূদন।
অজামিল নাম রাখে দেব নারায়ণ ॥
পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ ॥
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু ॥
সুদাম রাখিল নাম দারিদ্র্যভঞ্জন।
ব্রজবাসী নাম রাখে ব্রজের জীবন ॥
দর্পহারী নাম রাখে অর্জ্জুন সুধীর।
পশুপতি রাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥
যুধিষ্ঠির রাখে নাম দেব যদুবর।
বিদুর রাখিল নাম কাঙ্গালের ঠাকুর ॥

বাসুকী রাখিল নাম দেব সৃষ্টি-স্থিতি।
ধ্রুবলোক নাম রাখে ধ্রুবের সারথি ॥
নারদ রাখিল নাম ভক্ত প্রাণধন।
ভীষ্মদেব নাম রাখে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
সত্যভামা নাম রাখে সত্যের সারথি।
জাম্ববতী নাম রাখে দেব যোদ্ধাপতি ॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে সংসারের সার।
অহল্যা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার ॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে জগতের হরি।
পঞ্চমুখে রামনাম গান ত্রিপুরারি ॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে বলী সদাচারী।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃসিংহমুরারি ॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ॥

স্বরূপে তোমার হয় গোলকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি ॥
বাসুদেব-প্রত্যুম্নাদি-চতূর্ব্ব্যূহ সহ।
মহৈশ্বর্য্য পূর্ণ হয়ে বিহার করহ ॥
অনিরূদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন।
মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ।
সে লীলায় অন্ত প্রভু নাহি পায় শেষ ॥
পুতনাবিনাশকারী শকট-ভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত, বক, কেশী ধেনুক মর্দ্দন ॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্দ্ধনধারী অর্জ্জুন-ভঞ্জন ॥

কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী ॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জা-মনোহারী।
চানূর কংসাদিনাশী অক্রূরনিস্তারী ॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম পরমেশ ॥
পীতাম্বর বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
গোপগোপীপরিবৃত কমলনয়ন ॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ॥
সত্যভামা-প্রাণপতি রুক্মিণী-রমণ।
প্রদ্যুম্ন-জনক শিশুপালাদি-দমন ॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি ॥

শাল্ব দন্তবক্রনাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজনত্রাণকর্ত্তা ভূভারবিনাশী॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু॥
দেবের আরাধ্য দেব মুনিজন-গতি।
যোগিধ্যেয়পাদপদ্ম রাধিকার পতি।
রসময় রসিক নাগর অনুপাম।
নিকুঞ্জ-বিহারী হরি নবঘনশ্যাম॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারকব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিত-পাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেবচক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি॥

অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
শতভার সুবর্ণ গো কোটি কন্যা দান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণ-নামের সমান॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপবিমোচন॥
কৃষ্ণ নাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সেই সে চতুর॥

ব্রহ্ম আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হইলে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা দেবনারায়ণ ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তর শত নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংস ধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুর বধ আদি কালীয়দমন।
দ্বিজ হরি কহে এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শতনাম।

জয় জয় গৌরহরি শচীর নন্দন।
শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর পতিত-পাবন ॥
জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
অধমতারণ নাথ ভকত আশ্রয় ॥
জীবের জীবন গোরা করুণাসাগর।
জগন্নাথমিশ্র-সুত গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
প্রেমময় প্রেমদাতা জগতের গুরু।
শ্রীগৌরগোপালদেব বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
নিত্যানন্দ ঠাকুরের মহানন্দদাতা।
সর্ব্বাভীষ্টপূর্ণকারী সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা ॥

শ্রীগদাধরের প্রাণ অখিলের পতি।
লক্ষ্মীর সর্ব্বস্ব ধন অগতির গতি ॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাথ নিত্যানন্দময়।
সর্ব্বগুণনিধি সর্ব্বরসের আলয় ॥
জগদানন্দের প্রিয় নবদ্বীপচন্দ্র।
অদ্বৈত-আরাধ্য কৃষ্ণ পুরুষ স্বতন্ত্র ॥
বংশীর বল্লভ নবদ্বীপ-সুনাগর।
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বজনমুগ্ধকর ॥
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি রসিক সুঠাম্।
ভক্তাধীন ভক্তপ্রিয় সর্ব্বানন্দধাম ॥
স্বরূপের সুখদাতা রূপের জীবন।
শ্রীসনাতনের নাথ নিত্য সনাতন ॥
শ্রীজীব-বৎসল প্রভু ভকতবৎসল।
ভট্ট গোসাঞির প্রিয় দুর্ব্বলের বল ॥

শ্রীরঘুনাথের নাথ শ্রীবাসের বাস।
ভগবান্ ভক্তরূপ অনন্ত প্রকাশ ॥
লোকনাথ লোকাশ্রয় ভক্তরঞ্জন।
শ্রীরঘুনাথ দাসের হৃদয়ের ধন ॥
অভিরাম ঠাকুরের সখা সর্ব্বপাতা।
চিন্তামণি চিন্তনীয় হরিনামদাতা ॥
পরমেশ পরাৎপর দুঃখ-বিমোচন।
জগাই মাধাই আদি পাপী উদ্ধারণ ॥
রসরাসমূর্ত্তি রামানন্দবিমোহন।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের গর্ব্ববিনাশন ॥
অমোঘের প্রাণদাতা দুর্জ্জনদলন।
পূর্ণকাম নির্ম্মলাত্মা লজ্জা-নিবারণ ॥
পরমাত্মা সারাৎসার বৈষ্ণবজীবন।
সুখদাতা সুখময় ভবন ভাবন ॥

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্ববিমোহন।
শ্রীগৌরগোবিন্দ ভক্তচিত্তসুরঞ্জন ॥
নয়নের অভিরাম ভাবুক রমণ।
ভক্তচিত্ত-চোর ভক্তচিত্ত বিনোদন ॥
নদীয়াবিহারী হরি রমণীমোহন।
দ্বিজকুলচন্দ্র দ্বিজকুল-পূজ্যতম ॥
সুকবি শ্রীনিধি দক্ষ নয়নরঞ্জন।
বারেক আমার হৃদে দেহ শ্রীচরণ ॥
ভাবুক সন্ন্যাসী সর্ব্বজীবনিস্তারক।
ভাবুক জনার সুখ দিতে সুনায়ক ॥
প্রতাপরুদ্রের অভিলাষ পূর্ণকারী।
স্বরূপাদি ভকতের সদা আজ্ঞাকারী ॥
সর্ব্ব অবতার সার করুণানিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥

অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাঁহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
গৌর-নাম হরি-নাম একই যে হয়।
ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন নাম সংকীর্ত্তন ॥
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥
গৌর-নাম কৃষ্ণ-নাম অতি সুমধুর।
সদা আস্বাদয়ে যেই সে বড় চতুর ॥
শিব আদি যেই নাম সদা করে গান।
সে নামে বঞ্চিত হ'লে কিসে হবে ত্রাণ ॥

এই শত অষ্ট নাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥
শত অষ্ট নাম যেই করয়ে শ্রবণ।
তার প্রতি তুষ্ট সদা শচীর নন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
শত অষ্ট নাম গায় এ শচীনন্দন ॥ ১ ॥
ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তরশতনাম সমাপ্ত।

বৈষ্ণবশরণ।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুগণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥

নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভু-ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভু-ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥

তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস।
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দনদাস এই লোভে কয়॥ ১॥

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবশরণ সমাপ্ত

হাটপত্তন।

"বন্দেহং শ্রীগুরোঃশ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধুতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

প্রণমহ কলিযুগে সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥

কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥
শচীগর্ভসিন্ধুমাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
ভকত-চকোর তায়, মধুপান কৈল।
অমিয় মাখিয়া তাহা বিস্তার করিল॥
পূর্ণকুম্ভ-নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়॥
ঢালিয়া ঢালিয়া খায় আর যত জন।
প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিতপাবন॥
নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাঁই।
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্যগোঁসাঞি॥
পরিপূর্ণ হঞা বহে প্রেমামৃতধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম-নৌকা পারা॥

সঙ্কীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত-মকর তাহে ডুবঞা রহিল ॥
তৃণরূপী ভাসে যত পাষণ্ডীর গণে।
ঝাঁপরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে ॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল ॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কূল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে ॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন ॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ডদলন নাম নিশান গাড়িল ॥
চারিদিকে চারি রস কুঠরি পুরিয়া।
হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া ॥

চৌকীদার হরিদাস ফুকারে ঘনেঘন।
হাট করি বেচ কিন যার যেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছুদ্দি হইল তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
ভাণ্ডারী চৈতন্য ভেল আর গদাধর।
অদ্বৈত মুন্সী ভেল পর্‌খাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হঞা ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলী করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হঞা॥
দাঁড়ী ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দুর॥

শ্রীবাস শিবানন্দ লিখেন দুই জন।
এই মত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন ॥
সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল ॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিভোর।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল ॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে ॥
এইমত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈল সন্ন্যাস করিয়া ॥
তাঁহা যাঞা কৈল প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর ॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী ॥

হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিল।
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিল॥
মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাঁহা যাই কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিকর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিকর লঞা রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোঁসাঞি যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গড়িলা॥

থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর আনি তাহা বিতরণ কৈল ॥
নরোত্তম দাস আর ঠাকুর শ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ ॥
এই সব রস দেখি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লোভ অনুসারে মিলে রূপের কৃপায় ॥
শ্রীগুরু-কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা।
সঙ্ক্ষেপে কহিল কিছু এই সব কথা ॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্ব লীলারঙ্গ ॥
প্রেমের সাগরে হংস শ্রীরূপ হইল।
ক্ষীর নীর রত্ন মণি পৃথক করিল ॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্যলীলা সমুদ্র পাথার ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥
করুণাসাগর মোর গৌর-নিত্যানন্দ।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীশ্রীহাটপত্তন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধিগ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু॥
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার॥

নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
সেই কালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ-পদ্মেতে॥
পতিত-পাবন-অবতার নাম সে তোমার।
জগাই-মাধাই আদি করিলে উদ্ধার॥
তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হয়েছে তোমার তার পড়হ চরণে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু।
শ্রীবাস-আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিলা মোরে।
পুরুযোত্তম-পদাশ্রয় কর াগয়া ঘরে॥

বৈষ্ণব-নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব-বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥
প্রভু-পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া॥
বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদ-পদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নাম-মালা গ্রন্থন করিনু॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা॥
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন।
তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন॥

জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত-দুর্ল্লভ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়।
সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্তজনাশ্রয়॥

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেমফাঁদ ॥ ধ্রু ॥

মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করোঁ গুরু-বৈষ্ণব-চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে ॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন্ ছার হঙ শিশু অল্পমতি ॥
জিহ্বার আরতি আর মনের বাসনা
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব-বন্দনা ॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদে।
ক্রম-ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে ॥

বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য।
চৈতন্য-অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পতিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দোঁ লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি বন্দনা করিয়া॥
বন্দোঁ পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ প্রভু নিত্যানন্দ।
যাহা হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ॥
বসুধা জাহ্নবী বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥

বীরভদ্র গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে।
সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥
জাহ্নবীর প্রিয় বন্দোঁ রামাই গোঁসাঞি।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজন-বল্লভ বন্দিব যতনে।
অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥
গোঁসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দিব সাদরে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে॥
গোঁসাই শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দোঁ এক মনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে॥
নিত্যানন্দ-সুতা বন্দোঁ গঙ্গা ঠাকুরাণী।
ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি॥

দয়ার ঠাকুর বন্দোঁ যতেক বৈষ্ণব।
যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধা মাধব॥

ভাটিয়ারী রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসিচূড়ামণি।
এমন সুন্দর নাম কোথাও না শুনি॥ ধ্রু॥

সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
বিষ্ণুভক্তি-পথের প্রথম অবতরী॥
আচার্য্য গোঁসাঞি বন্দোঁ অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দোঁ হঞা এক-মন।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ বন্দোঁ তাঁহার নন্দন॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত।
নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন-পূজিত॥

ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটী প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দোঁ বিরক্ত প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়াইলা হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দোঁ জগত-বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি-পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥
শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দোঁ চন্দ্র সুশীতল।
আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল॥
গোবিন্দ গরুড় বন্দোঁ মহিমা অপার॥
গৌর-পদে ভক্তিদ্বারে যার অধিকার।

বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত ॥
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব।
বাসুদেব দত্ত বন্দোঁ বড় শুদ্ধভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে ॥
বন্দোঁ মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দোঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দোঁ শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ।
বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥
বন্দোঁ মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
প্রভুর ভবিষ্য যিঁহ কহিলা সত্বর ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দোঁ গুপ্ত নারায়ণ।
বন্দোঁ গুরু বিষ্ণু গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥
বন্দোঁ সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান বন্দোঁ আর বিদ্যানিধি ॥

বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর॥
নন্দন আচার্য্য বন্দোঁ লেখক বিজয়।
বন্দোঁ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়॥
বন্দোঁ খোলাবেচা-খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু-সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দোঁ ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিলা আচম্বিতে॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া আদর।
বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশ্বর দাস কর যোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দোঁ জগদীশ আর শ্রীমান্ সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দোঁ করিয়া বিনয়॥

বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দোঁ করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দোঁ জগ-জনে জানি।
যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দোঁ আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দোঁ দ্বিজ কাশীনাথ।
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন।
তাঁ সবার পাদ-পদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥

সুহই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণা-নিধি কভু নাহি আর॥ধ্রু॥

গোসাঞি ঈশ্বরপুরী বন্দোঁ সাবধানে।
লোকশিক্ষা-দীক্ষা প্রভু কৈল যাঁর স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দোঁ সান্দীপনী মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসিগুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ।
প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ॥
পরমানন্দপুরী বন্দোঁ উদ্ধব-স্বভাব।
দামোদরপুরী বন্দোঁ সত্যভামার ভাব॥
নরসিংহ তীর্থ বন্দোঁ পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দপুরী বন্দোঁ পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহ পুরী বন্দোঁ সত্যানন্দ ভারতী।
বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোঁসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥

ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দপুরী বন্দোঁ শ্রীরাঘবপুরী ॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দোঁ বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভু-পদে যার বিশেষ বিশ্বাস ॥
শ্রীকেশবপুরী বন্দোঁ অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী-শিষ্য নাম চিদানন্দ ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দোঁ যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী-অবতার কৈলা গদাধর ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণসম শ্রীবংশীবদন।
যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য-চরণ ॥
বন্দোঁ রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
বৃন্দাবন ভূমি দুঁহে করিলা নির্ণয় ॥
শ্রীজীব গোসাঞি বন্দোঁ সবার সম্মত।
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিল ভক্তিতত্ত্ব ॥

রঘুনাথ দাস বন্দোঁ রাধাকুণ্ড-বাসী।
রাঘব গোসাঞি বন্দোঁ গোবর্দ্ধনবিলাসী ॥
বন্দিব গোপালভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে ॥
কাশীশ্বর গোসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা-মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি ॥
শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি।
প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি ॥
প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥
লোকনাথ গোসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
দীন হীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর ॥

জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভু যাঁরে করিলেন পরম পিরীতি ॥
মহা-অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব।
পাণিহাটী গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব ॥
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ-বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ ॥
কাশী মিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞান করি ॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির ॥

বন্দিব সুগ্রাব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস।
বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ এক মনে।
সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে ॥
প্রেমময়-তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি, প্রাণ, ধন যাঁর গোরাপদদ্বন্দ্ব ॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিনপুত্র বন্দিব প্রচুর ॥
বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাবে শুদ্ধ-চিত্ত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইল মূর্চ্ছিত ॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ-বিলাস ॥

মধুর-চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন।
আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবনমোহন॥
সকল-মহান্ত-প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
নিতাই দিলেন যাঁরে সুমাল্য চন্দন॥
প্রেমসুখময় বন্দোঁ কানাই ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেমসুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ
গৌরপ্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ্র॥
আকাইহাটের বন্দোঁ কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সতীর্থ প্রভুর॥
গোবিন্দঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥

বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ-স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥
ঠাকুর শ্রীঅভিরাম বন্দিব সাদরে।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহো বংশী করে ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জাম্বিরের গাছে॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে॥
ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপাম॥
সর্ব্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ-করুণা-শক্তি-বলে॥

সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তরশত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে ॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে ॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমসুখ যাঁর কলেবর ॥
কালা কৃষ্ণদাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণতেজোধারী ॥

কমলাকর পিপ্‌লাই বন্দোঁ ভাবাবিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ নেত্র দেহ বাঁশী॥
রত্নাকরসুত বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইলা সর্ব্বতীর্থ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞে নিল উৎকলনগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গদাস হঞা একমনে।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়নে॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্রে।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন-খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দোঁ উড়িয়া বিপ্রদাস।
অভিন্ন অচ্যুত বন্দোঁ আচার্য্য শ্যামদাস॥
দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥
কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্ব পরচার।
জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥
বন্দোঁ উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥

জগন্নাথ দাস বন্দোঁ সঙ্গীত-পণ্ডিত।
যাঁর গান-রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর।
বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র, মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দোঁ মাহিতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরিভট্ট বন্দোঁ মাহিতী বলরাম।
বন্দোঁ পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ বড় অধিকারী॥
শ্রীকর পণ্ডিত বন্দোঁ দ্বিজ রামচন্দ্র।
সর্ব্বসুখময় বন্দোঁ যদু কাবচন্দ্র॥

বিলাসী বৈরাগী বন্দোঁ পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দোঁ আচার্য্য লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দোঁ হ'য়ে শুদ্ধ-মন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দোঁ বিখ্যাত সংসারে
বসুধা জাহ্নবা দুই কন্যা যাঁর ঘরে॥
মুরারী চৈতন্যদাস বন্দোঁ সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ-সমানে॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দোঁ সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বন্দোঁ বিশ্বকর্ম্মাঅনুভব॥
সঙ্গীতরচক বন্দোঁ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ-চন্দ্রে যাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস॥

মহেশ পণ্ডিত বন্দোঁ বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দোঁ নৃত্যবিনোদী॥
নারায়ণীসুত বন্দোঁ বৃন্দাবন দাস।
যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ॥
বড়গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দোঁ এক মনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যিঁহ বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
যদুনাথ দাস বন্দোঁ মধুর চরিত॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দোঁ তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দোঁ পুরী রঘুনাথ॥
বসুদেবতীর্থ বন্দোঁ আশ্রমী উপেন্দ্র।
বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ॥

মুকুন্দ কবিরাজ বন্দো নির্ম্মলচরিত।
বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীবপণ্ডিত॥
বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম।
প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ করিয়া বিশ্বাস।
বন্দোঁ দিব্যলোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস॥
শ্রীশঙ্কর বন্দোঁ বড় অকিঞ্চন-রীতি।
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি॥
প্রেমানন্দময় বন্দোঁ আচার্য্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥

নারায়ণ পৈড়ারি বন্দোঁ চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব।
কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা।
হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব-ঠাকুর।
শ্রবণ-নয়ন-মন-বচনের দূর॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব-চরণে।
সঙ্ক্ষেপে কহিলা কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

সমাপ্ত

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥

জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোঁসাঞি।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিত প্রবর॥
শ্রীবংশীবদন জয় গৌর-প্রিয়োত্তম।
শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ভক্তগণ॥
সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি শরণ তোঁহার।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব-সংসার॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপ গোসাঞি।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাৎ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকত বৎসল।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরিগোসাঞি লাগি যাঁর নাম ক্ষীরচোর
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীরাস-মণ্ডল সর্ব্বোত্তম॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা॥
জয় রে দ্বাদশ-বন কৃষ্ণলীলা স্থান।
তালবন খাজুরবন ভাণ্ডীরবন নাম॥

জয় জয় বেলবন খদির বহুলা।
জয় জয় কুমুদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা ॥
জয় জয় নিভৃত নিকুঞ্জ রম্য স্থান।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম ॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবৰ্দ্ধন।
জয় জয় দানঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম ॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণ লীলাস্থান ॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন-সরোবর ॥
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥

জয় জয় মধুবন মধুপান স্থান।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন ॥
জয় জয় নন্দনঘাট জয়াক্ষয় বট।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা নিকট ॥
জয় জয় বৃষভানু অভিমন্যু জয়।
কৃষ্ণ প্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া ॥
জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য আনন্দরূপিণী ॥
জয় জয় ললিতাদি সর্ব্ব সখীগণ।
যাঁ সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥

জয় জয় বৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রিয়তম।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈলা অতি মনোরম ॥
জয় জয় ব্রজগোপ শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপীমাঝ ॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্নসিংহাসন।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ ॥
শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ লীলা করহ ভাবনা ॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥১॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন ॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীনন্দযশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসধন ॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্ত্তিদাসুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীরনগরী ॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবনমাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥

জয় রামঘাট জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব মনোরম ॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্ব-রস-সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবী-পাদপদ্ম করিয়া শরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥২॥
ধাওল নদীয়া লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥
চিরদিনের গোরাচাঁদ-বদন হেরিয়া।
দুঃখিত চকোর আঁখি রহল মাতিয়া ॥

হেরিয়া ভকতগণ আনন্দে বিভোর।
জননী পাইয়া গোরাচাঁদে করে ক্রোড়॥
মরণ শরীর যেন পাইল পরাণ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষ গান॥ ৩॥
হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কিছু নহে হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে॥৪॥

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞের করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুই তার দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥
তাঁদের চরণসেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥

এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস
রাধা-কৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

—০:*:০-

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীগুরুম্প্রতি মম নমোঽস্তু। কিম্ভুতায়—যেন গুরুণা মম চক্ষুঃ—নেত্রং

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ সদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং ॥ ২ ॥

উন্মীলিতং। মম কিম্ভূতস্য—অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য—অজ্ঞান-মেব তিমিরমক্ষিরোগস্তেনান্ধস্য—দৃষ্টিশক্তিরহিতস্য, কিম্বা অজ্ঞানমবিদ্যা তদেব তিমিরমন্ধকার স্তেনান্ধস্য। অজ্ঞান-তমসো নাম কৈতবং যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥
কৃষ্ণ ভক্তিবাধক যত শুভাশুভ ধর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম ॥

কয়া উন্মীলিতং জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া —"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ

অজ্ঞানরূপ তিমিরে আমি অন্ধ হইয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা যিনি আমার নেত্র উন্মীলিত করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি॥ ১॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম, ১

১বন্দ মুই ২সাবধান সনে।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণমিত্যনেন" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যনেন" চ কৃষ্ণভগবত্তা জ্ঞানমেবাঞ্জনশলাকা যয়া। "কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার" ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্তেঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মনোভীষ্টং মনোঽভিলষিতং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিরস শাস্ত্রং ভূতলে যেন রূপেণ স্থাপিতং নিরূপিতং। স স্বয়ং রূপঃ স্বপদান্তিকং নিজচরণনিকটং কদা ভাগ্যবশেন মহ্যং দদাতি। শ্রীরূপস্য কৃপয়া নিজানুচরণত্বেন তৎসেবনকর্ম্ম করবানীতিভাবঃ ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি রসশাস্ত্র ভূতলে যৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন, সেই শ্রীরূপ গোস্বামী কবে স্বয়ং আপনার চরণ-নিকটে আমায় স্থান দিবেন ॥ ২ ॥

১। সদ্ম—সদন।

২। পাঠান্তর বন্দ মুঞি সাবধান মতে।

৩। সাবধান সনে—সাবধানের সহ—সাবধানের সহিত। সাবধান শব্দের উত্তর ভাবার্থ ষ্ণ প্রত্যয় করিলে সাবধান

যাহার প্রসাদে ভাই,১   এ ভব তরিয়া যাই,
২কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে*॥৩॥
গুরু মুখপদ্ম বাক্য৩,   হৃদি করি মহা শক্য৪,
আর না করিহ মনে আশা।

এই পদই হয়—কোন কোন মুদ্রিত ও আধুনিক হস্তলিখিত পুস্তকে "সাবধান মনে" এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সাবধান সনে এই পাঠই সমীচীন সুতরাং সাবধান সনে ইহার অর্থ এই যে—সাবধানতার সহিত অর্থাৎ যাহাতে কোন-প্রকারে অপরাধ না হয়, এইরূপ ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা করি।

১। ভাই—হে ভ্রাতঃ! মনঃ।
২। পাঠান্তর—কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে।
৩। বাক্য—কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরস-তত্ত্বোপদেশরূপবাক্যং।
৪। মহা শক্য—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপণশক্তি যোগাৎ।

* যাহা হনে—যাহা হইতে। প্রাচীন কালে রাজসাহী এবং অন্য অন্য পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে "হইতে" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "হনে" ব্যবহৃত হইত।

শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
২যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥৪॥
৩চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
৪দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।

১। উত্তমগতি—উত্তমা চাসৌ গতিশ্চেতি উত্তমগতিঃ॥ যথা উত্তমগতি প্রাপ্যবস্তুনাং শ্রেষ্ঠং শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণ-কমলয়োঃ পাদসম্বাহনাদিরূপা প্রেমসেবা।

২। যে প্রসাদে ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনে মণিময় নিকুঞ্জ-মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োশ্চামরব্যজন-পাদসম্বাহনাদিরূপা-আশা যস্যা প্রসাদেন পূর্ণাস্যাৎ। *

৩। চক্ষুদান ইত্যাদি—সংসারার্ণব তারণপূর্ব্বকং চর্ম্ম-চক্ষুর্মোচয়িত্বা পরতত্ত্বাবলোকনযোগ্যদিব্যচক্ষু যেন দত্তং।

৪। দিব্যজ্ঞান ইত্যাদি—কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণরূপং দিব্য-জ্ঞানং হৃদি প্রকাশিতং যেনেতি শেষঃ।

* "যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো যদপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোপি" ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রেমভক্তি যাহা হৈতে,* অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
১বেদে গায় যাহার চরিত ॥৫॥

১। বেদে গায় ইত্যাদি—বেদ কর্ত্তৃক তচ্চরিত্র গান। যথা সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিতি'। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদি'। আচার্য্য দেবো ভবেদিত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতৌচ।

* যাহা দ্বারা অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি বুদ্ধি এবং মিথ্যাবস্তুতে সত্য বুদ্ধি হয়, পরমেশ্বরের সেই অঘটনঘটনপটীয়সী বহিরঙ্গা শক্তির নাম অবিদ্যা অথবা পরমানন্দস্বরূপের অজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। সেই অবিদ্যাতিমিরে যাহার চক্ষু (পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি) নষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই চক্ষু যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন, তিনি জন্মে জন্মে প্রভু এবং যে ব্যক্তি চক্ষু লাভ করিয়াছে, সে তাঁহার জন্মে জন্মে দাস অর্থাৎ—দাসবৎ সেবক ও আজ্ঞাবহ। শ্লেষে শ্রীগ্রন্থকার উপরি উক্ত ত্রিপদী দ্বারা এবং

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু,
লোকনাথ* লোকের জীবন।

পরের ত্রিপদী দ্বারা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় নিজের যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা কহিলেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুকৃপায় দিব্য-চক্ষু লাভ এবং হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের দ্বারা যে উপকার পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জন্মে জন্মে শ্রীপ্রভু গুরুদেবের দাস হইয়া আজ্ঞা বহন ও কায়মনে সেবন করিলেও সে উপকারের পরিশোধ হয় না, ইহাও শ্লেষে কথিত হইল। ফলতঃ যাহারা প্রেমভক্তি-প্রয়াসী, তাহাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুসেবন ও তাঁহার শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞা প্রতিপালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যথা "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ" ইতি। "সৎ সেবা গুরুসেবা চ দেবভাবেন চেদ্ভবেৎ। তদৈব ভগবদ্ভক্তি র্লভ্যতে নান্যথা ক্বচিদিতি"॥ প্রমেয়রত্নাবলী।

* এই গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্রদাতা

হাহা! প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশঃ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥ ৬ ॥
*বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
১যাহা হৈতে অনুভব হয়।

১। যাহা হইতে—যস্মাৎ বৈষ্ণবচরণরেণুভূষণাৎ।

শ্রীগুরুদেব শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীভগবান্‌কৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ। যশোহর জেলার অন্তর্গত তাল-খড়ী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা শ্রীপদ্মনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য ছিলেন।

* শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ও গাত্রে বহন করিলে, সর্ব্বপ্রকার সাধনে যাহা লাভ না হয়, সেই ফল অনায়াসে লাভ হয়। ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিবৃত আছে। শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণুর মহাবল জানিয়া মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন যে, বৈষ্ণব চরণরেণুর দ্বারা ভূষিত হইলে শ্রীগুরুমহিমা অনুভব হয়, এবং অনুক্ষণ সাধু-সঙ্গ হয়, তদ্দ্বারা ভজন মার্জ্জিত হয়,

মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ,
১অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥ ৭ ॥
২জয় সনাতন রূপ, ৩প্রেমভক্তি রসকূপ,
যুগল উজ্জ্বলময় তনু।

১। অজ্ঞান অবিদ্যা—অজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছা তদ্রূপাবিদ্যা।

২। জয়—শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যভক্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ উৎকর্ষেণ বর্ত্তসে। কাব্যপ্রকাশে জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। জয় তৌ প্রতি মম নমোঽস্তিত্যর্থঃ।

৩। প্রেমভক্তিরেব রস স্তস্য কূপরূপঃ।

তাহার পর চতুর্ব্বর্গবাঞ্ছা-প্রভৃতি যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানরূপিণী অবিদ্যার পরাজয় হয়। অর্থাৎ হৃদয়ে চতুর্ব্বর্গ বাঞ্ছা আর থাকে না। এতদ্দ্বারা—শ্রীপ্রেমভক্তি-প্রার্থিগণের বৈষ্ণব-চরণ-ধূলায় বিভূষিত হওয়া এবং বৈষ্ণবসঙ্গ প্রধান সাধন, ইহাও সিদ্ধান্তিত হইল।

১ যাহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সব শোক,
প্রকট কল্পতরু যন্ু * ॥ ৮ ॥
প্রেমভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে বেকত,
লিখিয়াছে ২ দুই মহাশয় † ।

১। পাঠান্তর—
দোঁহার প্রসাদে লোক, পাশরিল সব শোক,
প্রকটিল কল্পতরু-জন্ম ॥
প্রেমভক্তি-রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।

২। দ্বাভ্যাং মহাশয়াভ্যাং শ্রীরূপসনাতনাভ্যাং সর্ব্ব-প্রেমভক্তিরীতির্ব্যক্তং যথাস্যাত্তথা নিজগ্রন্থে লিখিতা।

অদ্যাপিও শ্রীরূপসনাতনের করুণায় তাঁহাদের শ্রীগ্রন্থে অবগাহন করিয়া, লোকে শোক দুঃখ মুক্ত হইয়া শ্রীরাধা-মাধবের ভজন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এ কারণ শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা ঠাকুরমহাশয় তাঁহাদের দুই ভ্রাতার জয় দিতেছেন ॥ ৮ ॥

† শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি এবং

১যাহার শ্রবণ হৈতে ২, প্রেমানন্দে ভাসে চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥ ৯ ॥

১। পাঠান্তর—
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরমানন্দ হয় চিত্তে
যুগল-মধুর-রসাশ্রয় ॥
যুগল-কিশোর প্রেম, লক্ষবান জিনি হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যারা।

২। যৎ শ্রবণাৎ ভক্তানাং চিত্তং প্রেমানন্দরূপসমুদ্রে প্লুতং স্যাৎ

শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটক, শ্রীললিতমাধবনাটক, শ্রীদানকেলিকৌমুদী ও শ্রীস্তবমালা প্রভৃতি সকল গ্রন্থই প্রেমভক্তিময়। এই সকল গ্রন্থানুশীলনে প্রেমভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার দ্বারাই শ্রীরাধামাধবের মধুর রসাশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের গ্রন্থে অবগাহন ব্যতীত সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধামাধবের **উজ্জ্বল** রসাশ্রয় হয় না ॥ ৯ ॥

যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান যেন হেম,
হেন ধন[১] প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ! সনাতন! দেহ মোরে প্রেমধন,
সে রতন মোর গলে হারা[২] ॥ ১০ ॥
ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন *।

১। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমসমুদ্রমবগাহ্য তস্মাৎ প্রেমরত্নধন-মুদ্ধৃত্য যুবাং প্রকাশিতবন্তৌ।

২। সে রতন মোর গলে হারা—তেন প্রেমরত্নেন কণ্ঠে হারং করবানীতি ভাবঃ।

---

*শ্রীভাগবত শাস্ত্রের মর্ম্ম শ্রীগোস্বামিগণ নিজকৃত টীকায় বিবৃত করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীভাগবতশাস্ত্রমর্ম্ম সুসেবন করিব, ইহার অর্থ শ্রীগোস্বামিপাদগণের টীকায় অর্থাৎ শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী এবং শ্রীক্রমসন্দর্ভে বিবৃত যে শ্রীভাগবতার্থ আছে. তাহ ই সদা আলোচনা করিব এবং তাঁহাদের অনুগত

১ অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই ভক্তি পরম ভজন ॥ ১১ ॥
*সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।

১। অন্য দেব—ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতির টীকারও আলোচনা করিব ॥১১॥

* "গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদি করি মহাশক্য" এই কথা দ্বারা শ্রীগুরুবাক্যই দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করা উচিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিন্তু শ্রীগুরুদেব যদি অন্যায় আজ্ঞা করেন, তবে তাহা প্রতিপালন করিতে নাই। এরূপ অন্যায় আদেশ দ্বারা শ্রীগুরুদেব পরীক্ষা করিতেছেন, জানিতে হইবে। এ কারণ শ্রীগুরুবাক্যের সহিত যদি শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূত শাস্ত্রের ঐক্য হয়, তবেই তাহা প্রতিপালন করা

*কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১২ ॥

কর্ত্তব্য। শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় নানা শাস্ত্রে নানা-প্রকার কীর্ত্তিত আছে. সেই সকল এক জনের অবলম্বন করা সম্ভবে না, একারণ স্বসম্প্রদায়ী এবং শাস্ত্রোক্ত আকারসম্পন্ন সাধুগণ যাহা বলেন, তাহার সহিত শ্রীগুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য যদি ঐক্য হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য। শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা যদি শাস্ত্র ও স্বসম্প্রদায়ি-সাধুগণের অনুমোদিত হয়, তবেই তাহা স্বীকার্য্য। আবার সেই শাস্ত্রবাক্যই গ্রাহ্য, যাহা শ্রীগুরুদেব ও স্বসম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত,কেবল সাধুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য বা শ্রীগুরুবাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে না। সাধুবাক্য. শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুবাক্য পরস্পর ঐক্য হইলেই গ্রাহ্য। এইরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে আর বিপন্ন হইতে হয়:না।

* কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগকে বাছিয়া দল হইতে পৃথক করিব, অর্থাৎ তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে ভিন্নপ্রকৃতিনিবন্ধন

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদেনোক্তম্—
"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" ॥

১ অন্য অভিলাষ ছাড়ি, ২জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি,
৩কায়মনে করিব ভজন।

১। "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং" শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামি-পাদ যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই দুই ত্রিপদী তাহার সারাংশ।

২। জ্ঞান বলিতে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। কর্ম্ম বলিতে কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম জানিতে হইবে। কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানলক্ষণ যে জ্ঞান এবং শ্রীভগবৎ পরিচর্য্যাত্মক যে কর্ম্ম, তাহা উক্ত জ্ঞান এবং কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত নহে।

৩। মনে শ্রীভগবত্তত্ত্বের অনুশীলন করিব ও কায়দ্বারা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা করিব,ইহাই ইহার তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

সময়ে সময়ে প্রাণে বড়ই বেদনা পাইতে হয় এবং তাঁহাদিগকে

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা,　　　না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৩ ॥
১মহাজনের যেই পথ,　　　তাতে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

১। দণ্ডকারণ্যবাসি মুনয়ো বৃহৎবামনোক্তশ্রুতয়শ্চ চন্দ্র-কান্তি-জয়দেব-বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বিল্বমঙ্গলাদয়শ্চ পূর্ব্ব মহাজনাঃ। ষড় গোস্বামিনঃ পরমহাজনাঃ।

কিছু বলিলেও ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত অপরাধ হয়, এ কারণ তাঁহা-দিগের নিকট হইতে পৃথক্ হইব। বিশেষতঃ কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণ ভক্তির উপরে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কীর্ত্তন করিয়া ভক্তিকে খর্ব্ব করেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
১কায়মনে করিয়া সুসার* ॥ ১৪ ॥
২ অসৎ সঙ্গতি সদা, ত্যাগ কর অন্য গীতা,
৩কর্ম্মী, জ্ঞানী, পরিহরি দূরে।

---

* সুসার — সুসিদ্ধ।

১। কায়মনে সুসিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ মনে নিজ সিদ্ধদেহ ভাবন করিয়া লীলাস্মরণই সাধন।

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ইত্যাদি
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ॥ ১৪ ॥

২। পাঠান্তর—অসৎ সঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীত রাগ, কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে ॥

৩। বারম্বার কর্ম্মীজ্ঞানীদিগকে দূরে ত্যাগ করিতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রদায়সিদ্ধ শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র লাভ করিয়াও যাহাদের কর্ম্মে ও জ্ঞানে আসক্তি থাকে, তাহাদিগকেও দূরে ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু ভক্তিপ্রাধান্য

কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমভক্তি রসরঙ্গ,
১লীলাকথা ব্রজ রসপুরে ॥ ১৫ ॥
যোগী২ন্যাসী৩কর্ম্মীজ্ঞানী, অন্য দেব* পূজকধ্যানী৪
ইহ লোক দূরে পরিহরি।

ত্যাগ না করিয়া, তদ্ অবিরোধে লোক-সংগ্রহার্থ যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ত্যাজ্য নহেন। যথা—

প্রতিষ্ঠিতশ্চরেৎ কর্ম্মভক্তিপ্রাধান্যমত্যজন্ ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

১। লীলাকথা ব্রজরসপুরে—ব্রজধাম যাহার অন্তর্নিবিষ্ট তাদৃশ লীলাকথাই আস্বাদ্য।

২।৩।৪। যাঁহারা যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতি অভ্যাস করেন, তাঁহারা যোগী। যাঁহারা অঙ্গে মাতৃকা প্রভৃতি ন্যাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা ন্যাসী। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তা করেন, তাঁহারা ধ্যানী।

* যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরুদ্রাদি অন্য দেবতার

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,১
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥ ১৬ ॥
*তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
২সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

১। অন্য যোগ—স্ত্রীপুত্রবিষয়াসক্তিঃ
২। সর্ব্বসিদ্ধি—সর্ব্বেষাং তীর্থযাত্রাদি পুণ্যকর্ম্মণাং সিদ্ধিঃ।

পৃথক্ পরমেশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া পৃথক্ পূজা করেন, তাঁহারা অন্য দেবপূজক; কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পরিকর-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য-দ্বারা রুদ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্য দেবপূজক নহেন। কারণ এই প্রকার পূজাই ভগবৎ পূজার অন্তর্নিবিষ্ট ও শ্রীরুদ্রাদি দেবতাবৃন্দের সন্তোষের হেতু ভক্তিশাস্ত্রবিহিত। যথা—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তেনানন্ত্যায় কল্পতে ॥

* তীর্থ বলিতে শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারাবতী, শ্রীঅযোধ্যা,

সুদৃঢ় বিশ্বাস করি, মদ১ মাৎসর্য্য২ পরিহরি,
সদা কর অনন্য ভজন ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ৩ কীর্ত্তন৪ ।

১। মদ্—বিবেকহারী উল্লাসঃ।
২। মাৎসর্য্য—পরোৎকর্ষাসহনং।
৩। নামলীলাগুণাদিনাং শ্রুতিঃ শ্রবণং।
৪। নাম-লীলাগুণাদিনাং মুখেন ভাষণং কীর্ত্তনং।

শ্রীনীলাচলক্ষেত্র প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ধাম নহে। বলয়কুণ্ড, কামরূপ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে।

অর্চ্চন১ স্মরণ২ ধ্যান৩, নব ভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ * ॥ ১৮ ॥

১। শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্ব্বকোপচারণাং মন্ত্রেনোপপাদনং অর্চ্চনং।

২। যথা কথঞ্চিন্মা ন সঃ সম্বন্ধঃ স্মরণং।

৩। স্মরণভেদ-বিশেষ ধ্যানং।

শ্রদ্ধান্বিত ইতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। *

অর্চ্চন দুই প্রকার, যথা—প্রথম জপসিদ্ধির নিমিত্ত, দ্বিতীয় ভক্তির অঙ্গ।

জপসিদ্ধির নিমিত্ত অর্চ্চন ন্যাসমুদ্রাদিযুক্ত।

ভক্তির অঙ্গ অর্চ্চন তদ্বিহীন।

স্মরণ পাঁচ প্রকার যথা,—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানু-

---

* প্রেমভক্তিপ্রয়াসীদিগের ভক্তির অঙ্গ যে অর্চ্চন অর্থাৎ

স্মৃতি এবং সমাধি। এই সমস্ত লক্ষণ যথা ক্রমসন্দর্ভে :—

স্মরণং—যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং।

ধারণং—সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারে মনোধারণং।

ধ্যানং—বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং।

ধ্রুবানুস্মৃতিঃ—অমৃতধারাবদনবিচ্ছিন্নং।

সমাধিঃ—ধ্যেয়মাত্র স্ফুরণং।

যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম স্মরণ।

সর্ব্ববস্তু হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, সামান্যাকারে মনকে নিয়োজিত করিবার নাম ধারণা।

বিশেষরূপে রূপাদিচিন্তার নাম ধ্যান।

অমৃত ধারার ন্যায় অনবিচ্ছিন্ন রূপাদিচিন্তার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

ধ্যেয় মাত্রের স্ফূর্ত্তির নাম সমাধি।

অন্যান্য ভক্তি অঙ্গের মধ্যেও সেই নিয়ম অর্থাৎ ভাবের অবিরুদ্ধ যাহা অনুষ্ঠেয়।

*হৃষীকে গোবিন্দ সেবা, না পূজিব দেবী১ দেবা২
এই ত অনন্যভক্তি কথা।

১। দেবী—পার্ব্বত্যাদয়ঃ
২। দেব—রুদ্রাদয়ঃ।

* হৃষীকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীগোবিন্দসেবা করিব, ইহার তাৎপর্য্য এই যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন, সাকল্যে একাদশ ইন্দ্রিয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে যে ইন্দ্রিয়ের শ্রীভগবৎ-সেবার যোগ্যতা নাই, সেই সেই ইন্দ্রিয় ত্যাজ্য, অর্থাৎ তাহা দ্বারা শ্রীভগবৎ সেবা হইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়গণ সেবোপ-যোগী, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। যথা চক্ষু দ্বারা শ্রীভগবৎ বিগ্রহ দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রীভগবদ্গুণ শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ আস্বাদন এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তের চরণরেণু

আর যত উপালম্ভ ১ বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে বড় ব্যাথা ॥ ১৯ ॥

১। উপালম্ভ—শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদিব্যতিরিক্তমন্য জ্ঞানং দম্ভমাত্রমেব স্যাৎ।

স্পর্শ। বাক্য দ্বারা শ্রীভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন, হস্ত দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর্ম্ম, পদ দ্বারা তাঁহার স্থানে গমন। পায়ু ও উপস্থ দ্বারা শ্রীভগবানের কোন সেবা হয় না, এইজন্য পায়ু ও উপস্থ এই ইন্দ্রিয়দ্বয় সর্ব্বথা শ্রীভগবৎ সেবায় অকর্ম্মণ্য। পূর্ব্বতন মহাজনের মধ্যে কেহ কেহ পায়ু ও উপস্থের পরম্পরারূপে শ্রীভগবৎসেবোপযোগিতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মলমূত্র প্রভৃতির উৎসর্গ দ্বারা চিত্ত সুস্থ হয়, এ কারণ পায়ু এবং উপস্থও শ্রীভগবদারাধনার সাধন। "উৎসর্গান্মলমূত্রাদেশ্চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ। অতোপায়োরূপস্থস্য তদারাধনসাধনং" ॥

১ দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ
৩দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥ ২০ ॥

১। দেহে যে কামাদি রিপুগণ বাস করে এবং যে ইন্দ্রিয়গণ আছে, তাহারা কেহ কাহারও বাধ্য হয় না।

২। প্রাণ শব্দে মন।

৩। নিশ্চয় অর্থাৎ পরমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ ও তৎপ্রাপ্তিসাধন তদ্ভক্তি। দঢ়াইতে অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহার হেতু কামাদি রিপুগণের ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবশীভূততা। অবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয়, সুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্তে পরমতত্ত্ব ভগবান্ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন তদ্ভক্তিধারণা কোন প্রকারে হইতে পারে না।

কাম,ক্রোধ,লোঁভ,মোহ, মদ,মাৎসর্য্য,দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে*,ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী-জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥ ২২ ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।

* কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু অজেয়। সহসা ইহাদিগকে জয় করা সুকঠিন। একারণ কামাদি জয়ের অতি সুগম উপায় বর্ণিত হইতেছে। যথা—"কৃষ্ণসেবা......করিব যথা তথা"।

কিবা সে করিতে পারে, কাম,ক্রোধ সাধকেরে,
*যদি হয় হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥ ২৩॥
ক্রোধ বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এই ত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের ভিন,
১কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥ ২৪ ॥

১। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইত্যানুসারেণ কৃষ্ণং স্মৃত্বা রিপুং বশে নয়েৎ।

---

* শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত যাহার ফল কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, তাহাই স্বতন্ত্র কাম, তাহার নাম অনর্থ বা রিপু, ইত্যাদি। সর্ব্বদা কৃষ্ণানুশীলনশীল রিপুজয়ী সাধুজনের সঙ্গ যদি যথাকথঞ্চিৎ থাকে, তবে সেই সাধুকৃপায়, উপদেশে বা ভয়ে তখনই নিবৃত্ত হইয়া যায়, কার্য্যে পরিণত হইয়া অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে না।

*আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দরব,
সিংহ রবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥ ২৫ ॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা,¶ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।

---

* যখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ মনে উদয় হইবে, তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম, গুণ, স্মরণ করিলে, রিপুগণ মন হইতে পলাইয়া যাইবে ইহাই ফলিতার্থ।

¶ অসৎ চেষ্টা—অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার। অসচ্চেষ্টা ত্যাগ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ এবং শ্রীগোবিন্দ-চরণ চিন্তন, এই তিনটী দ্বারা সকল বিপদ নাশ হয় ও মহানন্দ সুখ লাভ হয় এবং এই তিনটীই প্রেমভক্তির পরম কারণ। অতএব এই তিন বিষয়ের জন্য প্রেমভক্তি-প্রয়াসিদিগের একান্ত যত্ন করিতে হইবে, ইহাই ফলিতার্থ।

সকল বিপত্তি যায়, মহানন্দ সুখ পায়,
প্রেমভক্তি পরম কারণ ॥ ২৬ ॥
১অসৎ ক্রিয়া কুটি নাটী, ছাড় অন্য পরিপাটি,
*অন্য দেবে না করিহ রতি †।
আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সভায়২ টানে,
ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি ॥ ২৭ ॥

১। অসৎ ক্রিয়া—দুষ্ট ক্রিয়াং অধর্ম্ম ত্যজ্যং। ভক্তিপথে চলিতুং ন সমর্থঃ স্যাৎ।

২। সভায়—সর্ব্বজনান্ ইত্যর্থঃ।

* অন্য দেবে পৃথক পরমেশ্বর জ্ঞানে রতি করিও না, যেহেতু অন্য দেব-উপাসকগণ নিজ নিজ অভীষ্টদেবপ্রতি প্রীতিবশতঃ সকলকে আকর্ষণ করেন। যে তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহার ভক্তিপথে বিগতি পড়ে অর্থাৎ সে ভক্তি-পথে চলিতে পারে না।

† রতি—ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ পৃথক পরমেশ্বর বুদ্ধিতে ভক্তিবিশেষ করিও না।

আপন ভজন পথ, তাহে হব অনুরত,
১ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান।
২ নৈষ্ঠিক ভজন এই, তোমারে কহিল ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৮ ॥
* শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ † ॥ ২৯ ॥

* শ্রীনাথে কমলাপতৌ শ্রীনারায়ণে, জানকীনাথেসী তা-

১। ইষ্টদেব—শ্রীগুরুদেব, অথবা স্বাভীষ্ট অর্চ্চনীয়শ্রীবিগ্রহ অথবা তত্তুল্য কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গের অবশীভূত শ্রীহরিলীলাবিশিষ্ট মহানুভব বৈষ্ণবগণ। তাঁহাদের স্থানে লীলাগানই ভজন, অন্যস্থানে নহে। কেননা বিজাতীয়গণের নিকট লীলাগান হইলে, ভাব নষ্ট হইয়া ভজনে বাধা পড়ে।

২। নৈষ্ঠিক—নিষ্ঠাপ্রাপ্ত অর্থাৎ প্রেমভক্তির পঞ্চম সোপান প্রাপ্ত।

† নৈষ্ঠিক ভজনের প্রকৃত উদাহরণ যথা,—

দেব-লোক, পিতৃ-লোক, পায় তারা মহা সুখ,
১ সাধু সাধু বলে অনুক্ষণ ।

পত্যৌ শ্রীরামচন্দ্রে চ অভেদঃ ভেদো নাস্তি। অত্র হেতুগর্ভ-বিশেষনং পরমাত্মনি। তথাপি কমললোচনো রামো মম সর্ব্বস্বং সকলধনঃ শ্রীরামচন্দ্রং বিনা মম কিমপি ধনং নাস্তী-ত্যর্থঃ। অনেন স্বাভীষ্টনিষ্ঠায়াঃ পরাকাষ্ঠা দর্শিতা।

১। নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ। মদ্বংশে বৈষ্ণবো জাতঃ স মে ত্রাতা ভবিষ্যতি।

শ্রীহনুমান বলিয়াছেন,—শ্রীকমলাপতি শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীসীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র উভয়ই পরমাত্মা অর্থাৎ এক পর-মাত্মাই দুইরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, একারণ শ্রীনারায়ণে ও শ্রীরামচন্দ্রে অণুমাত্র ভেদ নাই। তথাপি কমললোচন শ্রীরামই আমার সর্ব্বস্ব।

যুগল ভজন যারা, প্রেমানন্দে ভাসে তারা,
তাহার নিছনি[†] ত্রিভুবন ১ ॥ ৩০ ॥

১। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিন্যায়েন ত্রিভুবনশব্দেন ত্রিভুবন-স্থিতা জনাঃ।

*যুগল ভজন—ক্রমদীপিকা এবং শ্রীগৌতমীয়তন্ত্র প্রভৃতিতে প্রোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা। যাঁহাদিগের এই ঐকান্তিক উপাসনা তাঁহারাই প্রেমানন্দে ভাসেন। কেবল তাঁহাদিগের সেই উপাসনা করিলেই দেবলোক ও পিতৃলোক সুখী হইয়া সদা সাধু সাধু করেন। ইহাই এই ত্রিপদীর তাৎপর্য্য।

† নিছনি—নির্ম্মঞ্ছন আলাই বালাই লওয়া অর্থাৎ ত্রিভুবনস্থিত জনগণ তাঁহার নির্ম্মঞ্ছন গ্রহণ করে।

*পৃথক আবাস যোগ, ১দুঃখময় বিষয় ভোগ,
ব্রজবাস গোবিন্দসেবন।

১। ব্রজভিন্নদেশবাসো দুঃখরূপবিষয়ভোগ এব স্যাৎ, বাসস্তু শ্রীগোবিন্দস্য সুখময়ভজনং স্যাৎ। তদভাবে মনসা বাসোঽপি তদেব স্যাৎ। কিন্তু শ্রীগোবিন্দভজনং বিনা ব্রজভূমৌ বাসেঽপি সুখং নাস্তি। যথা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজোক্তৌ—

বৃন্দাবনে কিমথবা নিজমন্দিরে বা,
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি,
শ্রীকৃষ্ণসেবনমৃতে ন সুখং কদাপি।

অনুক্ষণং ব্রজবাসিভক্তজনৈঃ সহ শ্রুতা কীর্ত্তিতা বা কৃষ্ণকথা তৈঃ সহ শ্রুতং কীর্ত্তিতং বা কৃষ্ণনাম সত্যং সত্যং রসধাম স্যাৎ।

---

* পৃথক—পৃথক স্থানে আবাসযোগ—আবাসার্থ যোগ অর্থাৎ বাস করিবার জন্য মিলিত হওয়া।

কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজজনের সঙ্গ অনুক্ষণ ॥ ৩ ॥
সদা সেবা অভিলাষ, মনে করি বিশোয়াস১,
সর্ব্বথাই হইয়া নির্ভয় ।
নরোত্তম দাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয়২॥৩২॥

১। বিশোয়াস—বিশ্বাসঃ।

২। মহাশয়—হে শ্রীকৃষ্ণ।

অর্থাৎ ব্রজভিন্ন স্থানে, বাস করিলে কেবল দুঃখময় বিষয় ভোগ হয়, আর ব্রজে বাস করিলে সুখময় গোবিন্দভজন হয়, শরীর দ্বারা যাঁহার ব্রজবাসে সামর্থ্য নাই, মনেও তিনি যদি ব্রজে বাস করেন, তাহা হইলে সুখময় গোবিন্দ সেবন তাঁহার লাভ হয়।

* যাঁহারা যথাস্থিত দেহে বা অন্তশ্চিন্তিত দেহে ব্রজ-বাস করিয়া, শ্রীগোবিন্দ ভজন করিতেছেন, ব্রজজন তাঁহারা।

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোহে প্রভু! কর অবধান।
পড়িনু অসৎভোলে১, কাম তিমিঙ্গিলে২, গিলে
ওহে নাথ! কর মোরে ত্রাণ ॥৩৩॥
*যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈল ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।

তাঁহাদের সহিত মধুর শ্রীকৃষ্ণকথা ও পবিত্র শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে রসধাম হয়।

১। অসৎ ভোলে—অসতের প্রলোভনে।

২। তিমিঙ্গিল—জলচর জন্তু। তিমি নামক মৎস্য যাহারা গিলিয়া ফেলে।

* শ্রীঠাকুর মহাশয় সর্ব্বোত্তম হইয়াও ভক্তিস্বভাবে দৈন্যবশতঃ আপনাকে অত্যন্ত হীন ও অপরাধী ভাবিয়া, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিপ্রয়াসী-দিগের দৈন্যই বিভূষণ, ইহাই জানাইতেছেন।

তথাপি তুমি সে গতি,, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
আমা সম নাহিক অধমা ॥৩৪॥
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
১ সত্য সত্য যেন সতী পতি ॥৩৫॥

১। 'সত্য সত্য যেন সতী-পতি'—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পতির সেবা করিতে করিতে সতী যদি কখন সেই সেবাকার্য্যে ত্রুটীরূপ অপরাধ করেন, তাহা হইলে পতি তাহা ক্ষমা করিতে বাধ্য, কিন্তু সেই সতী যদি ব্যভিচার করিয়া অপরাধিনী হন, তবে পতিকর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্তা হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানে মন রাখিয়া,সেইরূপ তৎসেবায় কাহারও যদি কখন কোন অপরাধ হয়, তবে সেই জনের সেই অপরাধ শ্রীভগবান ক্ষমা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবৎ-পরিচর্য্যা কার্য্যে থাকিয়াও পরদারাদিতে ব্যভিচরিত হইলে

তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করু অপরাধ, তথাপিও তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥৩৬॥
কামে মোর হতচিত, নাহি মানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকরু, ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥৬৭॥
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।

শ্রীভগবান সে অপরাধ ক্ষমাও করিবেন না এবং সেবাও প্রতিগ্রহ করিবেন না।

* দুর্ব্বাসনা—বিষয়ভোগবাসনাকেই বুঝিতে হইবে।

ঘুষুক সংসার নাম, পতিত-পাবন শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর ! ॥৩৮॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন সঙ্কীর্ত্তনে।
১অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥ ৩৯ ॥
আন কথা, আন ব্যথা নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ ইতি সাজে† ।

১। অন্তরায়—কামাদি-কৃত বিঘ্নঃ।

২। যত্রান্যকথাস্তি তত্রান্যব্যথাস্তি তত্রাহং ন গচ্ছামি।

---

* 'আন কথা, আন ব্যথা'—শ্রীভগবৎ রূপ কথা ভিন্ন যেখানে অন্য কথা আছে, সেখা নেই অন্য ব্যথা আছে। যেন তথায় আমি না যাই এবং তোমার চরণস্মৃতি আমাতে যেন সাজে অর্থাৎ শোভা পায়।

† পাঠান্তর—মাঝে।

অবিরত অবিকল,১ তুয়া গুণ কল কল,২
গাই যেন সতের সমাজে ॥ ৪০ ॥
৩অন্যব্রত অন্যদান,৪ নাহি কর ৫ বস্তুজ্ঞান,
৬ অন্য সেবা অন্য দেবপূজা।

---

* প্রকরণবলাদন্যবস্তুজ্ঞানং—কৃষ্ণ—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণদাসেতরজ্ঞানং।

১। অবিকল—বিকল না হইয়া অর্থাৎ অবিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া।

২। কল কল—মধুর মধুর অস্ফুট রবে। এই বাক্য দ্বারা কথাকীর্ত্তন সময়ে প্রেম প্রার্থনা করিলেন।

৩। অন্যব্রত—শ্রীএকাদশী, শ্রীমহাদ্বাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রত ভিন্ন অন্য দেবতার ব্রতকে বুঝায়।

৪। অন্যদান—শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবোদ্দেশে ব্যতীত অন্য অপাত্রে দান।

৫। বস্তুজ্ঞান—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যবস্তু জানিতে ইচ্ছা করাকে অন্য বস্তুজ্ঞান কহে।

৬। অন্যসেবা শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের সেবা ভিন্ন অন্যের সেবা।

হা ! হা ! কৃষ্ণ ! বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি,
মনে আর নাহি যেন দুজা ॥৪১॥
জীবনে মরণে গতি, ১ রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
২ দোঁহার পীরিতিরস সুখে।

* দুজা—দ্বৈধং সন্দেহ ইতি যাবৎ

১। গতি—প্রাপ্য বস্তু।

২। দোঁহার পীরিতিরস সুখে—অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণে যে পীরিতিরস অর্থাৎ নিজের অকৃত্রিম ভালবাসা সেই সুখে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণে অকৃত্রিম ভালবাসিয়া যে সুখ তন্নিমিত্ত। যাঁহারা যুগল সঙ্গতি অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিকটবর্ত্তী তাঁহারাই আমার প্রাণ ও গলার হার। ইহা দ্বারা শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দে ও শ্রীরূপাদি মঞ্জরীবৃন্দে পরমাদরাতিশয় প্রকাশ করিলেন এবং যাঁহারা অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের

যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে হারা,
এই কথা রহু মোর বুকে ॥ ৪২ ॥
যুগল চরণ সেবা, যুগল চরণ ধ্যেবা ১,
২ যুগলে মনের পীরিতি।
যুগল কিশোররূপ, ৩কামরতিগণ ভূপ,
মনে রহু ও লীলা কি রীতি ॥ ৪৩ ॥

প্রেমসুখে তাঁহাদের নিত্য নিকটবর্ত্তী, সেই রাগানুগীয় সাধকমুকুটমণিগণের প্রতি পরমাদরাতিশয় ব্যক্ত করিলেন।

১। ধ্যেবা—ধ্যান করিবা।

২। যুগলে—অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মনের পীরিতি—প্রীতি রাখিবা।

৩। কামরতিগণ ভূপ—কামগণের যুগল-রূপ ও রতিগণের ভূপ, অর্থাৎ রতিরূপের কোটি কোটি অধিশ্বরী শ্রীরাধারূপ ও কোটি কামরূপের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপ। এতদ্বারা যুগলরূপেরও সৌন্দর্য্যের মহা পরাকাষ্ঠা দেখান হইল।

*দশনেতে তৃণ ধরি, হা! হা! কিশোর কিশোরি!
চরণাব্জে নিবেদন করে।
ব্রজরাজকুমার! শ্যাম! বৃষভানু নন্দিনী নাম,
১শ্রীরাধিকা রামামনোহারি!॥ ৪৪॥
কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই,২
৺ দরপ দরপ করু চূর।

১। হে শ্রীরাধিকাদীনাং রামাণাং মনোহারিন্! হে !

২। কাঁই—কান্তিঃ।

* স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীরাধামাধবের নিকট নিবেদন করিতেছেন।

৺ দরপ দরপ করু চূর—দরপ অর্থাৎ কামের দর্প চূর্ণ করেন। কন্দর্পোদর্পকোঽনঙ্গ ইত্যমরঃ।

১নটবর শেখরিণী, ২নটিনীর শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন বুর্ * ॥ ৪৫ ॥
শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
† ভাবভূষণ করু শোভা ।
নীল পীত বাস ধর, গৌরি শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা ‡ ॥৪৬ ॥

---

১ । নটবরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শেখরিণী—শিরোভূষণরূপা ।

২ । নটিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ শিরোভূষণরূপঃ ।

* বুর্—ডুবিয়া রহিয়াছে, ইহা দ্বারা গুণের অগাধ সমুদ্রত্ব রূপক হইল। ভোর ও ঝুর কোন কোন পুস্তকের পাঠ ।

† ভাবভূষণ—অশ্রুপুলকাদিভাবরূপ ভূষণ । ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা রামদয়াল ঘোষ মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য ।

‡ অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা—অন্তরের ভাবময় উপাসনা

আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,১

কহে দীন নরোত্তম দাস।

নিশি দিশি গুণ গাই, পরম আনন্দ পাই,

মনে মোর এই অভিলাষ ॥ ৪৭ ॥

২রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত

*লোক-বেদ-সার এই বাণী ॥

---

* ইয়ং বাণী লোক-বেদ-মতয়োঃ সাররূপা।

দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ লুব্ধ হন। কিন্তু ভাবরহিত নানাবিধ বাহ্য উপচারে লুব্ধ হন না।—

নানোপচার কৃত পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ।

প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ ॥

১। অভিনয়—অভিনয়কালে নট নটিনীদিগের অঙ্গ যেমন বড়ই মধুর হয়, এইরূপ সততই যাঁহাদের প্রতি অঙ্গ পরম মনোহর।

২। এ স্থলে রাগের ভজন বলিতে রাগানুগা ভজন

সখীর অনুগা হইয়া, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥ ৪৮ ॥
রাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিব গণন।

জানিতে হইবে। যেহেতু ব্রজের নিত্যপরিকর ব্যতীত সাধকে রাগোদয় হয় না। রাগময়ী বা রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যপরিকরগণে বিরাজিতা, সেই রাগময়ীভক্তির অনুগতরূপে সাধকের যে ভক্তি-প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম রাগানুভক্তি। সিদ্ধদেহ অর্থাৎ অন্তরে চিন্তিত শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপ গোপ-কিশোরী-শরীর। এই শরীর কল্পিত হইলেও পরম সত্য। যেহেতু সাধনশেষে দেহাবসানে উক্ত কল্পিত দেহই থাকিবে।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব। তাঁহার শরীর সচ্চিদানন্দঘন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসমূহের মধ্যে হ্লাদিনী (আনন্দিনী) শক্তি সর্ব্বপ্রধান। এই শক্তির সার, প্রেম নামে অভিহিত

হইয়া থাকেন। ইহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে মহাভাব নাম ধারণ করেন। এই মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অত্যন্ত মহা পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমই শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব। শ্রীললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহবিশেষ। অর্থাৎ শ্রীরাধিকাই আকৃতিস্বভাব-ভেদে শ্রীললিতাদি সখীরূপে বিরাজিত হইতেছেন। সুতরাং শ্রীললিতাদি সখীতত্ত্ব আর শ্রীরাধিকাতত্ত্ব উভয় প্রায়ই এক। যেমন সাক্ষাদানন্দঘন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, প্রকৃতির অতীত পদার্থ হইয়াও পিতা, মাতা, বন্ধু, ভৃত্য এবং প্রেয়সীবৃন্দের সহিত অনাদিকাল হইতে নিজ নিত্যধামে, নিত্যই মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সারাংশ অত্যন্ত মহা পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেম, শ্রীরাধিকাদিরূপে, পিতা, মাতা, দাসী, সখী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নিত্য মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতেছেন। মানুষ ব্যবহারে শ্রীসখীগণের স্বরূপ সাধকদিগের ভাবনার আনুকুল্যার্থ লিখিত হইতেছে।

*ললিতা,১ বিশাখা২ তথা, চিত্রা, ৩ চম্পকলতা,৪
রঙ্গদেবী, ৫ সুদেবী, ৬ কথন ॥৪৯॥

---

* (১) শ্রীললিতা—গোরোচনা বর্ণা। শিখিপিঞ্ছাম্বরা। বিশোক পিতা। বিশারদী মাতা। ভৈরব পতি। অন্য নাম অনুরাধা। বাম-প্রখর স্বভাবা। শ্রীরাধা হইতে সাতাইশ দিনের বড়।

(২) শ্রীবিশাখা—বিদ্যুৎবর্ণা। তারাবলী-বসনা। মুখরার ভগ্নিপুত্র, পারল পিতা। জটিলার ভগ্নি-কন্যা দক্ষিণা মাতা। বাহিক পতি। ইহাঁর স্বভাব প্রায় শ্রীরাধিকার মত এবং শ্রীরাধার জন্ম দিনে ইহাঁর জন্ম হয়।

(৩) শ্রীচিত্রা—কাশ্মীরবর্ণা। কাচাম্বরা। চতুর পিতা। চার্ব্বিকা মাতা। পিঠর পতি। শ্রীরাধার হইতে পঁচিশ দিনের ছোট।

(৪) শ্রীচম্পকলতা—ফুল্লচম্পকবর্ণা। চাষ-পক্ষিবসনা। আরাম পিতা। বাটিকা মাতা। চণ্ডাক্ষ পতি। শ্রীরাধার হইতে একদিনের ছোট।

তুঙ্গবিদ্যা৭ ইন্দুরেখা৮, এই অষ্ট সখী লেখা
এবে কহি নর্ম্মসখীগণ।

(৫) শ্রীরঙ্গদেবী—পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণা। জবাপুষ্পবসনা। রঙ্গসার পিতা। করুণা মাতা। বক্রেক্ষণ পতি। এই বক্রেক্ষণ ললিতার পতি, ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীরাধার হইতে তিন দিনের ছোট।

(৬) শ্রীসুদেবী—শ্রীরঙ্গদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী। দুই ভগ্নী যমজ, একবর্ণ, এক স্বভাব। রক্তেক্ষণ পতি। রক্তেক্ষণ বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দুই ভগ্নীরই বামপ্রখরা স্বভাব।

(৭) শ্রীতুঙ্গবিদ্যা—কর্পূর-চন্দন-মিশ্র-কুঙ্কুমবর্ণা। পাণ্ডু-বস্ত্রা। দক্ষিণপ্রখরা স্বভাবা। পুষ্কর পিতা। মেধা মাতা। শ্রীরাধা হইতে পাঁচদিনের বড়।

(৮) শ্রীইন্দুরেখা—হরিতালবর্ণা। দাড়িম্ব পুষ্পাম্বরা।

রাধিকার সহচরী, প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি,
প্রেম সেবা করে অনুক্ষণ॥ ৫০ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতূহলী ॥ ৫১ ॥
এ সব অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা১ নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝ ॥ ৫২ ॥

সাগর পিতা। বেলা মাতা। দুর্ব্বল পতি। বামপ্রখরা। শ্রীরাধা হইতে তিন দিনের ছোট।

১। অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত ভালবাসার সহিত যে সেবা তাহার নামই প্রেমসেবা।

*বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিব রসসুখে ১।

* এই কয়েকটি ত্রিপদীর দ্বারা রাগানুগাভজন অত্যন্ত সঙ্ক্ষেপে অথচ বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগোস্বামীপাদ-সম্মত রাগানুগাভক্তিদ্বারা পরমতত্ত্ব ব্রজবিহারী শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিপূর্ণতমরূপে শ্রীকৃষ্ণস্বাদ করিয়া শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন, আবার শ্রীসখীবৃন্দ সেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণা-স্বাদ লাভ করিয়াছেন বলিয়া সমধিক সুখী। সেই শ্রীসখীগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের মত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই রাগানুগা ভজন। এই রাগানুগা ভজন, এই মনুষ্যশরীর দ্বারা কদাচ নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য মনে মনে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি তুল্য একটী মনোময় শরীর কল্পনা

১। রস সুখে—ইহাদের প্রতি অনুরাগ নিমিত্ত সুখে।

সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব করে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে ॥৫৩॥

করিতে হয়।এই কল্পিত শরীরের নাম সিদ্ধদেহ। এই সিদ্ধদেহ সাধকগণের ভক্তি-বিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপ্রসাদে লাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধদেহ দ্বারা ব্রজভূমিতে শ্রীসখীমণ্ডলে বাস করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ সেবা করিতে ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরাই সমর্থ হন। একারণ শ্রীজীবগোস্বামীপাদ সিদ্ধদেহকে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ-সেবোপযোগী দেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধকের সাধনার অবসান হইয়া জড়দেহ নাশ হইলে, সিদ্ধদেহই শ্রীব্রজধামে জন্ম লাভ্ করিয়া শ্রীসখী মণ্ডলে নিত্য বাস করতঃ নিত্য শ্রীগোবিন্দসেবা লাভ দ্বারায় কৃতার্থ হইয়া যায়। অতএব এই মনঃকল্পিত দেহই পরম সত্য ॥৫৩—৫৬॥

যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই যে উপায় ॥৫৪॥

সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার ॥৫৫॥

নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে লিখিবে তাতে,
তবহি পূরব অভিলাষ ॥৫৬॥

১ সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং * ॥ ৫৭

১। সখীনাং শ্রীললিতা শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদীনাং সঙ্গিনীরূপাং আত্মানং ধ্যায়েদিতি শেষঃ। কিম্ভূতাং আজ্ঞাসেবাপরাং আজ্ঞয়া তাসামনুমত্যা সেবাপরাং শ্রীরাধামাধবয়োরিতি শেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাং। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-মনোহররূপেণ শ্রীরাধিকা নির্ম্মাল্যালঙ্কারেণ চ ভূষিতাং। নির্ম্মাল্য মাল্য-বসনাভরণাস্ত্ত দাস্য ইত্যুক্তেঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং বাসনাময়ীং চিন্তাময়ীং। ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বর-মিত্যাদিবৎ।

* আপনাকে সখীগণের সঙ্গিনী, সখীদিগের আজ্ঞায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাপরা এবং তাঁহাদের নির্ম্মাল্য বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা গোপকিশোরীরূপে চিন্তা করিবে।

১ কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা * ॥ ৫৮ ॥

১। কৃষ্ণং স্মরন্নিতি। স্মরণস্যাত্ররাগানুগায়াং মুখ্যত্বং রাগস্য মনোধর্ম্মত্বাৎ। প্রেষ্ঠং নিজভাবোচিতলীলাবিলাসিনং কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশ্বরং। অস্য কৃষ্ণস্য জনঞ্চ কীদৃশঃ নিজ-সমীহিতং স্বাভিলষণীয়ং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ললিতা-বিশাখা-রূপ-মঞ্জর্য্যাদিকং কৃষ্ণস্যাপি নিজসমীহিতত্বেঽপি তজ্জনস্য উজ্জ্বল-ভাবৈকনিষ্ঠত্বাৎ নিজসমীহিতত্বাধিক্যং। ব্রজেবাসমিতি। অসামর্থ্যে মনসাপি সাধকশরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ। সিদ্ধশরীরেণ বাসস্তুত্তরশ্লোকার্থতঃ প্রাপ্ত এব।

* নিজভাবোচিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে ও তদীয় তাদৃশ পরিজনকে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী-ললিতা-বিশাখা প্রভৃতিকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের কথায় রত হইয়া সমর্থ হইলে যথাবস্থিত শরীরে, অসমর্থ হইলে অন্ত-শ্চিন্তিত শরীরে সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে ॥ ৫৮ ॥

যুগলচরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি, প্রেমময় পরবন্ধে ১।

১। পরবন্ধে—প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ ভক্তজন-বিরচিত প্রেমময় কথায়াং মম রতির্ভবতু।

---

* যুগলচরণে যেন প্রীতি থাকে, যেহেতু তথি তথায় অর্থাৎ যে প্রীতিতে পরমানন্দ লাভ হয়। প্রেমময় পরবন্ধে রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসবিজ্ঞ ভক্তজন বিরচিত প্রেমময় অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে যেন রতি থাকে। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণে পড়িয়া রসধাম শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীরাধানাম উপায় অর্থাৎ সাধন করোঁ—করিব।

ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রীতি এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসবিজ্ঞ-জনরচিত গ্রন্থে প্রীতি এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণনামকীর্ত্তন রাগানুগা-ভক্তির মুখ্য সাধন তাহা দেখাইলেন ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করো রসাধাম,
১ চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥ ৫৯ ॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগলবিলাস স্মৃতিসার।

১। চরণে—রাধামাধবয়োরিতি শেষঃ।

* মনের প্রাণ স্মরণ। দেহ যেমন প্রাণ না থাকিলে বৃথা হয়, সেইরূপ মনও স্মরণরূপ প্রাণ না থাকিলে বৃথা হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধাম অর্থাৎ স্থান, মধুর হইতে সুমধুর, স্থান অর্থে, শ্রীবৃন্দাবনীয় নিভৃত নিকুঞ্জ, কল্পতরুতলে মণিযোগপীঠ প্রভৃতি অথবা ধাম বলিতে শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ মধুর হইতে সুমধুর শ্রীযুগলরূপ। যুগলবিলাস—পাশাখেলা, জলকেলি, বনভ্রমণ, উভয়ের রহঃকেলি প্রভৃতি স্মরণই স্মরণের সার। ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় বস্তু কিছু নাই। এইরূপ স্মরণকেই মনের প্রাণ স্বরূপ কহে। ইহা সাধ্য এবং ইহাই সাধন।

। * ।

সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,

এই তত্ত্ব সর্ব্ববিধি১ সার ॥ ৬০ ॥

জলদ-সুন্দর-কাঁতি, ২মধুর মধুর ভাতি,

বৈদগধি অবধি সুবেশ।

পীত বসন-ধর, আভরণ মণিবর, *

†ময়ূর চন্দ্রিকা করু কেশ ॥ ৬১ ॥

১। বিধিনাং--কর্ত্তব্যোপদেশানাং সারঃ।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

২। মধুর মধুর—মধুরাদপি মধুরঃ অতিশয়মধুরমিত্যর্থঃ।

ইহার পর আর সাধ্যও নাই এবং সাধনও নাই, সুতরাং এই তত্ত্ব সকল বিধিসার।

* মণিবর—কৌস্তুভ।

† হঠাৎ মহামোহন শ্রীযুগলরূপ ও যুগলবিলাস স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পরমানন্দময় তন্ময়পুরী বর্ণনা করিতেছেন। ময়ূর-

মৃগমদ-চন্দন, কুঙ্কুম-বিলেপন,
মোহন-মূরতি-তিরিভঙ্গ।
[১]নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ ॥ ৬২ ॥

ঈষৎ মধুরস্মিত, বৈদগধি-লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ।
চরণকমল পর, মণিময় নূপুর,
নখমণি যেন বালচন্দ্র ॥ ৬৩ ॥

১। নবীন-কুসুমবল্যা মধুলোভেন মত্তভৃঙ্গো যস্ত সমীপে ভ্রমতীত্যর্থঃ।

চন্দ্রিকা কল্প কেশ—যিনি কেশে ময়ূরচন্দ্রিকা করিয়াছেন অর্থাৎ চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন।

নূপুর মরালধ্বনি, ১কুলবধূ মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়ায় রতি, ২যেন মিলে পতি সতী,
৩কুলের ধরম গেল দূরে ॥ ৬৪ ॥

১। "কুলবধূ মরালিনী" ২। "যেন মিলে পতি সতী" ৩। "কুলের ধরম গেল দূরে" এই কয়েকটী কথাদ্বারা ব্রজের কুলবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেয়সী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ আপন অনন্যস্পৃশ্যা নিত্য কান্তাগণের অন্য পতি আছে ভাবিয়া, আপনাকে তাঁহাদের উপপতি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীব্রজদেবীগণ আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহারা শক্তি ও শক্তি-মদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় প্রেয়সী হইলেও অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়াপ্রভাবে নিত্যপরকীয়া রমণী-অভিমানিনী হইয়াছেন এবং অব্যাহত জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণও নিজ ব্রজদেবীগণের উপপতি বলিয়া অভিমানী

হইয়াছেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন কদাচ পুরুষান্তর চক্ষু দিয়াও অবলোকন করেন না এবং যাঁহারা তাঁহাদের পতিম্মন্য তাঁহারাও তাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পান না; অথচ শ্রীযোগমায়া এরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়াগণ, যাঁহাদের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, এরূপ পুরুষে পতি বলিয়া এবং স্বকীয় পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে উপপতি বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পুরুষে পতি জানিলেও তাঁহাদের সতীত্ব যায় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণেরও পরদারিকতা হয় নাই। ব্রজবধূগণ যোগমায়া প্রভাবে আপনাদিগকে অন্য গোপের পত্নী বলিয়া জানেন এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাই জানেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিতে কুলধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া জ্ঞান হয় এবং শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে পর রমণী সঙ্গী বলিয়া মনে করেন। এ সকলই ভ্রম, কিন্তু এই ভ্রম অনাদিকাল হইতে একই ভাবে থাকিবে, ইহা শ্রীযোগমায়া-কল্পিত ভ্রম; ইহা অজ্ঞানকার্য্য নহে। এই ভ্রম দ্বারা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য

নিত্য নব নবায়মান আনন্দরাশি উপভোগ করেন। সুতরাং এই ভ্রমও সচ্চিদানন্দময়—চিৎশক্তির বৃত্তি। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা ইহার নাহি অন্যত্র বিকাশ।

এবং

"ব্রজবধূগণে এই ভাব নিরবধি"

এবং

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। ইতি ভবতঃ

এ বিষয়ে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীস্তবমালাভাষ্যে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। ৬৭ ॥

১গোবিন্দ শরীর সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য২,
বৃন্দাবন ভূমি তেজোময় ৩।
ত্রিভুবন শোভাসার, হেন স্থান নাহি আর
যাহার স্মরণে প্রেম হয় ॥ ৬৫ ॥

১। শ্রীগোবিন্দের শরীর জীববৎ জড়ীয় নহে। সচ্চিদানন্দময় শরীর। সুতরাং গোবিন্দশরীর সত্য। এ শরীরের ধ্বংস নাই। ইহার প্রাগ্‌ভাব নাই। নিত্যই একভাবে নিত্যধামে বিরাজ করিতেছেন। জড়ীয় শরীরে যে সকল দোষ থাকে, শ্রীগোবিন্দের সচ্চিদানন্দময় শরীরে তাহার কিছুই নাই। এ বিষয়ে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ প্রভৃতি অনুশীলন করিতে হইবে।

২। তাঁহার সেবক নিত্য অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের নিত্য-লীলাস্থিত পরিকরগণ গোবিন্দবৎ নিত্য পদার্থ।

৩। বৃন্দাবনভূমি তেজোময় অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন জ্যোতির্ম্ময়, শ্রীবৃন্দাবনভূমি সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম পদার্থ।

*শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু গুণধর,
তরু লতা ছয় ঋতু সেবা।
গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
মধুর বিহার অতি শোভা ॥ ৬৬ ॥
†ব্রজপুর-বনিতার, চরণ আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া !

---

* শ্রীবৃন্দাবনধাম বর্ণন করিতেছেন। শীতল কিরণ-কর—শীতল কিরণ অর্থাৎ চন্দ্র, সেই চন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত তরুলতাগণ, কল্পতরু গুণ ধরে এবং এককালে ছয় ঋতুই শ্রীবৃন্দাবনের সেবা করে।

† সাধনের সার উপদেশ করিতেছেন—হে মন ! একান্ত করিয়া ব্রজপুর বনিতার চরণাশ্রয় সার কর। ইহা ভিন্ন আর যত কথা, অর্থাৎ শ্রীব্রজবধূগণের অনুগত ভজন উপদেশ ব্যতীত আর যত উপদেশ বা যত অন্য বার্ত্তা, সে সকলই গণ্ডগোল, তাহার মধ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনহ ১ উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া ॥৬৭॥
*†পাপ পুণ্যময় দেহ, সকলি অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ ।

১ উতরোল —উত্তরলঃ ।

* উতরোল—উচ্ছলিত প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া রাখ অর্থাৎ উচ্ছলিত হইতে উপক্রান্ত হইলে বহির্ম্মুখের সভায় প্রেম প্রকাশ করিও না। সাধকগণ প্রেমাবেগ যতই ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহারা ততই আনন্দ লাভ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ প্রেম গোপনে রাখিলে কেহ প্রেমী বলিয়া সর্ব্বদা কাছে আসিয়া ভজন ভঙ্গ করিয়া, বিরক্ত করিতে পারে না। যথা শ্রীপ্রেমসম্পুটে লিখিত আছে:—

প্রেমাদ্বায়ো রসিকয়োঃ স্থিতদ্বীপ এব হৃদেশ্মভাসয়তি নিশ্চল এব ভাতি। দ্বারাৎ পুনর্বদনতোপি বহিস্কৃত-শ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথবালঘুতামুপৈতি ।

† কেহ বলিতে পারেন যে রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ

আলোচনাই যখন প্রয়োজন, তখন তাহা ত্যাগ করিয়া, দেহাদির অনিত্যধর্ম্ম আলোচনার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে দেহে ও স্ত্রীপুত্রধনজন প্রভৃতিতে আসক্তি থাকিলে রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজন কোন প্রকারে হয় না, একারণ ঐহিক সকল বস্তুই অনিত্য জানিতে হইবে। যাঁহারা শাস্ত্রবিচার ও সৎসঙ্গের প্রভাবে, শ্রীভগবান্ ব্যতীত সকল বস্তুই অনিত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বিষয়ভোগে ও বিষয়িদিগের সঙ্গে শরীরে ও স্ত্রীপুত্রধনজনাদিতে আসক্তি হইয়া থাকে। একারণ মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিত্য বস্তুর অত্যন্ত মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাপঞ্চিক পদার্থ মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিলে আসক্তি কমিতে থাকে। বিশেষতঃ, রাগানুগীয় অনুৎপন্নরতি-সাধক-গণের স্মরণ হইতে মন অপহৃত হইয়া, যখনই দেহাদিতে আসক্ত হইবে, তখনই তাঁহারা যদি দেহাদির অনিত্যতা সম্বন্ধে সজ্জনের সহিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে

মরিলে যাইবে কোথা, ইহাতে না পাও ব্যথা,
তবু নিতি কর কার্য্য মন্দ ॥ ৬৮ ॥
রাজার যে রাজ্য পাট, হেন নাটুয়ায় নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
*তাঁরে মন! সদা কর ভয় ॥ ৬৯ ॥
পাপ না করিহ মন! অধম সে পাপীজন,
তারে মুই দূরে পরিহরি। ✓

স্মরণে মন প্রবিষ্ট হয়। এই কারণ উপকারক বলিয়াও সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ আলোচনা রাখিয়া প্রাপঞ্চিক বস্তুর অনিত্যত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয়, শ্রীঠাকুরমহাশয় তাহা প্রতিপন্ন করিলেন।

---

* তাঁরে মন! সদা কর ভয়—অর্থাৎ হে মন তুমি সেই পরমঈশ্বরকে সদা ভয় কর। যদি তাহাকে ভয় কর, তাহা হইলে পাপে মন কখন যাইবে না। যেহেতু ঈশ্বরে যাহাদের ভয় নাই, তাহারাই পাপে প্রবৃত্ত হয়।

১পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইহ নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি ॥ ৭০ ॥
২প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়।

১। পুণ্য শব্দে পারত্রিক ও বৈষয়িকসুখোৎপাদক কর্ম্ম বিশেষ বুঝিতে হইবে। পুণ্য—বৈষয়িক সুখের ধাম। এই কারণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করাও নিষেধ, কারণ' বিষয়াবিষ্টচিত্ত যাহারা, তাহাদের প্রেমভক্তির কথা ত' দূরে থাকুক, এমন কি শ্রীকৃষ্ণাবেশও তাহাদের চিত্তে নাই। যথা,—

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ।

২। প্রেমভক্তি ব্যতীত, কর্ম্ম-জ্ঞান যোগ ও বিধিভক্তি পর্য্যন্ত সকলই ক্ষারনিধি অর্থাৎ লবণসমুদ্র তুল্য।

নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥ ৭১ ॥
১অন্যের পরশ যেন,* নাহি কদাচিৎ ২ হেন,
ইহাতে হইব সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ নাম গান, এই যে পরম ধ্যান,
† আর না করিহ পরমাণ ॥ ৭২ ॥

১। অন্যের—যোগিন্যাসিকর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং।

২। কদাচিৎ—আপত্যপি যথা স্পর্শং ন ভবেৎ তথা সাবধানো ভবামি।

---

* অন্যের পরশ যেন—যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, প্রভৃতির স্পর্শ অর্থাৎ সংস্রব যাহাতে আপৎকালেও না হয়, হেন—সেইরূপে সাবধান হইবে।

† আর না করিহ পরমাণ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম গান ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ আর করিও না অর্থাৎ অন্য কোন কিছু স্থির করিতে যাইও না।

*কর্ম্মীজ্ঞানী মিছাভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,
বিশুদ্ধ ভজন কর মন।
ব্রজজনের যেই রীত, তাহাতে ডুবাও চিত,
এই সে পরম তত্ত্বধন ॥ ৭৩ ॥

---

* কর্ম্মী অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানকারী, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীভগবৎপরিচর্য্যা-কর্ম্মপরায়ণ মহানুভবগণ নহেন। জ্ঞানী অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুভবী, কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বানুভবি-ভাগবতগণ নহেন। ইহাদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী মধ্যে গণনা করিলে ঘোর অপরাধ হয়। কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত—ইহার অর্থ এই যে যাহারা কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানশীল, সেই কর্ম্মীগণের মধ্যে এবং যাহারা নির্ভেদ ব্রহ্মানুভব করেন, সেই জ্ঞানীদিগের মধ্যে কদাচিৎ যদি ভক্ত দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে মিছাভক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। যদিও পরিণামে তাহাদের মধ্যে কাহারও ভাল হইতে পারে, তথাপি তাহাদের সঙ্গে নিজের ভক্তি বৃদ্ধি হয় না বলিয়াই এই কথা কহিলেন।

প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
১ নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
নৈষ্ঠিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ ॥ ৭৪ ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবন, একান্ত করিয়া মন,
চরণ কমল বলি যাঁউ।
দোঁহার নাম গুণ শুনি, ভক্তমুখে পুনিপুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাঁউ ॥ ৭৫ ॥
হেম-গৌরী-তনু-রাই, আঁখি দরশন চাই,
২রোদন করিব অভিলাষ।

১। নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ—হরিনাম ও মন্ত্র এই দুইটী অভেদ পদার্থ জানিয়া অথবা—"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ" ইত্যাদি প্রমাণ বলে নামরূপ মন্ত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতা জানিয়া শুদ্ধভাবে অর্থাৎ কামবৃত্তি রহিত হইয়া প্রেমকথা আলাপ কর।

২। রোদন করিব অভিলাষ—এই পাঠ প্রাচীন আদর্শ

জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপে ভুবন পরকাশ ॥ ৭৬ ॥
সখীগণ চারিপাশে, সেবা করিতে অভিলাষে,
যে সেবা পরম সুখ ধরে।
১এই মন তনু মোর,, এই রসে সদা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥ ৭৭ ॥
রাধা কৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপ্নেও না বল আন,
প্রেম বিনা আর নাহি চাউ।

পুস্তকে আছে, কিন্তু অন্য পুস্তকে 'সেবন করিব অভিলাব' এই পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহা অসঙ্গত ॥ ৭৬ ॥

১। এই মন তনু মোর—এই মনঃকল্পিত তনু অর্থাৎ সিদ্ধদেহ।

যুগলকিশোর-প্রেম, *যেন লক্ষবান-হেম,
১আরতি পিরিতি রসে ধ্যাউ ॥ ৭৮ ॥

১। আরতি পিরিতি রসে ধ্যাউ—আর্ত্ত্যা প্রীতি সুখ-স্বরূপত্বেন ধ্যানং কুরু। হে মন ইতি শেষঃ।

---

* যেন লক্ষবান হেম—মালিন্য নিষ্কাশন করিয়া সুবর্ণ শুদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপের নাম গ্রাম্য ভাষায় বান বলে। যতবার অগ্নিতে স্বর্ণ নিক্ষিপ্ত হয়, সুবর্ণকে তত বান বলে। ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫ পাঁচ বান মাত্র সুবর্ণ হইতে পারে; প্রত্যেক বানে সুবর্ণের অধিকাধিক উজ্জ্বলতা ও শুদ্ধি হয়। লক্ষবান হেম এই বিশেষণ অনুপমতা বাচক। শ্রীযুগল কিশোরের প্রেম এতই বিশুদ্ধ ও এতই উজ্জ্বল, যে তাহার উপমা নাই। স্বর্ণও লক্ষবান হয় না, শ্রীরাধা-মাধবের প্রেমেরও উপমা হয় না।

ক আরতি পিরিতি রসে ধ্যাউ—আর্ত্তির সহিত প্রেমানন্দে ধ্যান কর।

জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এই মত ভক্ত।
*চাতক জলদগতি, এমতি —একান্ত রীতি,
যেন জানে সেই অনুরক্ত ॥ ৭৯ ॥
লুব্ধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতাজন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন
এই মত প্রেম ভক্তি রীতি ॥ ৮০ ॥

---

* চাতক জলদ গতি ইত্যাদি অর্থে—পিপাসায় মরিলেও চাতকগণ মেঘমুক্ত জল ব্যতীত যেমন অন্য কোন নদ নদীর জল পান করে না। একান্তগণেরও এই রীতি। অর্থাৎ প্রাণ সঙ্কটকালেও শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তকৃপা ব্যতীত অন্য কাহারও কৃপা একান্তগণ অপেক্ষা করেন না।

— একান্ত না হইলে শ্রীব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম

বিষয় গরলময়, তাতে মান সুখচয়,
সেই সুখ দুঃখ করি মান।
*গোবিন্দ-বিষয়-রস সঙ্গ কর তার দাস,
প্রেম ভক্তি সত্য করি জান ॥ ৮১ ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুস্ট, ১দৃষ্টি করি হয় রুস্ট,†
গুণ বিগুণ করি করি মানে।

১। দৃষ্টি করি—শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং প্রেমাচরণং দৃষ্টা।

সেবা লাভ হয় না, একারণ এক অন্যলক্ষণ দৃষ্টান্তের সহিত বলিলেন।

* গোবিন্দ-বিষয় রস—শ্রীগোবিন্দই বিষয়সুখ অর্থাৎ প্রত্যেক তৎসেবোপযোগি ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীগোবিন্দকে বিষয় করিয়া সুখ অনুভব কর। সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীগোবিন্দ ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়ীভূত হন। সুতরাং গোবিন্দ বিষয়-রস ইহার অর্থ সিদ্ধদেহে শ্রীগোবিন্দের প্রেমসেবা।

† "দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট" ইহার অর্থ দুষ্টেরা শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রেমাচরণ দেখিয়া রুষ্ট হয়।

গোবিন্দ বিমুখজন, স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধন,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥ ৮২ ॥
অজ্ঞান-বিমুগ্ধ যত, নাহি লয় সত্ মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
*অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তার অশেষ ভাবনা ॥ ৮৪ ॥
আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন ! প্রেম করি আশ।
১এক ব্রজরাজপুরে, গোবিন্দ রসিকবরে,
করহ সদাই অভিলাষ ॥ ৮৪ ॥

১। এক ব্রজরাজপুরে—ব্রজমণ্ডল ইত্যর্থঃ।

* অভিমানী ভক্তিহীন—যে জন বিদ্যাধনাদির অভিমানে মত্ত সেই জন ভক্তিহীন, অতএব সেই জগমাঝে দীন অর্থাৎ দুঃখী।

নরোত্তমদাস কহে সদা মোর প্রাণ দহে.
*হেন ভক্ত সঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর † মিছাই হইনু ভোর,
দুঃখ রহু ‡ অন্তরে জাগিয়া ॥৮৫॥
১ বচনের অগোচর, বৃন্দাবন হেন স্থল,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।

১। বৃন্দাবনং বিশিনষ্টি বচনের অগোচর ইত্যাদি বচনের অগোচর—অনির্ব্বচনীয়ং, নির্ব্বক্তুমশক্যমিত্যর্থঃ।

* হেন ভক্ত—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মহাভাগবত।

† ওর—সীমা।

‡ রহু—রহিল।

যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥৮৬॥

যাহাতে প্রকট সুখ ইত্যাদি ত্রিপদীর অর্থ আপাততঃ বোধ হয়, যে নিত্যলীলার মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনে জরা মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ নাই এবং সর্ব্বদা সুখ বিরাজিত রহিয়াছে কিন্তু এক্ষণে আমরা চর্ম্মচক্ষে যে বৃন্দাবন দেখিতে পাই, তাহাতে মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ আছে এবং সুখও সর্ব্বদা নাই, বহির্দৃষ্টিতে এরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা জানা যায়, বৃন্দাবনের সর্ব্বদিকে সুখ প্রকটিত রহিয়াছে এবং তথায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি কোন দুঃখ নাই। যদি কেহ বলেন, এখানকার শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের ত স্পষ্টই জরা মৃত্যু হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে দৃশ্যমান বৃন্দাবনে জরা মৃত্যু নাই কেমন করিয়া বলিতেছেন? ইহার উত্তর এই, ব্রজবাসী সকলের যে জরা মৃত্যু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জরা মৃত্যু নহে। কোন ব্রজবাসীর জরাও

১ রাধাকৃষ্ণ! দুঁহু প্রেম,* লক্ষবান যেন হেম,
২ যাহার হিল্লোল রসসিন্ধু।

১। যুবয়োর্মুখচন্দ্রয়োশ্চকোররিব যে নয়নে তয়োঃ প্রেমানং রতি কামৌ ধ্যায়তঃ।

২। যাহার হিল্লোল ইত্যাদি—শ্রীবৃন্দাবনস্য লীলারস এব সিন্ধুস্তস্য তরঙ্গরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রেমা।

নাই এবং মৃত্যুও নাই। তাহা কেবল বহির্মুখগণ শ্রীবৃন্দাবন-বাসিগণের জরামৃত্যু না দেখে, তাহা হইলে তাহারা সকলে শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়া অমর হইলে, বহির্ম্মুখ-মত লোপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভক্তিরও উৎকর্ষ থাকে না সেইরূপ বহির্মুখ মত (অর্থাৎ হরিভক্তি ব্যতীত অন্যমত) না থাকিলে ভক্তির উৎকর্ষ হয়না। সুতরাং ভক্ত-

---

* রাধাকৃষ্ণ দুঁহ প্রেম—বৃন্দাবনের লীলারসসিন্ধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম।

চকোরনয়ন-প্রেম, ১ কাম রতি করে ধ্যান,
পীরিতি সুখের দুঁহু বন্ধু ॥ ৮৭ ॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামা দিক্ মনোহরা,
কনক কেশর কান্তি ধরে।

বিশেষের চমৎকার জন্য শ্রীব্রজে মায়িক জরামৃত্যু দেখা যায়। ব্রজবাসী এবং ব্রজধামকে প্রাকৃত সাম্য দেখিলে কাহারও কোন কালে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না। *

১। তোমাদের দুই জনের মুখচন্দ্রের চকোরের ন্যায় যে দুই জনের, নয়ন তাহাদের প্রেম—প্রীতিবিশেষ কাম ও রতি ধ্যান করিতেছে। ইহা দ্বারা মদন-মোহনরূপ বর্ণিত হইল।

২। বামা—বামস্বভাবা। দিক্‌মনোহরা—দশদিগ্বর্ত্তি স্থাবর জঙ্গমের মনোহরা। 'বামদিকে' এইরূপ পাঠও কুত্রাপি দৃষ্ট হয়।

---

* ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বিবৃত আছেন।

১অনুরাগে রক্ত সাড়ী, ২নীলপট্ট মনোহারী,
মণিময় আভরণ পরে ॥৮৮॥
করিয়ে লোচন পান৩, রূপ-লীলা দুঁহু গান,
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদবিধি অগোচর, রতন বেদির পর,
সেব নিত কিশোর কিশোরী ॥৮৯॥
দুর্লভ ভজন হেন, নাহি ভজ হরি কেন ?
কি লাগি মরহ ভববন্ধে।

১। অনুরাগে—অনুরাগ হেতু।

২। নীলপট্ট—কৃষ্ণবর্ণ সাটী।.

৩। 'লোচন পান'—রূপামৃত লোচনদ্বারা পান করিয়া এবং রূপ লীলা গান করিয়া সহচরীগণ আনন্দে মগ্ন হন। ইহা দ্বারা সখীগণের রাধাকৃষ্ণে পরম নিঃস্বার্থ প্রীতি ব্যক্ত হইল।

ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দে ॥৯০॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
কৃষ্ণচন্দ্র-চরণ-সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম বিকার ॥ ৯১ ॥
১দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে যে যম শাস্তা,
*দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্র মত যজ,
যুগল চরণে কর রতি ॥৯২॥

১। দেহে না করিহ আস্থা—দেহেঽস্মিন্ আস্থাং মা কুরু। দেহাভিমানং মাকুর্ব্বিত্যর্থ।

---

* ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন মায়িক পদার্থে অনিত্যতা ও ঘৃণার্হতা দেখাইলেন।

জ্ঞান-কাণ্ড কর্ম্ম-কাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, *কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥৯৩॥
†রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য দেবে বলে পতি,
প্রেমভক্তি-রীতি নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান
বৃথা তার এ ছার‡ জীবনে ॥৯৪॥

* কদর্য্য ভক্ষণ করে—কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তন্নিমিত্ত কদর্য্য ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব হে মন! তুমি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইও না।

† শ্রীরাধাকৃষ্ণে ভক্তিহীনের গতি বলিতেছেন।

‡ ছার—তুচ্ছ।

জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি,১ ২পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ প্রাণ ॥৯৫॥
*জগৎ ব্যাপক হরি, অজ ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মূরতি লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যাই, পরম উত্তম সেই,
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা ॥৯৬॥

১। নাহি শুনি—শ্রবণং ন কুর্য্যাম্।
২। পরমার্থ তত্ত্ব জানি—পরমার্থতত্ত্বং জ্ঞাতব্যম্।

---

* "জগং ব্যাপক হরি······ব্রজপুরে বসতি করিয়া"—ইহা দ্বারা শ্রীরাগানুগীয় ভক্তদিগের সারাংসার কর্ত্তব্য বলা হইল। রাগানুগীয় সাধকদিগের সঙ্গ করিবার যোগ্য কে তাহা বলিতেছেন।

পরম নাগর কৃষ্ণ, তাহে হব অতি তৃষ্ণ,
১ভজ তাঁরে ব্রজভাব লৈয়া।
রসিক ভকত সঙ্গে, রহিব পীরিতি২-রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিয়া ॥৯৭॥
শ্রীগুরু ভকত জন, তাহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা অনুসারে৩।
৪সখীর সর্ব্বথা৫ মত হইয়া তাহার যথ,৬
সদাই বিহরে৭ ব্রজপুরে ॥৯৮॥

১। ভজ তাঁরে—শ্রীকৃষ্ণং ভজ।

২। পীরিতিরঙ্গে—যুগলপ্রেমকথারঙ্গেন।

৩। কথা অনুসারে—শাস্ত্রকথানুসারেন।

৪। স্বয়ং কি প্রকারে সাধন করিবে, তাহা বলিতেছেন—"সখীর……নরোত্তম দাস"।

৫। সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে সখীর মত সখীযূথবর্ত্তিনী অর্থাৎ সিদ্ধদেহ হইয়া সদাই ব্রজপুরে বিহার করিব।

৬। তাহার যূথ—সখীনাং যূথবর্ত্তিনী ভূত্বা।

৭। বিহরে—বিহারং কুর্য্যাৎ।

লীলারস সদা গান, যুগলকিশোর প্রাণ,
প্রার্থনা করিব অভিলাষ।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাই চাই,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥৯৯॥
আন কথা না বলিব, আন কথা না শুনিব,
সকলি করিব পরমার্থ[১]।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট কথা,
ইহা বিনা সকলি অনর্থ *॥১০০॥

১। পরমার্থ—শ্রীকৃষ্ণভক্তিঃ।

* লীলাবিষ্ট ভক্তের স্বাভীষ্টলীলানুশীলন ব্যতীত আর যাহা অর্থাৎ ভাল মন্দ কথা উপস্থিত হয়, তাহা সকলই

*ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুরে প্রেম সত্য, এই যে পরম তত্ত্ব,
ভজ ভজ অনুরাগ মনে॥১০১॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, ১পরম আনন্দকন্দ২,
পরিবার-গোপ-গোপী সঙ্গে।

---

* অনন্ত লীলাবেশকালে তত্ত্বালোচনা করিতে গেলে স্বাভীষ্ট লীলাস্বাদনসুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া, "ঈশ্বরের তত্ত্ব ইত্যাদি"। কিন্তু বলিতেছেন, তত্ত্বালোচনা নিষিদ্ধ নহে, তাহা হইলে "জগৎব্যাপক হরি, আজ ভব আজ্ঞাকারী," ইত্যাদি বহুস্থানের সঙ্গে বিরোধ হয়।

১। "পরম আনন্দকন্দ" স্থানে "সত্যরূপ রসকন্দ" এ পাঠও দেখা যায়, কিন্তু এই পাঠই সরল।

২। কন্দ—মূল।

নন্দীশ্বর যার ধাম, গিরিধারী যার নাম,
সখী সঙ্গে ভজ রঙ্গে ॥১০২॥
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিনু ভাই,
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
[১]শ্রীগুরু-প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরী ॥ ১০৩ ॥
সার্থক ভজন পথ, সাধুসঙ্গে অবিরত,
স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা[২]।

১। শ্রীগুরু-চরণ-আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার সেবা ব্যতীত প্রেমভক্তি কখনই লাভ হয় না, এ নিমিত্ত কহিতেছেন, "শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই" ইত্যাদি।

২। স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা—স্মরণ ও কৃষ্ণকথা অর্থাৎ কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনই ভজন, ইহা ঐকান্তিককৃত্য। "ঐকান্তিকতাং গতানাস্তু শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ কীর্ত্তনস্মরণে প্রায় কৃত্যমন্যন্নরোচতে।"

১ প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মনশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥ ১০৪ ॥
বিষয় বিপত্তি জান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল২ ॥ ১০৫ ॥

১। প্রেমভক্তি হয় যদি ইত্যাদি।
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ১০৪ ॥

২। আর যত হৃদয়ের শূল—স্মরণাবিষ্ট ভক্তের প্রেমভাবে স্বাভীষ্ট লীলাকথাই স্মরণের প্রধান উপাদান, কারণ তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই হৃদয়ের শূলতুল্য।

রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকাচরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুঁই যাই বলিহারি ॥ ১০৬ ॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ ১০৭ ॥
১ তার ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।

১। তার ভক্তসঙ্গে ইত্যাদি—শ্রীরাধিকার ভক্তসঙ্গে যে ব্যক্তি রসময় লীলাকথা ও প্রেমকথা অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমমহত্ত্বসূচক কথা করে অর্থাৎ—আলাপ করে, সে ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ লাভ করে। ইহাতে কেহ বলিতে

ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নেই,
না শুনিয়ে তার যেন নাম ॥ ১০৮ ॥
কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধনাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সঙ্ক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা ধন্দ ॥ ১০৯ ॥

পারেন, শ্রীরাধিকাভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া কিরূপে সঙ্গত হয়? যেহেতু, যে দেবতার ভজন করা হয়, তাঁহাকেই পাওয়া শাস্ত্রসঙ্গত! ইহার উত্তর শ্রীরাধিকা-ভজনই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতম ভজন। ইহা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগোস্বামিগ্রন্থে সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে। একারণ, শ্রীঠাকুর মহাশয় কহিতেছেন "যে করে সে পায় ঘনশ্যাম" শ্রীরাধিকাভক্ত শব্দের অর্থ যাঁহারা সিদ্ধদেহে শ্রীরাধিকার দাসী অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে জানিতে হইবে। কিন্তু স্বতন্ত্র শ্রীরাধা উপাসক নহে।

১ অহঙ্কার অভিমান, ২ অসৎ সঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম।
কর আত্মনিবেদন, দেহ, গেহ, পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥ ১১০ ॥
*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তারে সেব,
† প্রেম কল্পতরুদাতা।

১। "বিদ্যা-ধনাগার-কুলাভিমানিনো
দেহাদি-দারাত্মজ-নিত্যবুদ্ধয়ঃ।
ইষ্টান্যদেবান্ ফলকাঙ্ক্ষিনো যে
জীবন্মৃতা স্তে ন লভন্তি কেশবম্" ॥
২। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমানিতি"। শ্রীমদ্ভাগবতোক্তঃ।

* শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণাগতি ব্যতীত

---

† পাঠান্তর- প্রেম কল্পতরুবর-দাতা।

ব্রজরাজনন্দন, রাধিকার প্রাণধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥ ১১১ ॥
নবদ্বীপে অবতার, রাধা-ভাব অঙ্গীকার,
ভাব-কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
*তিন বাঞ্ছা অভিলাষী, শচীগর্ব্ভে পরকাশি,
সঙ্গে সব পারিষদগণ ॥ ১১২ ॥
গৌরহরি অবতরি, প্রেমের বাদর করি,
সাধিলা মনের নিজ কাজ।
রাধিকার প্রাণপতি, কি ভাবে কান্দয়ে নিতি,
ইহা বুঝে ভকতসমাজ ॥ ১১৩ ॥

কেহ কদাচ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হন না, এই নিমিত্ত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তত্ত্ব কীর্ত্তন পূর্ব্বক, তাঁহার ভজনের আবশ্যকতা দেখান হইয়াছে।

---

* "তিনবাঞ্ছা" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দ্রষ্টব্য।

* গুপতে সাধিবে সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা।
করি হরি সঙ্কীর্ত্তন, সদাই আনন্দ মন,
কৃষ্ণ বিনা আর সব বাধা ॥ ১১৪ ॥
১ সংসার-বাটুয়ারে, কাম-ফাঁসি বান্ধি মোরে,
† ফুকার করহ হরিদাস‡।

১। অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকট-পথিপাতব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধান্বেহহমিতি বকভিৎবর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারং নয়তি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥

---

* গোপনে সিদ্ধি সাধিবে অর্থাৎ সিদ্ধদেহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করিবে। তদবস্থায় যাহা কিছু অনুভব হয়, তাহা যাহার তাহার নিকট বলিবে

---

† হরিদাস বলিয়া ফুৎকার কর।

‡ পাঠান্তর—ফুকারে কহয়ে হরিদাস।

করহ ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা নানা রঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ ॥ ১১৫ ॥
স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত, মরি যায় কত শত,
আপনারে হও সাবধান।
মুই যে বিষয়হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥ ১১৬ ॥
১ রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।

না। একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন, "আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা"।

১। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ—শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য। মহাপণ্ডিত, মহাকবি এবং মহাভক্ত। পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদাসের কনিষ্ঠ সহোদর।

যদি জন্ম হয় পুনঃ, তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে নরোত্তম হয় ধন্য ॥ ১১৭ ॥

আপন ভজন কথা, না কহিব যথা তথা,
ইহাতে হইব সাবধান।

না করিহ কেহ রোষ, না লইহ কেহ দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥ ১১৮ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু মোরে যে বলান বাণী,
তাহা বিনা ভাল মন্দ কিছুই না জানি।
লোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস,
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥ ১১৯

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

সমাপ্ত।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা।

(১)

সংপ্রার্থনাত্মিকা।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি ১।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি ২॥

১। আকুতি—ব্যগ্রতা।

২। 'যুগলপিরীতি'— শ্রীরাধামাধবের পরস্পরের প্রেম।

রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

(২)

দৈন্যবোধিকা।

হরি! হরি! কি মোর করমগতি মন্দ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু ১তিল আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ২॥

এই প্রেমবোধ অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা বুঝিলে জীবের ইতর রসে বিরক্তি জন্মে এবং তৃপ্তি ও নিবৃত্তি লাভ হয়। এই কারণ প্রার্থনা করিলেন, 'কবে হাম' ইত্যাদি।

১। পাঠান্তর—সেবিনু।

২। 'রাগের সম্বন্ধ'—ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ, তাহার সম্বন্ধ—সংযোগ অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ রাগবশতঃ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ লাভ করেন তাহা বুঝিলাম না। কিম্বা রাগের সম্বন্ধ

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পুরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

রাগানুগা ভক্তির কুটুম্বিতা অর্থাৎ ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে 'যাঁহাদের পরমাবিষ্টতা' তাঁহাদের পরস্পরের যে কুটুম্বিতা—কুটুম্ব-বৎ প্রীতি অর্থাৎ সজাতীয় রসজ্ঞ ভক্তজনে প্রীতি বুঝিলাম না। তাহাই বলিতেছেন, 'স্বরূপ রূপ সনাতন' ইত্যাদি। অর্থাৎ রাগের সম্বন্ধ বুঝিলে ইহাদিগের সেবা করিতাম।

সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

(৩)

সম্প্রার্থনাত্মিকা।

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ ! মোরে॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র ! গোপীজন-বল্লভ !
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি !
১ হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥

"হেমগৌরী"……জুড়ায় পরাণী। 'হেমগৌরী'·

১ অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণা মনে,
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে,
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে ! জয় কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে ! কৃষ্ণ !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! জয় জয় রাধে !

স্বর্ণগৌরী শ্রীরাধা। 'শ্যামগায়'—শ্যামকলেবর শ্রীকৃষ্ণ ; শ্রবণে পরশ পায়' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ রূপের বার্ত্তা কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 'গুণ শুনি'—শ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণ শুনি। 'পরাণী' —প্রাণ। 'জুড়ায়'—শীতল হয়।

১। 'অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে'—অধম দুর্গতিজনের প্রতি তোমাদের কেবল করুণাযুক্ত মন।

১ অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি,
কহে দোঁহে পূরাও মন সাধে ॥

(৪)

অভীষ্ট লালসা।

হরি ! হরি ! হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু অঙ্গ পরশিব, দুঁহু অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট ২ করি, কর্পূর তাম্বুল পুরি,
যোগাইব অধর যুগলে ॥

১। পাঠান্তর—অঞ্জলি মস্তকে ধরো, নরোত্তমদাসে হেরো,
এইবার পূরাও মন সাধে ॥

২। 'কনকসম্পুট'—সোনার ডিবা।

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন উপায় ১।
জয় পতিতপাবন ২, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনা অন্য নাহি তায় ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জাবন।
হা! হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

১। 'জীবন উপায়'—জীবাতু— প্রাণ থাকিবার সামগ্রী।

২। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত অলভ্য, এই কারণ শ্রীনিজগুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপাদের অসীম করুণা মনে হওয়ায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। 'জয় পতিতপাবন……নরোত্তম লইল শরণ' এই অংশ অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় উক্তি।

(৫)

দৈন্যবোধিকা

হরি ! হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।

মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,

জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

গোলোকের প্রেমধন ১, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,

রতি না জন্মিল কেনে তায় ।

সংসার বিষানলে২, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,

জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই,

বলরাম হইল নিতাই ।

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,

তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥

১। পাঠান্তর—গোলোকের প্রাণধন ।

২। পাঠান্তর—সংসার বিষয়ানলে।

হা হা প্রভু নন্দসুত ! বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

(৬)

সাধকদেহোচিতলালসা

"হরি ! হরি !" কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ গান ॥
'রাধিকা গোবিন্দ' বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীবজীবন ॥

এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা ॥
সবে মিলি কর দয়া পুরুক মোর আশ
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(৭)

দৈন্যবোধিকা

প্রাণেশ্বর ! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে১ ॥

১। দেখ মোরে'—আমার প্রতি দৃষ্টি কর।

তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
[১]পরম মঙ্গল যশে, শ্রবণ পরশ রসে,
কার কিবা কায নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয় মতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥

১। 'পরম মঙ্গল ··কিবা কায নহে সিদ্ধি' তোমার পরম মঙ্গল যশঃ—শরীরাদির সদ্‌গুণ খ্যাতি, তাহার শ্রবণ পরশ রস—কর্ণে স্পর্শ নিমিত্ত আনন্দ,তাহা দ্বারা কার কিবা কার্য্য সিদ্ধি নহে? অর্থাৎ তোমার পরম মঙ্গল যশঃ কর্ণে স্পর্শ হইয়া আনন্দ প্রাপ্তিমাত্রই সকলের সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়।

মো বড় অধম জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে ॥

(৮)

দৈন্যবোধিকা

গোবিন্দ! গোপীনাথ! কৃপা করি রাখ নিজ পদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে।
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
১ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে ॥

১। 'ভ্রমিয়া'—ঘুরিয়া। 'বুলিয়ে'—বেড়াই, পর্য্যটন করি।

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল,১
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

১। পাঠান্তর—নতুবা পরাণ গেল, 'নহে বোল ফুরাইল' -নহিলে বলা শেষ হইল।

(৯)

দৈন্যবোধিকা

১মোর প্রভু মদন গোপাল।
গোবিন্দ গোপীনাথ,
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥

১। পাঠান্তর—
পতিতপাবন প্রভু মদনগোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, তুমি অনাথের নাথ,
দয়া কর এই অধমেরে।
সংসার সাগর ঘোরে, পড়িয়াছি এইবারে,
কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥

অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে,
বংশীবট যেন দেখি সুখে॥
কৃপা করি আগু গুরি১, লহ মোরে কেশে ধরি,
শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া।
অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ,
দয়া কর না করহ মায়া ২॥

১। পাঠান্তর—আগুসরি। 'আগুগুরি'—গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইয়া। অর্থাৎ আমি অত্যন্ত পতিত, আমাকে কৃপা করিতে যদি কেহ দেখে, তবে নিষেধ করিবে, এই নিমিত্ত গুড়ি মারিয়া অগ্রসর হইয়া কৃপা কর।

২। 'মায়া'—কপটতা।

অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি,
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস ভনে, প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে,
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়॥

(১০)

স্বনিষ্ঠা

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা১, তাহে মোর মন ঘেরা,২
কহে দীন নরোত্তম দাস॥

(১১)

মনঃশিক্ষা

নিতাই পদকমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবনত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই৪, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥

১। 'চৌতারা'—চত্বর রঙ্গস্থল অর্থাৎ রাসনৃত্যের রঙ্গভূমি
২। পাঠান্তর—ভোরা।
৩। পাঠান্তর—জগত।
৪। 'ভাই'—হে মন।

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি ॥

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ ॥

(১২)

মনঃশিক্ষা

অরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরা পদ পাসারল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন ॥

গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেন প্রেমধন ॥

(১৩)

শ্রীগৌরভক্ত মহিমা

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফূরে,
সে জন ভকতি অধিকারী ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌরমণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ! বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

(১৪)

পুনঃপ্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র ১ সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

১। 'রামচন্দ্র'—রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং এই পদকর্ত্তার অত্যন্ত প্রিয়তম সঙ্গী ছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে সম্যক সুপরিচিত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। যে সময় এই গীত রচিত হয়, সেই সময় রামচন্দ্র কবিরাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কহিতেছেন,—'রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে'।

(১৫)

সপার্ষদ-ভগবদ্বিরহজনিত বিলাপঃ

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ১।
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গ যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস ॥

১। 'কবিরাজ'—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ

(১৬)

পুনশ্চ সদৈন্য-বিলাপঃ

১হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু২,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন৩ হরি, নবদ্বীপে অবতরি,
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
৪ মুঞি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥

১। পাঠান্তর—হরি হরি ! বড় দুঃখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
হেন জন্ম গেল অকারণে।
২। 'বিনু'—বিনা। ৩। পাঠান্তর—শ্রীনন্দনন্দন হরি।
৪। পাঠান্তর—মুঞি সে অধম অতি, বৈষ্ণবে না হৈল রতি,
তে কারণে করুণা নহিল ॥

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
১ দিব্য চিন্তামণি-ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
২বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে, জীবার৩ উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে॥

১। পাঠান্তর—দিব্য চিন্তামণি নাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে নহিল বসতি॥
২। পাঠান্তর—ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা,
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
৩। পাঠান্তর—জীবের। 'জীবা'—বাঁচিবার,
—জীবিত থাকা।

(১৭)

বৈষ্ণব-মহিমা।

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ, ১
শুন ভাই! হঞা এক মন।
২ আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে,
আর সবত মরে অকারণ॥

১। পৃথিবীর সমস্ত বিঘ্ন বৈষ্ণব-পদস্পর্শে বিদূরিত হয় বলিয়া বলিলেন, 'অবনীর সম্পদ'। কিম্বা অবনী শব্দে অবনীস্থ জীব তাহাদিগের সম্পদ। অর্থাৎ বৈষ্ণব-পদ-প্রসাদাৎ জীবমাত্রই কৃতার্থ হয়।

২। পাঠান্তর-আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥

'আশ্রয় লইয়া'—বৈষ্ণবপদ আশ্রয় লইয়া।

৩। 'আর সব'—বৈষ্ণবপদাশ্রিত ভিন্ন ব্যক্তিগণ।

বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ১॥

১। অতিরিক্ত পাঠ—
বৈষ্ণব অধরামৃত, তাহে রহু মোর চিত,
ভরসা মোর বৈষ্ণব শরণে।
বিষ্ণুভক্ত দয়াময়, বড় মনে পাঞা ভয়,
তনু মন সঁপিল চরণে॥

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

(১৮)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি,১ তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার॥

১। জন্মমরণাদি দুঃখের প্রবাহের নাম সংসার। সংসারনিধি—সংসার সাগর।

বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম১জ্ঞান,
সদাই করমপাশে২ বান্ধে।
না দেখি তারণ৩ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপনা স্থানে টানে।

১। 'ধরম'—ধর্ম্মোমদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ, এই শ্রীএকাদশ স্কন্ধের শ্রীভগবদ্বচনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির নামই ধর্ম্ম।

২। 'করমপাশে'—কর্ম্ম—নিত্য নৈমিত্তিকাদি তদ্রূপ পাশে—রজ্জু দ্বারা। কর্ম্মবদ্ধ জীব ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না বলিয়া বলিলেন,—'সদাই করমপাশে বান্ধে'।

৩। 'তারণ'—তরিবার উপায়।

আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে ১ মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ ॥

(১৯)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

এইবার করুণা কর, বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥

১। 'অসতে'—অনিত্য বিষয়াদিতে।

কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ?
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?
গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

(২০)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তিঃ।

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলেতে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিশাচী॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি! প্রভু! পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

(২১)

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা।

হরি! হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥

১। 'মায়াতে'—মায়িক-পদার্থে।

১যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥
২সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ কারণ।

১। ভক্তি স্বভাবে আপনার দীনত্ব বিজ্ঞাপন করিতেছেন—যজ্ঞদান····· অলঙ্কার দেহে।

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিবিদ্যাবয়স্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥"

এই আর্য্যবচন অবলম্বন করিয়াই এই পদ রচিত হইয়াছে।

২। অপরাধ থাকিলে সাধুমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়াও চিত্তশুদ্ধি হয় না তাহা বলিতেছেন,—সাধুমুখে··· অপরাধ কারণ।

সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥
১শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে২, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
৩জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে রূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়
আর দূরে যাউক বাসনা ॥

১। পাঠান্তর—শ্রুতি স্মৃতি সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়,
হরি পদ অভয় শরণ।

২। রবে—রব করে।

৩। পাঠান্তর :—জনম লভিয়া সুখে, রাধাকৃষ্ণ বল মুখে,
চিত্তে কর ওরূপ ভাবনা ॥

নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা।*

---

* অতিরিক্ত পদ—

হরি বলব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো॥ ধ্রু॥
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হব গো গোপিকা নূপুর,
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো॥
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
(কৃষ্ণ বলরাম সহ) তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি, রাধাকৃষ্ণের রূপ মাধুরী,
হেরব দুনয়ন ভরি নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো!
তোমরা সব ব্রজবাসী, পূরাও আমার অভিলাষ-ই,
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো॥
এই দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধা শ্রীকৃষ্ণ বলে ভাসিব গো।
কহে নরোত্তম দাস, না পূরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজ বাস করিব গো॥
[আমার বহুদিনের আশা মনে]॥ ২২॥

(১২)

সাধক-দেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।

এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি,

আর কবে ব্রজভূমে যাব॥

সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,

সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

প্রেমে গদ গদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা,

কান্দিয়া বেড়াব উভরায়[১]॥

নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা,

ডাকিব হা রাধানাথ ! বলি।

কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,

কবে পিব করপুটে তুলি॥

১। 'উভরায়'—উচ্চরবে।

আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি,
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥

(২৩)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥

ধন জন পুত্র দারে[১], এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত[২] হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি,
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
১ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।

১। 'দারে'—পত্নীকে।

২। 'একান্ত'—ঐকান্তিক হইয়া ভগবৎ প্রপন্নের নাম ঐকান্তিকতা। যথা—শ্রীচরিতামৃতে ঐকান্তিক শরণাগতের একই লক্ষণ।

সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
২ভোজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

১। পাঠান্তর—
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
প্রেমে গড়াগড়ি দিব তাঁহা।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে,
কহ আর লীলাস্থান কাঁহা॥

২। পাঠান্তর—ভজনের স্থান। 'ভোজনের স্থান'—ভোজনথালি নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের সখাসঙ্গে ভোজনের স্থান কাম্যবনে বিরাজিত আছে।

(২৪)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয় ॥
হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।

১বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥
দেখিব সঙ্কেত২ স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা! প্রাণেশ্বরি! কাঁহা গিরিবরধারি!
কাঁহা নাথ! বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবীকুঞ্জেরোপরি, সুখে বসি শুকসারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।

১। 'বাহুর উপর বাহু তুলি'—দোঃস্বস্তিক—ইহা অত্যন্ত দৈন্যবোধক।

২। 'সঙ্কেত'—প্রেমসরোবর এবং শ্রীনন্দগ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ স্থান।

তরুমূলে বসি তাহা, [১]শুনি জুড়াইবে হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব[২] দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, [৩]শ্রীমতি রাধিকা সাথ,
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

(২৫)

সাধকদেহোচিত

শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা।

হরি হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥

১। পাঠান্তর—শুনি পাসরিব দেহা।

২। 'গোঙাব'—অতিবাহিত করিব।

৩। পাঠান্তর—মদনমোহন সাথ।

ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
কবে কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার[১]।
কবে বা এমন দশা[২] হইবে আমার॥

১। 'পরিহার'-অনৌচিত্য মার্জ্জন।
২। 'দশা'—অবস্থা।

(২৬)

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবন বাস-লালসা।

আর কি এমন দশা হব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি।
দেখিব নয়নযুগ ভরি ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান।
করি কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে।
মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস।
নরোত্তম দাস করে আশ ॥

(২৭)

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যোঃ বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ সেবঁ১ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ২ রাত্রিদিনে॥
যে স্থানে লীলা করে যুগল কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ৩ ভোর॥
৪শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি॥

১। পাঠান্তর—ভজ। 'সেব'—সেবন করিব।
২। দেখোঁ—দেখিব।
৩। 'হঙ'—হইব।
৪। 'শ্রীরূপমঞ্জরী'—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী

১শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া॥
২শ্রীরসমঞ্জরী দেবি! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

(২৮)

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তিঃ।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

১। 'শ্রীরতিমঞ্জরী'—শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

২। 'শ্রীরসমঞ্জরী'—শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

(২৯)

স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিনে।
কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে॥

ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহা মেলি।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
নিরখি গোঙাব কুতূহলী॥
১অলস-বিশ্রাম-ঘরে, গোবৰ্দ্ধন গিরিবরে,
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ সেবনে॥

(৩০)

স্বাভীষ্ট লালসা।

গোবৰ্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল,
রাই কানু করিবে শয়নে।

১। রাসনৃত্য-শ্রমে অলস হইলে যে গোবৰ্দ্ধন গিরিবরে বিশ্রাম করিবার ঘর আছে, তাহাতে রাই কানু শয়ন করিবেন। ইহাই এই অৰ্দ্ধ ত্রিপদীর অর্থ।

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে ॥
কনক সম্পূট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব বদনকমলে।
মনিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি,
পরাইব চরণ যুগলে ॥
১কতক কটোরা পূরি, সুগন্ধি চন্দন বুরি২,
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।

১। পাঠান্তর—সুগন্ধ চন্দন গুঁড়ি, কনক কটোরা পূরি,
কবে দিব দুজনার গায়।
মল্লিকা মালতী যুথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোহার গলায়।

৩। 'বুরি—ডুবাইয়া অর্থাৎ চন্দনপঙ্ক যে পাত্রে থাকিবে, তাহা হইতে কটোরা ডুবাইয়া লইব।

গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি,
দুহু পদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তম দাসে সদা স্ফূরে ॥

(৩১)

স্বাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানু পুরে, আহীরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥

* সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পূরি,
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥

যাবটে আমার কবে, এ প্যাণগ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ১, যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তার পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমার করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সেবি দুহাঁর যুগল-চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥

১। 'সখীর পরম শ্রেষ্ঠ'—ললিতা, তাঁহার শ্রীরূপমঞ্জরী।

দুঁহু চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি,
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তম দাস ভনে, প্রিয় নর্ম্মসখীগণে,
করে দাসী করিবে আমায়॥

(৩২)

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া; নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে,
বদনে তাম্বূল দিব আর ॥
দুঁহু রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন-জরি আনি, বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥
সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
১জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস ॥

১। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্মত বিমলপথে চলিলে তাঁহাদের কৃপায় এই পদোক্ত সেবাসম্পত্তি লাভ হয়, এই নিমিত্ত শ্রীরূপ সনাতনের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন,—'জয় রূপ সনাতন' ইত্যাদি।

৩৩

সিদ্ধদেহেন শ্রীবৃন্দাবনৈশ্বর্য্যাং সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রাণেশ্বরি ! এইবার করুণা কর মোরে।

দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
এই জন নিবেদন করে॥

প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।

রাখ এই সেবা কাজে, নিজ পদ পঙ্কজে,
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥

সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।

এই সব সেবা যাঁর১, দাসী যেন হও তাঁর,
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে॥

১ শ্রীরূপমঞ্জরীর যেন দাসী হই এখানকার ইহাই অর্থ।

জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূরবাসিত গুয়া পান।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতী মালা,
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম॥
১সখীর ইঙ্গিত হইবে, এ সব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে॥

(৩৪)

পুনস্তথৈব বিজ্ঞপ্তিঃ।

অরুণ কমল দলে, শেষ বিছাইব,
বসাইব কিশোর কিশোরী।

১। 'সখীর'—গুরুরূপা সখীর।

অলকা-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর,
মরকত শ্যাম হেমগৌরী ॥

প্রাণেশ্বরী ! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥
মৃগমদ তিলক, সিন্দুর বনায়ব,
লেপব চন্দন গন্ধে।
গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব,
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥

নরোত্তম দাস, আশ পাদপঙ্কজ,
সেবন মাধুরী পানে।
হোওয়ব হেন দিন, না দেখিবে কোন চিন্,
দুঁহু জন হেরব নয়ানে॥

(৩৫)

সাভীষ্ট লালসা।

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥

চৌদিকে সখার মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, ১বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে, তিলক বসাইব,
হেরব মুখ সুধাকর॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে॥

কুসুম কমলদলে, শেষ বিছাইব,
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুঁহুক শরীরে॥
কনক সম্পূট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি,
যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর সুধারসে, তাম্বূল সুবাসে১,
ভোখব অধিত যতনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান॥

১। 'তাম্বূল সুবাসে'—তাম্বূল-সুবাসিত।

(৩৬)

পুনঃ সাভীষ্ট লালসা।

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই কানু করাব শয়ন ॥
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে।
কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি,
যোগাইব দু হুক অধরে ॥
প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুঁহু অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥

মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোঁহাকার গায়॥
আর কবে এমন হব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জশয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥

(৩৭)

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিঃ।

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা॥

নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্যে মানো,
মুই বড় পতিত পামর॥
ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুহুঁ দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ সব বিকল[১]।
নরোত্তম দাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল॥

১। 'বিকল'—বিকলতা—দুঃখ।

(৩৮)

অথ আক্ষেপঃ।

হরি হরি ! কি মোর করম অনুরত১ ।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর ।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর ॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার ।

১। 'অনুরত'—অনুরাগবিশিষ্ট অর্থাৎ ফলভোগ করাইতে বদ্ধপরিকর।

তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার ॥
[1]হরিদাস আদি বুলে[2], মহোৎসব আদি ক'রে,
না হেরিনু সে সুখ বিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥

(৩১)

আলসা।

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।

১। পাঠান্তর—
হরিদাস আদি মেলি, মহোৎসব আদি কেলি,
না করিনু সে সুখ বিলাস।

২। 'বুলে'—ভ্রমণ করিয়া।

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
১সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
২অনুকূল হবে বিধি, সেই পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরী রাশি, ৩প্রাণকুবলয়শশী,

১। পাঠান্তর—
সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি সেই মোর ভক্তি ঋদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
২। পাঠান্তর—
অনুকূল হবে বিধি, সে পদ সম্পদ নিধি,
নিরখিব এই দুই নয়নে।
৩। পাঠান্তর— যেন কুবলয়-শশী।

প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শনে অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

(৪০)

শুনিয়াছি সাধু মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ ॥
হাহা প্রভু ! সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥

হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখাগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

(৪১)

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণ ঝারিতে পূরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥

(৪২)

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি।
মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
১সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥

১। ব্রজে ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম সেবা পাইবার রীতি বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবনোপযোগী গোপীকাতনু লাভ করিয়া বয়ঃসন্ধি অবস্থায় * গুরুরূপা সখীর সঙ্গলাভ করেন।

---

* ইহলোকে মন্ত্রপ্রদানান্তর যিনি রাগানুগীয় ভজনশিক্ষা দেন, তিনি ব্রজে নিত্য লীলায় গুরুরূপা সখী নামে খ্যাত।

হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

(৪৩)

হাহা প্রভু লোকনাথ ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥

তাহার পর তিনি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকটে সমর্পণ করেন। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরে তাহাকে দেখাইয়া সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই রীতি বলিলেন।

এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

(৪৪)

লোকনাথ! প্রভু তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফূরে॥
তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥
সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো তাহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥

শ্রীরূপমঞ্জরি ! সখি ! কৃপাদৃষ্ট্যে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

(৪৫)

হাহা প্রভু ! কর দয়া করুণা তোমার।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব ॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব ॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দূর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব ॥
বিলাস-কৌতূককেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে ॥

সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কত দিনে হবে দয়া নরোত্তম দাসে ॥

(৪৬)

হরি ! হরি ! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব্ চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী ॥

(৪৭)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥

(৪৮)

মাথুর বিরহোচিত দর্শন-লালসা

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব এ পাপ পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন ॥
ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥

দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

(৪৯)

পুনস্তথৈব লালসা

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥
তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বাঁধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥

কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

(৫০)

আক্ষেপঃ।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

(৫১)

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম,
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক কমল॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলেতে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে,
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি,
হাস্য পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
১ সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥

১। পাঠান্তর—সেবা দিয়া রাখহ চরণে

(৫২)

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগধ-খনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধুসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।

রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি' সখীগণ,
বরিখয়ে ফুল-গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
হাস বিলাস রস সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচনমোহন লীলা করু ॥

(৫৩)

আজি রসে বাদর নিশি।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥

শ্যামঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগবিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাতার॥

অতিরিক্ত পদ

হেদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।

চরণ-নখর মণি, যেন চাঁদের গাথনি,
ভাল শোভে আমার গলায় ॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রইল তুয়া পানে চেয়ে ॥
চাই নবীন মেঘপানে, তুয়া বঁধূ পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধূ গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি ॥
মণি নও মাণিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও ১,
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।

১। পাঠান্তর—যে হার করি গলায় পরি।

নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায় ॥
নরোত্তম দাসে কয়, তোমার উচিত হয়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে আমার এ দেহ যাবে,
সেইদিনে দিও পদছায়া ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

চৌত্রিশ-পদাবলী।

—:)*(:—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-নিত্যানন্দ জয়তাং

ক—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ—খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ—গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ত্তনে।
ঘ—ঘরে ঘরে 'হরিনাম' দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ—উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া
চ—চেতন করাইল সবে প্রেম নাম দিয়া॥
ছ—ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ—জগৎ পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝ—ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ—এমন কোথা না দেখি দয়ার সাগর॥

ট—টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ—ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরি বোল ॥
ড—ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটীর উপরে।
ঢ—ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে ॥
ণ—আন প্রসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত—তান, মান, গান রসে মজাইয়ে মনে ॥
থ—স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ—দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল ॥
ধ—ধাবই পূরব লীলা পিরীতিপ্রসঙ্গ।
ন—না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ ॥
প—প্রেমরসে ভাসাইল অখিল সংসারে।
ফ—ফুটিল শ্রীবৃন্দাবন সুরধনী ধারে ॥
ব—ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভ—ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রবদন ॥

ম—মত্তমাতঙ্গ গতি মধুর-মন্দ হাস।
য—যশোমতি মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥
র—রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল—লীলা লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম॥
ব—বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ—শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ—ষড়্‌ভুজ রূপ হৈল অত্যাশ্চর্য্যময়।
স—সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
হ—হরি হরি বলি ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ—ক্ষিতি তলে জন্মি কেহ না হও আবজ্ঞ॥

—:*:—

শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি।

শ্রীশ্রীপাষণ্ডদলন।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১॥

সূত কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ।
যত যত অবতার করিনু কীর্ত্তন ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত।
আর কেহ কেহ কলারূপে পরিণত ॥
সর্ব্বশক্তি পূর্ণ হেতু নন্দ-সুত হরি।
একমাত্র ভগবান্ জেনো দৃঢ় করি ॥
যখন অসুরগণ হইয়া প্রবল।
ভুবন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল ॥
সেইকালে অংশ-কলা-রূপে ভগবান্।
অবতীর্ণ হঞা করে সর্ব্ব লোক ত্রাণ ॥ ১।

তথাহি পাদ্মে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥২॥

ব্রহ্মা-শিব-আদি যত আছে দেবগণ।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ না করি কখন ॥
সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দসুত হরি।
কায়মনোবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি ॥ ২ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥৩॥

আগম পুরাণ তন্ত্র আদি শাস্ত্রগণ।
চরাচর জগতের মোহের কারণ ॥

কল্লাবধি অন্য দেবে বলিয়া প্রধান।
জল্পনা করেন করু তাহে কিবা আন॥
বেদাদি শাস্ত্রের ভাই তাৎপর্য্য সকলে।
আনয়ন কর যদি বিবেচনা-স্থলে॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত এই হইবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ কেহ না আছয়॥
এই শাস্ত্র-বাক্যে ভাই যতেক সুধীর।
সর্ব্বেশ্বর বলি কৃষ্ণে করিলেন স্থির॥ ৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অথাপি যৎপাদ নখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কোনাম লোকে
ভগবৎপদার্থঃ॥ ৪॥

ভজনীয় ভগবান্ নন্দের নন্দন।
তাহার প্রমাণ কহি শুন দিয়া মন॥

ব্রহ্মার অর্পিত অর্ঘ্য-জল মহামৃত।
যাঁর পদ—নখ হইতে হইয়া নিঃসৃত॥
শিবের সহিত পৃথ্বী করয়ে উদ্ধার।
সেই কৃষ্ণ বিনা কেবা ভগবান্ আর॥
অতএব নন্দ-সুতে সদা ভজ ভাই।
নন্দ-সুত কৃষ্ণ বিনা ভগবান্ নাই॥ ৪॥

তথাহি স্কান্দে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥ ৫॥

নিজ মাতা পরিহরি চণ্ডালী-পূজনে।
যেমন তৎপর হয় মহাপাপী জনে॥
সেইরূপ মহাপাপী ভবে আছে যেবা।
সেই কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য দেবে করে সেবা॥৫॥

তথাহি স্কান্দে।

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষং॥ ৬॥

বাসুদেবে পরিত্যাগ করিয়া যে জন।
অন্য দেবতার করে অর্চ্চন বন্দন ॥
সে মূঢ় অমৃত ত্যজি বিষ করে পান।
শাস্ত্র-বাক্য ইথে কভু না ভাবিহ আন ॥৬॥

তথাহি মহাভারতে।

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥ ৭ ॥

বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করি যেই মুর্খ জন।
অন্য দেবতার করে আশ্রয় গ্রহণ ॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই ছাড়ি গঙ্গা-জল।
মৃগতৃষ্ণা প্রতি ধায় হইয়া বিকল ॥ ৭ ॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে।

যো মোহাদ্ বিষ্ণুমন্যেন হীন-দেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥ ৮ ।

অবিদ্যার দাস হঞা যেই দুরমতি।
বিষ্ণুর অপেক্ষা হীন দেবের সংহতি॥
বিষ্ণুর সমান বলে সেই ত চণ্ডাল।
প্রকৃত চণ্ডাল কভু নহে ত চণ্ডাল॥ ৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তস্মাদ্ভারতঃ! সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ ৯॥

নিত্য সুখ পুরুষার্থ লভিতে মনন।
যাহার আছয়ে তার সদা সর্ব্বক্ষণ॥
হরির স্মরণ আর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চনাদি করা চাঞি করিয়া যতন॥
যেহেতু সবার আত্মা ঈশ্বর শ্রীহরি।
শুকের বচন ইহা জেনো সত্য করি॥ ৯॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ১০॥

সর্ব্বদা হরিকে ভাই করিবে স্মরণ।
বারেক নাহিক তাঁরে হবে বিস্মরণ ॥
শাস্ত্রেতে নিষেধ বিধি যতেক আছয়।
সে সব উহার দাস জানিহ নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

ভক্তি ও ভক্ত মহিমা—

তথাহি পদ্মপুরাণে—

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনে হয় সবে অধিকারী।
কিবা দ্বিজ কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥
সর্ব্ব বর্ণে যেই ভজে—সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
না ভজিলে—সে চণ্ডাল—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥১১॥

তথাহি ইতিহাসমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্যং :—

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥ ১২ ॥

শুনহ সকল লোক! বৈষ্ণবমহিমা।
কিঞ্চিৎ করিয়া কহি মুঞি মূর্খজনা॥
বামন হইয়া চন্দ্র চাঞ ধরিবারে।
অল্প করি কহি কিছু শুনহ সংসারে॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ নহে প্রভুর প্রিয়পাত্র।
শাস্ত্রে বলে—যেই ভজে সেই প্রিয়পাত্র॥
অভক্ত বিপ্রের দ্রব্য না করে স্পর্শন।
ইতিহাসসমুচ্চয় শুনহ বচন॥ ১২॥

তথাহি পাদ্মে :—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতা।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ ১৩॥

'শূদ্র' নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন 'ভাগবত' জানিহ সংসারে॥
সর্ব্ববর্ণে সেই শূদ্র—যে না ভজে হরি।
এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রে কহিছে ফুকারি॥১৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৭।৯।১০।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১৪ ॥

দ্বাদশ গুণযুত বিপ্র, শ্রীকৃষ্ণে বিরূপ।
শ্বপচ হইতে নীচ শাস্ত্র-অনুরূপ ॥ ১৪ ॥

তথাহি আদিপুরাণে :—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ ॥ ১৫ ॥

বৎসের পশ্চাতে যথা ধায় ধেনুগণ।
তেমনি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দ্দন ॥
ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি যায় স্তুতি করি।
সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি ॥১৫॥

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ! ॥ ১৬ ॥

যোগি হৃদে, বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি আমি।
সদা ভক্ত নিকটে রহিয়া গান শুনি॥ ১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৯।৪।৬৩

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ১৭॥

বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
এই সব জানি লহ বৈষ্ণব আশ্রয়॥ ১৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৫।১৮।১২

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ১৮॥

অকিঞ্চনা হরিভক্তি যাঁর ভাগ্যে হয়।
সর্ব্বদেব সর্ব্বগুণ তাঁহাতে আশ্রয়॥
অভক্তের চিত্ত সদা বিষয়ে মগন।
অতএব কভু নহে গুণের উদ্‌গম॥ ১৮॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে :—

দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম ॥ ১৯॥

চণ্ডাল পবিত্র হয় যাঁহার দর্শনে।
সহবাস আলাপন আর পরশনে ॥ ১৯ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে :—

ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাম্ ॥ ২০॥

জাতি-কুল সদাচার ভ্রষ্ট পাপিজন।
ভক্তাশ্রয়ে হয় তার শুদ্ধ দেহ মন ॥ ২০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ২১ ॥

নামের প্রভাবে সেহ হয় ধর্ম্মপর।
ভক্তি ভক্ত অবিনাশী শাস্ত্রের গোচর ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।৪২

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ২২॥

বিকর্ম্ম যে কিছু উঠে ভক্তের হৃদয়।
হৃদয়বিহারী হরি নাশে সমুদয়॥ ২২॥

তথাহি আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে :—

মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ।
তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং মমার্জ্জুন॥ ২৩॥

মোর ভক্ত দেখি যেই দুর্ল্লভ করি মানে।
সেই সে আমার প্রাণ—কহিল অর্জ্জুনে॥ ২৩॥

তথাহি পাদ্মে :—

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।
বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥ ২৪॥

হেন ভক্তি যাঁর হয় কৃতার্থ সে জন।
যজ্ঞ যাগে তাঁর আর কিবা প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥

তথাহি যোগবাশিষ্ঠে :—
জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥

সহস্র সহস্র জন্ম-তপস্যাদি-ফলে।
ক্ষীণপাপে মানবের কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥ ২৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৭।৭।৫২
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥

দান ব্রত তপঃ শৌচ বেদ-অধ্যয়ন।
শ্রীকৃষ্ণে ভকতি বিনা সব বিড়ম্বন ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।২।৩২
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানী জীব 'মুক্তি সদা পাইনু' ভাবে মনে।
বস্তুত ভক্তের মুক্তি, নহে ভক্তিহীনে ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১।২।৬

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ২৮ ॥

সেই সে পরম ধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি যে করয় ॥ ২৮ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দ্বারকামাহাত্ম্যে :—

বৈষ্ণব মহিমা।

প্রাতরুত্থায় যে নিত্যং বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ যুগে ॥ ২৯ ।

প্রভাতে উঠিয়া করে বৈষ্ণবকীর্ত্তন।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণতুল্য হয় সেই জন ॥২৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ৩০ ॥

হেন বৈষ্ণবের গুণ কিবা দিব সীমা।
মহানন্দে গাও সবে বৈষ্ণব-মহিমা ॥
অচ্যুতানুরক্ত তারা—না কর সন্দেহ।
ভাগবতশ্লোকার্থে সুখে মন দেহ ॥ ৩০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৪।৩০।৩৽

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তারকানাং সমাগমঃ ॥ ৩১ ॥

এইমতে ভাগবতে করিছে সঘন।
পাষণ্ড না শুনে, আনন্দে মগন ॥
তীর্থ সব পবিত্র করিবার তরে।
হাঁটিয়া বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন করে ॥

বৈষ্ণব সঙ্গ হয় ভবভয় তরি।
তাঁহার কৃপায় ফল কহিতে না পারি ॥৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১।১৯।৩৩

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩২ ॥

শুধুই স্মরণে যাঁর সর্ব্ব পাপ হরে।
দর্শনাদি মহিমা তাঁর কে কহিতে পারে ॥৩২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৫।১২।১২

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা
মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ ৩৩ ॥

কোটীবিধ ক্রিয়া বৈষ্ণবের পাদোদক।
নিস্তার নাহিক কৈলে যোগ আদি তপ ॥৩৩॥

তথাহি পদ্মপুরাণে :—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতীশ্চ ধন্যা ।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণব যে কুলে হয় সে কুল উদ্ধারে ।
স্বর্গে নৃত্য করে আর পিতৃলোক তারে ।। ৩৪।।

তথাহি পাদ্মে :—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং হি বিদ্যতে ।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ॥
ন দাস্যং বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
সর্ব্ববন্ধননির্ম্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ ॥ ৩৫ ॥

বৈষ্ণবের জন্ম নহে করম-বন্ধন ।
বিষ্ণুর ইচ্ছায় ভবে গমনাগমন ।।

বিষ্ণু-অনুচর তাঁরা বিষ্ণুর সেবক।
তাঁহাদের জন্ম কর্ম্ম সকলি পাবক॥
বিষ্ণু-সেবকের কভু ভববন্ধন নাই।
সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্ত বৈষ্ণব সদাই॥ ৩৫॥

সাধুসঙ্গ-প্রভাব।

তথাহি হরিভক্তিকল্পলতিকাগ্রন্থে :—

পুণ্যাম্ভোধিভবা তমোবিঘটিনী সৎসঙ্গমূলোত্তমা,
শ্রদ্ধাপল্লবিনী বিরক্তিকলিকা প্রেমপ্রসূনোজ্জ্বলা।
সান্দ্রানন্দরসাবহঞ্চ পরমং জ্ঞানং ফলং বিভ্রতি
সেয়ং শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা ভূয়াৎ সতাং প্রীতয়ে॥৩৬॥

শাস্ত্রমত প্রমাণের এই দিল সীমা।
কার শক্তি আছে ইহা খণ্ডুক আসিয়া॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞে কভু ভক্তি নয়।
নিশ্চয় জানহ সবে সাধুসঙ্গে হয়॥ ৩৬॥

তথাহি মোহমুদ্গরে :—

নলিনীদলগতজলবত্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥৩৭॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৮৪।১১

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ৩৮ ॥

জলময় তীর্থ আর যত দেবগণ।
মৃত্তিকা-পাষাণ-বিষ্ণুমূর্ত্তি-দরশন ॥
পবিত্র করিতে তারা পারে বহুদিনে।
সাধুর দর্শনে পাপ যায় সেইক্ষণে ॥ ৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১।১৮।১৩

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৩৯ ॥

প্রথম স্কন্ধের কথা কিঞ্চিৎ কহিব।
যাহা শুনি সবে বলে বৈষ্ণব ভজিব॥
সাধুসঙ্গে মনুষ্যের যেই সুখ সিন্ধু।
ভুক্তি মুক্তি তার আগে নহে একবিন্দু॥
হেন বৈষ্ণবের কৃপা পাইল যে জন।
তাহার ভাগ্যের কথা না যায় বর্ণন॥ ৩৯।

তথাহি আদি পুরাণে :—

সাধুসঙ্গপরিষঙ্গাদসাধোরপিসাধুতা।
অগাঙ্গমপি গাঙ্গং স্যাৎ গঙ্গায়াং পতিতং পয়ঃ॥ ৪০॥

সাধুসঙ্গে অবৈষ্ণব সেও ভক্ত হয়।
অ-গঙ্গার জল যেন গঙ্গাতে পড়য়॥ ৪০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৯।৪।৬৮

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্য তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৪১।

আমার হৃদয়ে থাকে সাধু নিরন্তর ॥
সাধুহৃদে বাস মম পাণ্ডবকোঙর ॥ ৪১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।২৫।২৫

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৪২ ॥

কপিল গোসাঞি পূর্ব্বে মাতাকে শিখাইলা
সাধুসঙ্গমহিমা-বিনা অন্য না কহিলা ॥ ৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।১০।৩৮

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেহস্তু ভবত্তনূনাম ॥ ৪৩ ॥

আরও দেখ কুবেরের পুত্র দুই জন।
সাধু দরশন লাগি করিল প্রার্থন ॥ ৪৩ ॥

ভক্তপূজা।

তথাহি পাদ্মে শিবোমাসম্বাদে :—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণে পূজে, বৈষ্ণবেরে না পূজে যে জন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদভাজন ॥ ৪৪ ॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে :—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণসেবা হইতে বৈষ্ণবসেবা বড়।
পুরাণের এই সত্য কথা হয় দৃঢ় ॥ ৪৫ ॥

তথাহি ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং :—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ! ॥ ৪৬ ॥

নৈবেদ্য ভোজন করি ভক্তের বদনে।
শুন শুন বলি ব্রহ্মা তোমার সদনে ॥ ৪৬ ॥

প্রেম-ভক্তির-চিহ্ন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।১৪।২৪

বাগগদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
হসত্যভীক্ষ্ণং রোদিতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥ ৮৭ ॥

বৈষ্ণবমহিমা-সীমা কহনে না যায়।
ভুবন পবিত্র হয় যাঁহার কৃপায় ॥ ৪৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈ-
র্ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪৮ ॥

পাষাণসদৃশ তার জানিবে হৃদয়।
হরিনাম নিলে যার নহে প্রেমোদয়॥
প্রেমের লক্ষণ হয় সাত্ত্বিকবিকার।
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হর্ষ, নেত্রে জলধার॥ ৪৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে :—১১।১৪।২৩

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ ৪৯॥

ভক্তিবিনা কভু কারো চিত্তশুদ্ধি নয়।
চিত্তশুদ্ধি না হইলে, নহে প্রেমোদয়॥
প্রেমোদয় না হইতে যে কিছু বিকার।
ভাবের আভাস হয়, ধরে ভাবাকার॥
ভাবাভাস যার হয় সেই ভাগ্যবান্।
অপরাধী জীব নহে তাহার সমান॥
অপরাধ-সত্ত্বে কভু নহেত বিকার।
তাই বলি ভাই সব! নাম কর সার॥

নাম লইতে অপরাধ দূরে যায় চ'লে।
দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম পাবে অবহেলে ॥ ৪৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১।২।৮

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ৫০

সম্যক্ অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণকথাতে।
রতি না জন্মায় যদি শ্রম মাত্র তাতে ॥ ৫০ ॥

ভক্তির সুদুর্ল্লভতা।

তথাহি গারুড়ে :—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥

সহস্র যাজ্ঞিক নহে বেদান্তীর সম।
বিষ্ণুভক্ত হৈতে হেন বেদান্তী অধম ॥

সহস্র বৈষ্ণব হৈতে একান্তী বিশেষ।
একান্তিভক্তের পতি হন পরমেশ ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৬।১৪।৩-৪-৫

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেবলেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে! ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্—৭।৩; ৭।১৯

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ৫২ ॥

পৃথিবীতে সংখ্যাতীত প্রাণী বাস করে।
তার মধ্যে শুভ চিন্তা মানবেই করে ॥

তার মধ্যে অধিকাংশ মোক্ষকামী হয়।
মোক্ষকামী মধ্যে কেহ কভু মুক্তি পায়॥
কোটি মুক্ত মধ্যে এক নারায়ণপর।
সুদুর্ল্লভ নাহি হয় নয়ন গোচর ॥৫২॥

তথাহি :—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ ৫৩॥

বহু শত জন্ম যদি পুণ্য ক'রে থাকে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় তবে ইহলোকে॥ ৫৩॥

নাম-মহিমা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।৩৩।৭

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রাহ্মণূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥৫৪॥

যাঁর রসনাতে সদা তব নাম রহে ।
যদিচ চণ্ডাল—তাঁহে 'গুরুতম' কহে ॥
যে তোমার নাম লয় সেই সে বেদজ্ঞ ।
সেই সে তপস্বী, তার সিদ্ধ স্নান-যজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

তথাহি ভারতবিভাগে :—

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-
সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-
মানন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিতরোমবৃন্দঃ ॥ ৫৫ ॥

"কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় শ্রবণে যাঁহার ।
অঙ্গেতে পুলক, বহে নেত্রে জলধার ॥
যাঁহার স্মরণে পাপী হয় ভবপার ।
চরণ কমলে তাঁর কোটী নমস্কার ॥ ৫৫ ॥

হরিনামপরো যস্তু বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥ ৫৬ ॥

যদ্যপি কহ—বৈষ্ণব বলিব কাহারে।
শাস্ত্রে বলে—বিষ্ণু উপাসনা যেই করে॥
হরিনাম-পরায়ণ পূজয়ে কেশব।
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ, বিষ্ণু জানয়ে—'বৈষ্ণব' ॥৫৬॥

তথাহি নারসিংহে :—

কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥

'গৃহস্থ বৈষ্ণব' বলি না করিহ ঘৃণা।
তাহার মহিমা নাহি জানে পাপিজনা॥
একবার 'কৃষ্ণনাম' বলিলে পাপ যায়।
গৃহস্থ বৈষ্ণব যত নিরবধি গায়॥
দেখ দেখ কি মহিমা কহিব তাহায়।
হেন সঙ্গে করে যেই পাপ দূরে যায়॥
গৃহস্থ বৈষ্ণবের গুণ সকলে শুনরে।
জল ভেদি পদ্ম যথা ভাসয়ে উপরে॥

সংসারেতে থাকি তারা করে সংকীর্ত্তন।
নিস্তার পাইয়া লভে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ৫৭ ॥

তথাহি স্কান্দে :—

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রয়াতি
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম-
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৫৮ ॥

যেই হরি সংকীর্ত্তনে প্রেম-ভক্তি হয়।
পাপ নাশ, ভবক্ষয়ে কি আর বিস্ময় ॥ ৫৮ ॥

তথাহি বৃহদ্বৈষ্ণবে :—

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তি পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥ ৫৯ ॥

পাপ নাশ করিতে নাম যত শক্তি ধরে।
তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৮।২৩।১৬

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥ ৬০ ॥

তথাহি শিক্ষাষ্টকেঃ—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ৬১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৬২ ॥

মন্ত্র তন্ত্র দেশ কালে যদি ছিদ্র হয়।
নামের কীর্ত্তনে তাহা সব হয় ক্ষয় ॥ ৬০-৬২ ॥

তথাহি—লঘুভাগবতে :—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতঃ মেরুস্বুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ॥ ৬৩॥

গ্রহণ সময়ে যদি কোটি গাভী দান।
প্রয়াগেতে কল্পবাস তীর্থে অবস্থান॥
যজ্ঞাযুত মেরুতুল্য যদি স্বর্ণদান।
তবু নহে শ্রীগোবিন্দনামের সমান॥ ৬৩॥

তথাহি :—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ ৬৪॥

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি চিদানন্দময়।
নাম-নামী ভিন্ন নহে রসের নিলয়॥ ৬৪॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যোনেদমুপাস্য সোহপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥৬৫॥

নামী নাম—এক বাচ্য, অপর বাচক।
উভয় স্বরূপ হয় মঙ্গলকারক ॥
পূর্ব্বের অপেক্ষা হয় পরের মহত্ত্ব।
জান সবে শুদ্ধ মনে এই গূঢ় তত্ত্ব ॥
বাচ্যের নিকটে যদি অপরাধ হয়।
বাচকের কৃপা হৈলে সেই মুক্তি পায় ॥
অপরাধরাশি দূরে করে পলায়ন।
আনন্দসাগরে নিত্য সে হয় মগন ॥ ৬৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৬।৩।২১

এতাবানেব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৬৬ ॥

নামগ্রহণাদি হয় শুদ্ধ ভক্তিযোগ।
এই পরধর্ম্ম, অন্য শুধু কর্ম্মভোগ ॥ ৬৬ ॥

তথাহি আদিপুরাণে :—

যদচ্যুতকথালাপকর্ণপীযূষবর্জ্জিতম্।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্ ॥ ৬৭ ॥

মেঘাচ্ছন্ন দিন কভু নহেত' দুর্দ্দিন।
হরিকথা-শূন্য দিন সেইত' দুর্দ্দিন ॥ ৬৭ ॥

তথাহি :—

অত্যদ্ভুতমিদং জ্ঞানং হরের্নামানুকীর্ত্তনম।
অজামিলোঽপি সঙ্কেতং যৎ কৃত্বা হরিতাং গতঃ ॥ ৬৮ ॥

নামাভাসে মুক্তি হয়--দেখি ভাগবতে।
নাহিক অন্যথা ইথে জানিহ নিশ্চিতে ॥ ৬৮ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে :—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

ত্রিবার সহস্রনামে যেই ফল হয়।
একবার কৃষ্ণনামে তাহাই নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥

তথাহি ভারতবিভাগে : -

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে
জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।
আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ
ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ ॥ ৭০ ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি যে জন অন্তিমে।
দেহ ছাড়ে, কৃষ্ণনামে যায় মুক্তিধামে ॥
এক নামাভাসে মুক্তি, অন্য দুই নাম।
ঋণী রহে, এই বাক্য শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ৭০ ।

তথাহি লঘুভাগবতে :—

কিং তাত ! বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মোক্ষকারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥ ৭১ ॥

আগম নিগমে বল কোন্ প্রয়োজন।
গোবিন্দের নাম সুখে করহ রটন ॥ ৭১ ॥

তথাহি পাদ্মে :—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৭২ ॥

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ নাম গ্রহণে শ্রবণে
স্মরণে কলুষনাশ হয় সেইক্ষণে ॥
ধন জন-লোভী কোন পাষণ্ডী দুর্জ্জন।
হেন নাম যদি কভু করয়ে গ্রহণ ॥
তাহারও উদ্ধার কিছু বিলম্বেতে হয়।
নামের মহিমা ব্যর্থ কভু কোথাও নয় ॥৭২॥

তথাহি প্রভাসখণ্ডে :—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ৭৩ ॥

মধু হৈতে সুমধুর মঙ্গলের মঙ্গল।
বেদকল্পলতিকার চিদানন্দ ফল॥
শ্রদ্ধায় হেলায় নাম লইলে একবার।
নরমাত্র তরে এই জলধি সংসার ॥৭৩॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মে :—

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি
লুব্ধক ! ॥ ৭৪ ॥

দেশ কাল শুদ্ধ্যশুদ্ধি না কর বিচার।
অতএব সর্ব্বকাল নাম কর সার ॥৭৪॥

তথাহি :—

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহুবিঘ্নতা চ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥ ৭৫ ॥

বহুবিধ শাস্ত্রাভ্যাসে শুধু কাল হরে।
তাহে নানামত বিঘ্ন কালেতে সংহারে॥
অতএব সারাৎসার করহ নির্ণয়।
উপাসনা কৃষ্ণ বিনা আর কি আছয়॥৭৫॥

তথাহি :—

যে নামযুক্তা বিচরন্তি ভূমৌ
ত্যক্ত্বা চ কামান্ বিষয়াংশ্চ ভোগান্।
তেষাংশ্চ মুক্তিং পরমাং হি নিষ্ঠাং
দাস্যামি সত্যং মনসা নিযুক্তাম্॥ ৭৬॥

নামাশ্রয় করি সদা পৃথিবী বেড়ায়।
কামনা-বিষয় ছাড়ি যেবা আমা গায়॥
ভক্তি ছাড়ি যেই জন অন্য নাহি চায়।
সত্য তার প্রিয় আমি কহিনু নিশ্চয়॥৭৬॥

নামাপরাধ।

তথাহি পাদ্মে :—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ য কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥ ৭৭॥

হরিপদাশ্রয়ে সর্ব্ব অপরাধ যায়।
হেন হরি সেবায় যদি অপরাধ হয়।
সেবা-অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নাম-অপরাধে ধ্রুব নরকে গমন॥
নামের শরণ বিনা নামাপরাধীর।
কভু মুক্তি নহে এই জানিবা সুস্থির॥
নামের আশ্রয়ে অপরাধের মোচন।
নাম অপরাধে হয় নিশ্চিত পতন॥৭৭॥

অপরাধ।

তথাহি—

অর্চ্চ্যবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যনাম্নোঃ কলুষদহনয়োরন্য সামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকীঃ সঃ ॥ ৭৮ ॥

বৈষ্ণবের প্রতি যে বা জাতিবুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥
নরকে তাহার বাস জানিবে নিশ্চয়।
ফুকারিয়া এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥৭৮॥

তথাহি স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে ঃ—
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ ৭৯ ॥

প্রভাতে বৈষ্ণব সব বুলে ক্ষিতিতলে।
'কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভজ' সর্ব্ব জীবে বলে॥
না শুনি তাহার বোল মায়ার কারণে।
পাপ-পুণ্যে রত লোক হত তিন গুণে॥
যমের প্রহার তার না যায় খণ্ডন।
যাবৎ না ভজে গুরু-বৈষ্ণব-চরণ॥
না ভজয়ে পাপিলোকে নিন্দা করে সব।
যমদূত হাতে সেই পায় পরাভব॥
বৈষ্ণবেরে দেখি যেই পাপী নিন্দা করে।
মহদপরাধ আসি সে পাপীরে ধরে॥ ৭৯॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—৯।৩০।৩১
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৮০।

জগৎ-বঞ্চক ঘোর বিষয়ী যে জন।
কৃষ্ণনাম সার জানি করে উচ্চারণ॥

তাহারে সতের মধ্যে গণন করিবে।
তার নিন্দা করিলেই নরকে যাইবে॥ ৮০ ॥

তথাহি নারসিংহে ঃ—
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ
তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥ ৮১ ॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না কর বিচার।
বৈষ্ণবের দোষগুণ বিচারের পার॥
বৈষ্ণবে নিষিদ্ধ কর্ম্ম যদি বা দেখিবে।
অবশ্য কারণ কিছু আছয়ে জানিবে॥
কৃষ্ণের পরীক্ষা কোন প্রয়োজন আছে।
অতএব সেই কার্য্য বৈষ্ণব করিছে॥
কুকর্ম্মী বৈষ্ণব তবু শশাঙ্কের প্রায়।
পাপ-তমোরাশি নাশি করয়ে উদয়॥৮১ ॥

তথাহি পাদ্মে :—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ ॥৮২॥

অবৈষ্ণব গুরু কভু করিতে যে নাই।

সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণবগোঁসাঞি ॥৮২॥

কলিযুগ ধর্ম্ম।

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৮৩ ॥

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।

কলিকালে নাম বিনা গতি নাই আর ॥৮৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।২০

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।

নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ৮৪ ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি চারি যুগে হরি।

নানা বর্ণে অবতরে নানা নাম ধরি ॥

ঐ সব যুগে লোক পূজয়ে তাঁহারে।
বিবিধ বিধানে নিজ ভক্তি অনুসারে ॥৮৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১২।৩।৫২

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৮৫॥

যে যুগেতে যেই ধর্ম্ম করহ শ্রবণ।
কলিযুগে সংকীর্ত্তন শাস্ত্রের বচন ॥ ৮৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১১।৫।৩৬

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৮৬ ॥

বিজ্ঞ আর্য্য সারগ্রাহী জন যেই হয়।
অন্যযুগ হ'তে কলির সম্মান করয় ॥
তাহার কারণ শুন হ'য়ে এক মন।
সর্ব্ব সাধ্য সাধে ইহ নাম সংকীর্ত্তন ॥৮৬ ॥

শ্রীশ্রীশচী-তনয়াষ্টকং।

শ্রীশ্রীশচী-তনয়ায় নমঃ

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ১॥

গদগদ-অন্তর-ভাব-বিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিলাসং।
ভবভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥২॥

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরং।
জল্পিত-নিজ-গুণনাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৩॥
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারং।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৪॥
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥ ৫॥
ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডং।

দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৬ ॥
ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরং।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৭ ॥
নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলং।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল-সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতং
শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং।

প্রেমে ঘূর্ণিত, নয়ন পূর্ণিত,
চঞ্চল মৃদুগতি-নিন্দিতং।
বদন-মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
বচন অমৃত-খণ্ডিতং॥
অসীম গুণগণে, তারিল জগজনে,
মোহে কাহে কুরু বঞ্চিতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ১॥

মিহির-মণ্ডল, শ্রবণে কুণ্ডল,
গণ্ডমণ্ডলে দোলিতং।
কিয়ে নিরুপম, মালতীর দাম,
অঙ্গে অনুপম-শোভিতং॥

মধুর-মধু-মদে, মত্ত মধুকর,
চারু চৌদিকে চুম্বিতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ২ ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত,
মত্ত-করিবর-নিন্দিতং।
ভায়্যা ভায়্যা বলি, গভীর ডাকই,
করু দশদিক ভেদিতং ॥
অমর কিন্নর, নাগ-নরলোক,
সর্ব্বচিত্ত-সুদর্শিতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৩ ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কৃত, লম্ফ ঝম্ফ কৃত,
মেঘ-নিন্দিত-গর্জ্জিতং।

সিংহ-ডমরু-ক্ষীণ- কটিতট,
নীল-পট্টবাস-শোভিতং ॥
সো পঁহু ধুনী-তীরে, সঘনে ধাবই,
চরণ-ভরে মহী কম্পিতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৪ ॥

অবনী-মণ্ডল, প্রেমে বাদল,
করল অবধৌত ধাবিতং।
তাপী দীন হীন, তার্কিক দুর্জ্জন,
কেহ না ভেল বঞ্চিতং ॥
শ্রীপদপল্লব, মধুর মাধুরী,
ভকত-ভ্রমর-সুখপীতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৫ ॥

ও মণিমঞ্জীর, চারু তরলিত,
মধুর মধুর সুনাদিতং।
অতুল রাতুল, যুগল পদতল,
অমল-কমল-সুরাজিতং॥
ভেজিয়া অমর, অবনী হিমকর,
নিতাই-পদনখ-শোভিতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৬॥
যাঁহার ভয়ে, কলি-ভুজগ,
ভাগল ভেল সভে হর্ষিতং।
তপন-কিরণে-জনু, তিমির নাশই,
তৈছে কমল-সুরাজিতং॥
দূরিত-ভয়ে ক্ষিতি, অবহি আতুর,
ভার তার করু নাশিতং।

জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৭ ॥
ঈষত হসইতে, ঝলকে দামিনী,
কামিনীগণ-মন মোহিতং।
সো পঁহু ধনী-তীরে, না জানি কার ভাবে,
অবনী উপরে গিরিতং ॥
বচন বলইতে, অধর কম্পই,
বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতং।
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবাপ্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিত
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টক সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-সুতাষ্টকং

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-সুতায় নমঃ।

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগর-নাগরভূপ-বরং।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥১॥
ভ্রূ-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং
মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুং।
মৃদু-মন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥২॥
সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গধরং
ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরং।

ভৃশ-লাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৩॥
অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
শ্রুতি-দোলিত-মাকর-কুণ্ডলকং।
কটি-বেষ্টিত পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৪॥
কল-নূপুর-রাজিত-চারু-পদং
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদং।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৫॥
ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুং।
ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৬॥

সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুং।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৭॥
বৃষভানুসুতা-বর-কেলি-পরং
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরং।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৮॥

ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং।

সুষমা-মুখ-মণ্ডলাং শ্রুতি-কান্তি-মনোহরাং।
বরাঙ্গরত্ন-ভুষিতাং নমামি কীর্ত্তিদা-সুতাং ॥১॥

সৌদামিনী-বিনিন্দ্যাঙ্গীং নবীন-নীরদাম্বরাং।
গোবিন্দ-মনোমোহিনীং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং॥২
স্থদীর্ঘ-নেত্র-নলিনীং পীনোন্নত-পয়োধরীং।
কৃষ্ণমনঃ-প্রলোভিনীং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং ॥৩॥
নাসিকা-রত্ন-উজ্জ্বলাং কুন্দবদ্দন্ত-পঙ্‌ক্তিকাং।
স্থস্মিত-চারুবদনাং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং ॥৪॥
করেণ লীলা-পঙ্কজাং আলিভিঃ পরিবেষ্টিতাং।
চিকুর-বেণী-মণ্ডিতাং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং ॥৫॥
হরি-বিনিন্দিত-কটিং বিশাল-নিতম্ব-তটীং।
উরসি রত্নহারিকাং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং ॥৬॥
স্থগন্ধ-অঙ্গ-অনিলাং গতি-হংসিনী-গঞ্জিতাং।
গুণৈঃ সর্ব্ব-বরীয়সীং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং ॥৭॥
স্মিত-কান্তি-নখ-শ্রেণীং প্রগল্‌ভিকাং স্থভাষিণীং।
কৃষ্ণচন্দ্র-চকোরিণীং নমামি কীর্ত্তিদা-স্থতাং ॥৯॥

এতচ্ছ্রীরাধিকাষ্টকং পঠেদ্‌যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
প্রাপ্য তদঙ্ঘ্রি-যুগ্মকং ভবাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥৯॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ১ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ২॥

বেণুর্ম্মধুরো রেণুর্ম্মধুরঃ
　　পাণির্ম্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
　　মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৩ ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
　　ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
　　মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৪ ॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং
　　হরণং মধুরং রমণং মধুরং
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
　　মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৫ ॥
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
　　যমুনা মধুরা বীচী মধুরা।

সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৬ ॥
গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং
গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্য বিরচিতং
শ্রীশ্রীমধুরাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম্নে নমঃ।

নিখিল-শ্রুতি-মৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত!।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্তাং হরিনাম! সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়!
জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে!।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং-বিলুম্পসি ॥২॥

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীং।

জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে !
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥৩॥

যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকৃতি-নিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম ! স্ফূরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো !
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ! ।
প্রণত-করুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্ব্বর্দ্ধতাং নামধেয় ! ॥৫॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম !
স্বরূপদ্বয়ং পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত !
করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী

সমস্তাস্তবে দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি
হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥
সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তি-রাশয়ে
রম্য-চিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে !
নাম ! গোকুল-মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ ! পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥
নারদ-বীণোজ্জীবন ! সুধোর্ম্মি-নির্য্যাস-
মাধুরীপূর ! ।
ত্বং কৃষ্ণনাম ! কামং স্ফুর মে রসনে
রসেন সদা ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিতং
শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

অস্যার্থঃ।

মানস দর্পণ যেই করয়ে মার্জ্জন।
ভব-মহা-দাবানল করে নির্ব্বাপণ॥
কল্যাণকুমুদে করে জ্যোৎস্না-বিতরণ।
বিদ্যারূপা-বধূটীর যে হয় জীবন॥
আনন্দ সমুদ্র যিনি করেন বর্দ্ধন।
যাঁর পদে পদে পূর্ণ সুধার স্বাদন॥

সকল আত্মায় যিনি করান স্নাপন।
জয় জয় সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমহাজনি নানুরাগঃ।

অস্যার্থঃ।

ভিন্নরুচি জীবে দেখি ওহে ভগবন্!
কত নাম প্রচারিলে—নাহিক গণন॥
নিজ সর্ব্বশক্তি তাহে করিলে অর্পণ।
নিয়মও না রাখিলে করিতে স্মরণ॥
এত দয়া তব, মম দুর্দ্দৈব ঐছন।
অনুরাগ না জন্মিল নামেও এমন॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

অস্যার্থঃ

তৃণের অপেক্ষা নীচ—অতি নীচ হৈয়া।
বৃক্ষসম সহ্যগুণ আশ্রয় করিয়া ॥
নিজে মান নাহি চাহি, অন্যে দিয়া মান
শ্রীহরিকীর্ত্তন সদা কর্ত্তব্য-বিধান ॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

অস্যার্থঃ।

ওহে জগদীশ ! নাহি চাহি ধন-জন।
সুন্দরী কবিতা কিংবা না করি কামন॥
হে ঈশ্বর ! তোমা লাগি যে ভক্তি তোমায়।
সে ভক্তি আমার যেন জন্মেজন্মে হয়॥

(৫)

অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়॥

অস্যার্থঃ।

তোমার কিঙ্কর আমি হে নন্দনন্দন ! ।
বিষম-ভবাব্ধি-মাঝে পতিত এখন॥
কৃপা করি তব ঐ কমল-চরণে।
সংলগ্ন ধূলির মত মোরে কর মনে॥

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি

অস্যার্থঃ।

অজস্র অশ্রুর ধার নয়নে গলিবে।
বদনে গদ্গদে বাণী নাহি নিঃসরিবে॥
পুলক-কদম্বে অঙ্গ পূরিয়া যাইবে।
তব নাম নিতে নাথ! কবে হেন হবে॥

(৭)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

অস্যার্থঃ।

গোবিন্দবিরহে মোর একি হৈল দায়।
একটি নিমেষ যায় কত যুগ প্রায়॥

নয়নে ঝরিছে বারি বরিষার মত ।
দশদিক শূন্যময় হেরি অবিরত ॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥
ইতি শ্রীগৌরাঙ্গমুখোদ্গীর্ণং শ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

অস্যার্থঃ ।

তাঁর চরণেতে রতি মোর অনুক্ষণ ।
মোরে আলিঙ্গিয়া হয় করুন পেষণ ॥
কিংবা নাহি দেখা দিয়া মর্ম্মেতে আমার ।
দিউন প্রবল পীড়া—যত ইচ্ছা তাঁর ॥

লম্পট—করুন্‌নাকো যেমন তেমন।
মোর প্রাণনাথ কিন্তু সে-ই—অন্য ন'ন॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের ভাষা সমাপ্ত।

শ্রীহরিনাম-দীপিকা।

একালে রাধা কৃষ্ণবিরহ ব্যাকুলা।
প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিলা॥
মনের উদ্বেগ সব নিরাসের তরে।
হরিনাম মহামন্ত্র জপে নিরন্তরে॥
সম্বোধনে ষোল নাম উচ্চারণ করি।
পূর্ণ অভিলাষে কহে মনের মাধুরী॥

অষ্ট হরিনাম আর চারি কৃষ্ণ নাম।
চারি রাম নাম যাতে পূর্ণ মনস্কাম॥
প্রথম হে 'হরে'! সুমাধুর্য্য দেখাইয়া।
হঠাৎকারে মোর চিত্ত লইলে হরিয়া॥
প্রথম হে "হে কৃষ্ণ"! তুমি আনন্দ স্বরূপ।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষহ রমণীয় রূপ॥
দ্বিতীয় হে "হরে"! ধৈর্য্যকুল লজ্জাভয়।
সকল হরিলে মোর তুমি মহাশয়॥
দ্বিতীয় হে "কৃষ্ণ"! গৃহ হৈতে মন কাড়ি।
বন প্রতি লৈলে আমা আকর্ষণ করি॥
তৃতীয় হে "কৃষ্ণ"! কুঞ্জে প্রবেশ করণে।
হঠাৎ আসি কঞ্চুলিকা কর আকর্ষণে॥
চতুর্থ হে "কৃষ্ণ"! মোর কুচ আকর্ষিয়া।
নখাঘাত অঙ্গে দিলে মহানিধি পাইয়া॥

তৃতীয় হে "হরে" ! নিজ ভুজেতে বাঁধিয়া।
পুষ্পশয্যা প্রতি মোরে লইলে হরিয়া॥
চতুর্থ হে "হরে" ! পুষ্পশয্যা নিবেদিয়া।
অন্তর্দ্দেয় বপু বলে লইলে হরিয়া॥
পঞ্চম হে "হরে" ! বপু হরণ ছল করি।
অন্তরে বিরহ ব্যথা সব নিলে হরি॥
প্রথম হে "রাম" ! তুমি স্বচ্ছন্দে রমিলা।
আমার রমণে রাম নাম ধরাইলা॥
ষষ্ঠ হে "হরে" ! অবশিষ্ট যত ছিল।
ব্যায়াম কৌটিল্য মোর সকলি হরিল॥
দ্বিতীয় হে "রাম" ! আমায় রমণ করায়।
প্রকৃতি হইয়া মোর স্বরূপ আচরায়॥
তৃতীয় হে "রাম" ! রমণীয় চূড়ামণি।
প্রত্যেক সর্ব্বাঙ্গ তোমার রমণীয় মানি॥

আমার নয়ন চকোর তাহাতে মাতিয়া।
আস্বাদন করে তাহা সুধামুখ পাইয়া॥
চতুর্থ হে "রাম"! কেবল রমণ স্বরূপ।
রমণে বিরাজ কর হয়ে কর্ত্তারূপ॥
রমণ পীরিতি রূপ স্বরূপ হইয়া।
কেবল রমণ কর্ত্তা রমণ তব ক্রিয়া॥
সপ্তম হে "হরে"! মোর চিত্ত মৃগী হয়।
তাহারে হরিয়া আনন্দ মূর্চ্ছাকে পাওয়ায়॥
অষ্টম হে "হরে"! তুমি সিদ্ধ পরাক্রম।
রতিকর্ম্ম প্রকট কর অতি প্রবলতম॥
এবম্বিধ প্রিয় তুমি যেমন নিযুক্তা।
ক্ষণে কোটী কল্প মানি বিরহিনী ভীতা॥
কিসে দিন কাটাইব শুন দীনবন্ধু।
আপনি বিচারি মোরে তরাও দুঃখসিন্ধু॥

বিরহিণী-ব্রজ সখী-সকল আমার।
সে স্বভাবে ভাবে বদ্ধ সারিকাগণ আর॥
সৃষ্টি মধ্যে আছে যত আর আর জন।
সবাকারে প্রাণ দাও দিয়ে দরশন॥
এই ত কহিল হরি নামের বিচার।
মনোভীষ্ট পূর্ণ কর আমা সবাকার॥

শ্রীহরিনাম দীপিকা সমাপ্ত।

তথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমুখ উক্তি উজ্জ্বল রসতত্ত্ব।

অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান।
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
ভক্তিভাবে শ্রীগোবিন্দে করিলে সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

গোপীভাবে যাতে প্রভু ধরিয়া একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
গোপীকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বিনু অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর পিঞ্ছচূড়া গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মূরলী-বদন॥

শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব।

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরিমাণ॥
মৃগমদ আর গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালা হতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

শ্রীরাধাপ্রেম।

রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

শ্রীরাধার স্বরূপ।

অত্যন্ত বল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী॥

এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহে না দেখিয়া দোঁহে প্রাণে করে খেদ॥
যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মীপার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণের কৃষ্ণ নাহি পান ওর।
তাঁর গুণ জানিবে কেমনে জীব ছার॥
যদি পাই লুকাইয়া হিয়া মাঝে রাখি।
বিরলে চরণ দুটী ক্ষণে ক্ষণে দেখি॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন ও শিক্ষা

পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়॥

বিদগ্ধ-চতুর-ধীর-রসিকশেখর।
সকল-সদ্গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে করে যেঁহো লীলা রাস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ—সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে-ই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

কৃপার সমুদ্র দীনহীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা-বিনা কোন সুখ নাহি হয় ॥
প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
'ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত সমান ॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম-দেহ-স্বরূপবিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম সব চিদানন্দ ॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম।

যুগধর্ম্ম

কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন॥
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ।
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥
আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সে-ই ফল পায়।
চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সেই রৌরবে পড়ি মজে।
জ্ঞানী 'জীবন্মুক্তি দশা পাইনু' করি মানে।
বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে ভক্তি-বিনে ॥
কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥
'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে কর পার ॥
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়ে।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়ে ॥
অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
সংসার ভ্রমিতে কোনভাগ্যে কেহো তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥
কোনভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥
কৃষ্ণ যদি কৃপাকরে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামি-রূপে শিখান আপনে ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥
'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥
কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেমজন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ ॥
অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক 'অসাধু', কৃষ্ণাভক্ত আর ॥
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প করয়।
সদ্‌বুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সে-ই বড়, অভক্ত হীন ছার।

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥

উত্থান আরতি।

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল॥
ময়ূর ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যাও হে গৌরগুণমণি
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশে।
মধুকর তেজল কুমুদিনী পাশে॥

করযোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রা যাওহে গৌর ত্যজহ আলিসে॥

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালমাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি হে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে ওহে শুক ডাক উচ্চৈস্বরে।
প্রবল পবন বহে কুঞ্জের ভিতরে॥
শারী বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে ও শারিকে মোরা পোষা পাখি।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥

শারী বলে ওহে শুক কর বেদধ্বনি।
চমকি চমকি জাগে রাধা-বিনোদিনী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাই।
অরুণ উদয় হইল চল গৃহে যাই॥ ৯॥

মঙ্গল আরতি।

মঙ্গল আরতি শ্রীগৌর কিশোর।
মঙ্গল শ্রীনিত্যানন্দ জোরই জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতই সঙ্গে।
মঙ্গল গাওয়েত প্রেম তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল নাচত হরিদাস ভাল॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ॥

মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহু হাস
মঙ্গল গাওয়েত দীন কৃষ্ণদাস

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
মঙ্গল সখিগণ প্রেমরসে ভোর॥
রতন প্রদীপ করু টলমল থোর।
ঝলকত বিধু-মুখ শ্যাম গৌর॥
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমেতে অঘোর
করি নিরমঞ্ছন দোঁহে দোঁহা ভোর॥
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ ভুবন উজোর!
মুরতি মনোহর যুগল কিশোর॥
গাওয়েত শুক পিক নাচত ময়ুর।
চাঁদ উপেক্ষি মুখ নিরখে চকোর॥

বাজে কতবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়ঢোর ॥-

মধ্যাহ্নকালে ভোগ আরতি।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোজন মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
বসিতে আসন দিল রতন আসন।
সুবাসিত জলে কৈলেন পদ প্রক্ষালন ॥
বামেতে অদ্বৈতচন্দ্র দক্ষিণে নিতাই।
মধ্য আসনে বৈসেন শ্রীচৈতন্য গোঁসাই
ভোজনের যত দ্রব্য কহিতে না পারি।
তাহার উপর দিল তুলসী মঞ্জরী ॥

শাক স্থকৃতা অন্ন আদি বিবিধ ব্যঞ্জন।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর নন্দন॥
দধি দুগ্ধ মধু ক্ষীর নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার॥
অমৃত রসাল রম্ভা আর লুচি পুরি।
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিল স্থবাসিত বারি॥
জলপান করি প্রভু কৈলেন আচমন।
স্থবর্ণ খড়িকা দিয়া দন্ত ধাবন॥
আচমন করি প্রভু বৈসেন সিংহাসনে।
প্রিয় ভক্তগণে করে তাম্বুল সেবনে॥
তাম্বুল সেবার পর নিভৃতে শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে চরণ সেবন॥
ফুলের কেওয়ারি ঘর ফুলের চৌয়ারি।
ফুলের রত্ন-সিংহাসনে চাঁদোয়া মশারী॥

ফুলের বিছানা আর ফুলের বালিশ।
তার মাঝে মহাপ্রভু করিলেন আলিস॥
ফুলের পরাগ সব উড়ে পড়ে গায়।
মনসাধে গৌরীদাস চামর ঢুলায়॥
তিন প্রভুর ভোজনের অবশেষ তার নাই
অন্ত।
আনন্দে ভোজন করে চৌষট্টি মহান্ত॥
ভোজনের যত দ্রব্য তার সীমা নাই।
আনন্দে ভোজন করে এই ছয় গোসাঁই॥
মহান্তগণের ভোজনের অবশেষ
ভকতে কর সাধ।
কৃপা করি দেহ মহা-মহা পরসাদ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে ভোজনাদি বিহার।

ওহে রাধা-কুণ্ড তব কুণ্ড নীরে তীরে।
মদীশ্বরী মদীশ্বর সদাই বিহরে॥
কুঞ্জে মধুপান করি বংশী চুরি করি।
তীরে হোলী খেলা-খেলি জলে জল-কেলী॥
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার।
তীরে থাকি সখিগণ বলে ভাল ভাল॥
আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
ভোজন মন্দিরে দুঁহু করল পয়ান॥
ভোজন সমাপি দোঁহার নিভৃতে শয়ন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন॥
নিদ্রা অবশেষে মুখ প্রক্ষালন করি।
বংশী বেশর পণ করি খেলে পাশা সারি॥

রাই জিনি বংশী ছিনি লইল তখন।
করতালি দিয়া বলে কি হবে এখন॥
পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা অতি ব্যগ্র হইয়া।
বংশী বেশর নিল মুখ চুম্বন করিয়া॥
শুক বলে শ্যামের জয় দেখ না হে শারি।
শারী বলে রাইয়ের জয় দেখনা বিচারি॥
সুবল বিশাখা দোঁহে মধ্যস্থ হইয়া।
বংশী বেশর দেওয়াইল বিচার করিয়া॥
এই মত নিতি নিতি হয় রস খেলা।
সব্যা পদ্মা শুনি দুঃখসাগরে ভাসিলা॥
কৃপা করি একবার করাও দরশন।
রঘুনাথ দাস করে কাকু নিবেদন॥

সন্ধ্যা আরতি।

ভালি গোরাচান্দের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তনে মধুর রস-ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুম ফুলে গলে বনমালা।
কতকোটী চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বলা॥
ব্রহ্মা আদি দেব যারে করযোড় করে।
সহস্র বদনে শিরে মণি-ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ বেদ বিচারে।
নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥

বীর বল্লভদাস শ্রীগৌর চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥

জয় জয় রাধাজীগো স্মরণ তোহারি।
ঐছন আরতি, যাউ বলিহারি ॥
পাট পট্টাম্বর উড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথোপর সিঁদুর যাউ বলিহারী ॥
বেশ বানাওত প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল নাগরী ॥
রতন জড়িত মণি মাণিক্য মতি।
ঝলকত আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতিঃ
চৌদিকে সখিগণ দেয় করতারি।
আরতি করতই ললিতা প্যারি ॥

নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়নর্ম্ম সখিগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥
শ্রীরাধাপদ-পঙ্কজ,ভকত কি আশা
দাস মনোহর করত ভরসা ॥ ৩৮

হরত সকল সন্তাপ জনম-কি,
মিটত তলপ যম-কাল-কি।
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপাল-কি ॥
গোঘৃতরচিত কর্পূর-কি বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন-থার-কি ॥
চন্দ্র কোটী কোটী, ভানু কোটী জ্যোতি,
মুখ শোভা নন্দদুলাল-কি।
চরণ-কমলপর নূপুর বাজে,
উরে দোলে বৈজয়ন্তি মাল-কি ॥

ময়ূর মুকুট পীতাম্বর শোভে,

বাজত বেণুরসাল-কি।

সুন্দর লোল কপোলন কিয়েচ্ছবি,

নিরখত মদন-গোপাল-কি॥

সুরনর মুনিগণ করতহিঁ আরতি,

ভকত-বৎসল-প্রতিপাল-কি।

ঘণ্টাতাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি,

অঞ্জলি কুসুম গোলাল-কি॥

হুঁ হুঁ বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী,

মোহন গোকুল লাল-কি।

আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি।

মদনগোপাল জয় জয় নন্দদুলালকি॥

নন্দদুলাল জয় জয় যশোদাদুলালকি।

যশোদাদুলাল জয় জয় রাধারমণলালকি॥

রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকান্তলালকি।
রাধাকান্তলাল জয় জয় রাধাবিনোদলালকি ॥
রাধাবিনোদলাল জয় জয় গোবিন্দগোপালকি ॥
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গিরিধারিলালকি।
গিরিধারিলাল জয় জয় গৌরগোপালকি।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীরত্নলালকি ॥
শচীরত্নলাল জয় জয় নিতাইদয়ালকি।
নিতাইদয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়ালকি।

জয় জয় আরতি যুগল-কিশোর।
প্যারি-জী শোভিত শ্যাম-কি কোর ॥
জড়িত জঙ্গলজালে বিজুরি অচল।
দুহুঁ রূপে দশ দিশ বিভাশিত ভেল ॥
রতন প্রদীপ জারি ললিতা পিয়ারী ॥
আরতি করতহি বদন নিহারি ॥

সুমধুর বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ।
রবাব পিনাক বায় প্রেম অনুসঙ্গ ॥
চৌদিকে নব নব ব্রজবালা মিলি।
মঙ্গল গাওয়ত দেয় করতালী ॥
বীণা মুরজ শঙ্খ কৈ কৈ বাওয়ে।
কৈ দুহুঁক মৃদু চামর ঢুলাওয়ে ॥
মনোহর ধূপ গন্ধে বনহি মাতায়।
মলয় পবন তহি মৃদু মৃদু বায় ॥
শারী শুক পিক ডাকে মধুরস গুঞ্জে
তরুলতা সুশোভিত ফলফুল কুঞ্জে ॥
নিতি নিতি ঐছন আরতি বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস ॥

তুলসীর বন্দনা।

নমো নম তুলসী মহারাণী, বৃন্দে মহারাণী।
নমোরে নমোরে মাইয়া নমো নারায়ণী ॥
যাঁকো দরশে পরশে অঘনাশিনী,
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি ॥
যাঁকো পত্রল, মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি চরণো-কমলে লপটানি।
ধন্য তুলসী রাণী, পুণ্য তপ কিয়ে,
শালগ্রামকি মহাপাট-রাণী ॥
ধূপ দীপ, নৈবেদ্য আরতি,
ফুলেলা কিয়ে বরখা বরখাণী।
ছাপান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি ॥
শিব শুক নারদ আর ব্রহ্মাদিক,
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।

চন্দ্রাসখী মাইয়া, তেরা যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী ॥

নমো নমঃ তুলসীদেবি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণচরণ পাব এই অভিলাষী।
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।
মোর মনে এই অভিলাষ, বিলাসকুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
কুঞ্জসেবা দিয়ে কর নিজদাসী ॥
দীন কৃষ্ণ দাসে কয়, মোর যেন এই হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ পদে প্রেম অভিলাষী ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব বন্দনা।

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
(নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ,
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।)
জয় জয় রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
জয় জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
কৃপা করি সবে মিলি দেহ গৌর-চরণারবিন্দ॥

সখীগণ সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ বন্দনা

জয় জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ ।

(রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ ।)

জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ ।
জয় জয় রাধাকান্ত রাসবিহারী শ্রীরাধাগোবিন্দ ।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র ।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ।
জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ ।
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা আর বীরাবৃন্দা ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥

হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন ॥
গিরীধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
[ইত্যাদি ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য]